"গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস"

হোসনে আরা বেগম

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ

RB
M.P.L
331.4
E.G
C.1

402441

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

" গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস "

রওশন আরা বেগম

402441

ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের এম,ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত থিসিস

GIFT

রওশন আরা বেগম
রেজিঃ নম্বর ঃ ৪২৩
সেশন ঃ ১৯৯৬ - ৯৭

402441

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
402441

ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষনা করছি যে, অত্র থিসিসে যেসব গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে তার উল্লেখ তথ্য নির্দেশিকায় রয়েছে। থিসিসটি গবেষকের নিজস্ব গবেষণার ফসল। এও প্রত্যয়ন করছি যে, এই থিসিস বা এর অংশ বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের এম,ফিল বা পি,এইচ,ডি অথবা উচ্চতর কোন ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয়নি।

402441

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

৬/১১/০৬

ডঃ প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা
অধ্যাপক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রওশন আরা বেগম
৬/১১/০৬

রওশন আরা বেগম
এম,ফিল গবেষক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্ব প্রথম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি প্রজ্ঞাময়ের নিকট। যাঁর অসীম কৃপা ও সাহায্যে আমি গবেষণা কর্মটি সুচারু ও সুপরিকল্পিত ভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

এ গবেষণা কর্মটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে পরামর্শ, নিদের্শনা ও উৎসাহ দিয়ে অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে সার্বক্ষণিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন 'ব্যবস্থাপনা' বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ডঃ প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা। তাঁর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ এবং তাঁকে জানাই আন্ত রিক ধন্যবাদ।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি 'গাহর্স্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়ের' প্রাক্তন অধ্যাপিকা মিসেস মমতাজ খানকে, যাঁর প্রবল উৎসাহ, প্রেরণা ও সহযোগিতায় এম,ফিল ডিগ্রি গ্রহণে আগ্রহী হয়েছি। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও উপদেশের জন্য তাঁর নিকট আমি গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

গবেষণার প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, এনজিও ব্যুরো, এডাব, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ওমেন ফর ওমেন, বি,আর,ডি,বি, বেনবেইস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতচিত্তে স্মরণ করছি বিভিন্ন থানার বসবাসরত গ্রামীণ মহিলা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলা কর্মী এবং কর্মকর্তাদের। যারা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে অনেক ধৈর্য্য সহকারে তথ্য প্রদান করেছেন। এছাড়াও গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও সম্পাদন প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছে আমার ভাগীনা আব্দুর রাজ্জাক, তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি নাসির উদ্দিন -কে, যে নির্ভুল ভাবে অল্প সময়ে অধিক পরিশ্রম করে আমার থিসিসটি কম্পিউটারে কম্পোজ করেছে।

আরো কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বন্ধু ও বান্ধবীদের, যাঁরা সর্বদা পরামর্শ, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত দিয়ে সাহায্য করেছে।

সবশেষে. গবেষণা কর্মটি সার্বিক ভাবে সম্পাদনে আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রেরণা দিয়ে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমার ভগ্নীপতি ও বোন-ভাই, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

ধন্যবাদান্তে

রওশন আরা বেগম

নভেম্বর, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
সারণী তালিকা		১
সারসংক্ষেপ		৪
প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা		**৭ - ২৩**
১.১	ভূমিকা	৮
১.২	প্রাসঙ্গিক রচনাবলীর পর্যলোচনা	১২
১.৩	গবেষণার যৌক্তিকতা	২১
১.৪	গবেষণার উদ্দেশ্য	২২
১.৫	গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত	২২
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ গবেষণার পদ্ধতি		**২৪ - ২৯**
২.১	গবেষণার এলাকা নির্ধারণ	২৫
২.২	গবেষণার নমুনা ও ক্ষেত্র নির্বাচন	২৫
২.৩	প্রশ্নমালা তৈরী	২৬
২.৪	উত্তরদাতা বাছাইকরণ ও নির্বাচন	২৬
২.৫	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	২৭
২.৬	তথ্য সংগ্রহের উৎস	২৭
২.৭	উপাত্ত বিশ্লেষণ কৌশল	২৮
২.৮	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	২৮
তৃতীয় অধ্যায় ঃ গ্রামীণ মহিলাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বৈশিষ্ট্যাবলী		**৩০ - ৩৭**
৩.১	গ্রামীণ মহিলাদের বয়স	৩১
৩.২	গ্রামীণ মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থা	৩১

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩	গ্রামীণ মহিলা ও স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৩২
৩.৪	গৃহস্বামীদের পেশা	৩৩
৩.৫	মহিলাদের সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্ক	৩৩
৩.৬	সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৩৫
৩.৭	সন্তানদের বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারন	৩৬

চতুর্থ অধ্যায় ঃ গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের বিভিন্ন উৎস **৩৮ - ৫৭**

৪.১	গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস	৪০
৪.২	গ্রামীণ মহিলাদের আয়, আয়ের উৎসে সময় ব্যয়ের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য	৪২
৪.৩	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের সদস্যভূক্তি সংক্রান্ত তথ্য	৪৩
৪.৪	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবাসমূহ	৪৫
৪.৫	ঋণের অর্থ প্রয়োগের ধরন	৪৬
৪.৬	গ্রামীণ মহিলাদের গৃহীত ঋণের পরিমাণ (বার্ষিক)	৪৭
৪.৭	ঋণ গ্রহণের ফলে উপকৃতের হার	৪৮
৪.৮	ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য	৪৯
৪.৯	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (সদস্যদের) ঋণ পরিশোধের হার	৪৯
৪.১০	ঋণ পরিশোধে সমস্যার ধরন	৫১
৪.১১	মহিলাদের উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার কারন ও পছন্দ (মহিলাদের মতামতের প্রেক্ষিতে)	৫১
৪.১২	স্ত্রীদের উপার্জন সম্পর্কে স্বামীদের পছন্দ ও অপছন্দের কারন (মহিলাদের মতামতের প্রেক্ষিতে)	৫২
৪.১৩	স্ত্রীদের বাইরে কাজ করা সম্পর্কে গৃহকর্তাদের মতামত	৫৩
৪.১৪	স্ত্রীদের বাইরে কাজ করা সম্পর্কে গৃহকর্তাদের পছন্দ ও অপছন্দের কারণ (গৃহকর্তার মতামতের প্রেক্ষিতে)	৫৪
৪.১৫	স্ত্রীদের/মহিলাদের পছন্দনীয় আয়ের উৎস সম্পর্কে গৃহকর্তার মতামত	৫৫
৪.১৬	মহিলাদের বিভিন্ন পেশায় নিয়ুক্ত হওয়া সম্পর্কে গৃহকর্তাদের মনোভাব	৫৬

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মহিলাদের কর্মসংস্থান ও প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ৫৮ - ৭৮

৫.১ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলা কর্মীদের সংখ্যা ৬০
৫.২ বিভিন্ন পদে নিয়োজিত মহিলা কর্মী ৬১
৫.৩ কর্মে সন্তুষ্টির কারন ৬৪
৫.৪ গ্রামীণ মহিলাদের ঋণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্বন্ধে কর্মীদের মতামত ৬৫
৫.৫ গ্রামীন মহিলাদের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কর্মীদের মতামত ৬৬
৫.৬ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের ধরণ ৬৭
৫.৭ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীর দায়িত্ব ৬৯
৫.৮ চিকিৎসার সেবা প্রদানের ধরণ ৭০
৫.৯ শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মীদের ভূমিকা ৭১
৫.১০ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রদানকৃত সুবিধা সমূহ ৭৩
৫.১১ নির্বাচিত শিক্ষার্থীর ধরণ ৭৩
৫.১২ কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের সময় ব্যয়ের পরিমাণ ৭৪
৫.১৩ কর্মীদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ৭৫
৫.১৪ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা (কর্মীদের মতামত) ৭৬
৫.১৫ মহিলাদের চাকরী করা পছন্দ ও তার কারণ (কর্মীদের মতামত) ৭৬
৫.১৬ মহিলাদের উপার্জনক্ষমতা সম্পর্কে কর্মীদের মতামত ৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যা ৭৯ - ৮৮

৬.১ আয়ের উৎসে জড়িত থাকার ক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যা ৮০
৬.২ স্ত্রীরা উৎপাদনমূলক কাজ করায় পরিবারে উদ্ভূত সমস্যা ও কারণ (গৃহস্বামীর মতামত) ৮১
৬.৩ সাংসারিক কাজে গৃহকর্তাদের অংশ গ্রহনের ধরণ ৮১
৬.৪ কর্মজীবি মহিলাদের পারিবারিক সমস্যা ও তার ধরণ ৮২

Dhaka University Institutional Repository

৬.৫	মহিলা কর্মীদের সমস্যা সমাধাণের উপায় (পারিবারিক ক্ষেত্রে)	৮৩
৬.৬	কর্মজীবি মহিলাদের শিশুরযত্ন	৮৩
৬.৭	প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যার ধরন	৮৪
৬.৮	কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের উপায়	৮৫
৬.৯	সমস্যা সমাধাণে প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা	৮৫
৬.১০	প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবেশ সম্বন্ধে কর্মীদের মতামত	৮৬
৬.১১	কাজে অবদান রাখার ক্ষেত্রে কর্ম পরিবেশের প্রভাব	৮৭

সপ্তম অধ্যায় ঃ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আয়ের উৎস গুলোর অবদান ৮৯ - ১০৭

৭.১	পরিবারের মোট আয়ের উৎস	৯১
৭.২	পরিবার প্রধানের মাসিক আয়ের পরিমাণ	৯২
৭.৩	পরিবারের মোট আয় (মাসিক)	৯৩
৭.৪	পরিবারের মোট আয় ও ব্যয় (মাসিক)	৯৩
৭.৫	পারিবারিক বিভিন্ন ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ (মাসিক)	৯৫
৭.৬	পরিবারের সদস্যদের বেকারত্বের কারন	৯৬
৭.৭	স্ত্রীদের আয়ের মাধ্যমে পরিবার উপকৃত হওয়ার ধরণ (গৃহকর্তার মতামত)	৯৭
৭.৮	মহিলারা আয় করায় নতুন সম্পদ ক্রয়	৯৭
৭.৯	মহিলাদের বসত বাড়ি ও আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ	৯৮
৭.১০	পরিবারের বর্তমান ও পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থা	৯৯
৭.১১	গ্রামীণ মহিলাদের বসত বাড়ির ধরণ	৯৯
৭.১২	মহিলাদের গৃহের কক্ষ সংখ্যা	১০০
৭.১৩	ব্যবহৃত গোসল খানা ও পয়ঃপ্রণালীর ধরণ	১০১
৭.১৪	পরিবারে খাবার পানির উৎস	১০১
৭.১৫	গৃহের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা	১০২
৭.১৬	পরিবারের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের মাধ্যম সমূহ	১০২

Dhaka University Institutional Repository

৭.১৭	শিশুর ডায়রিয়া প্রতিরোধে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ	১০৩
৭.১৮	পরিবারে বিনোদনের মাধ্যম সমূহ	১০৪
৭.১৯	পরিবারিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (মহিলা ও গৃহস্বামীর্মতামত)	১০৫

অষ্টম অধ্যায় ঃ উপসংহার **১০৮ - ১১৭**

৮.১	গ্রামীণ মহিলাদের বিভিন্ন আয়ের উৎসে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ	১১৫
	সহায়ক গ্রন্থাবলী	১১৮
	পরিশিষ্ট	
	সারণী	১২১
	শব্দ সংক্ষেপ	১২৫
	প্রশ্নমালা	১২৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

২.২.১ গবেষণাকৃত থানাসমূহের সংখ্যা ও নমুনা আকার

৩.১ গ্রামীণ মহিলাদের বয়স

৩.২ গ্রামীণ মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থা

৩.৩ গ্রামীণ মহিলা ও স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

৩.৪ গৃহস্বামীদের পেশা

৩.৫ মহিলাদের সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্ক

৩.৬ সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

৩.৭ সন্তানদের বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারন

৩.১ গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস

৩.২ গ্রামীণ মহিলাদের আয়, আয়ের উৎসে সময় ব্যয়ের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য

৩.৩ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের সদস্যভূক্তি সংক্রান্ত তথ্য

৩.৪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবাসমূহ

৩.৫ ঋণের অর্থ প্রয়োগের ধরন

৩.৬ গ্রামীণ মহিলাদের গৃহীত ঋণের পরিমাণ (বার্ষিক)

৩.৭ ঋণ গ্রহণের ফলে উপকৃতের হার

৩.৮ ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য

৩.৯ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (সদস্যদের) ঋণ পরিশোধের হার

৩.১০ ঋণ পরিশোধে সমস্যার ধরণ

৩.১১ মহিলাদের উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার কারন ও পছন্দ (মহিলাদের মতামতের প্রেক্ষিতে)

৩.১২ স্ত্রীদের উপার্জন সর্ম্পকে স্বামীদের পছন্দ ও অপছন্দের কারন (মহিলাদের মতামতের প্রেক্ষিতে)

৩.১৩ স্ত্রীদের বাইরে কাজ করা সর্ম্পকে গৃহকর্তাদের মতামত

Dhaka University Institutional Repository

৩.১৪ স্ত্রীদের বাইরে কাজ করা সর্ম্পকে গৃহকর্তাদের পছন্দ ও অপছন্দের কারণ (গৃহকর্তার মতামতের প্রেক্ষিতে)

৩.১৫ স্ত্রীদের/মহিলাদের পছন্দনীয় আয়ের উৎস সম্পর্কে গৃহকর্তার মতামত

৩.১৬ মহিলাদের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হওয়া সর্ম্পকে গৃহকর্তাদের মনোভাব

৫.১ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলা কর্মীদের সংখ্যা

৫.২ বিভিন্ন পদে নিয়োজিত মহিলা কর্মী

৫.৩ কর্মে সন্তুষ্টির কারন

৫.৪ গ্রামীণ মহিলাদের ঋণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্বন্ধে কর্মীদের মতামত

৫.৫ গ্রামীন মহিলাদের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কর্মীদের মতামত

৫.৬ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের ধরণ

৫.৭ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীর দায়িত্ব

৫.৮ চিকিৎসার সেবা প্রদানের ধরণ

৫.৯ শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মীদের ভূমিকা

৫.১০ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রদানকৃত সুবিধা সমূহ

৫.১১ নির্বাচিত শিক্ষার্থীর ধরণ

৫.১২ কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের সময় ব্যয়ের পরিমাণ

৫.১৩ কর্মীদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা

৫.১৪ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা (কর্মীদের মতামত)

৫.১৫ মহিলাদের চাকরী করা পছন্দ ও তার কারণ (কর্মীদের মতামত)

৫.১৬ মহিলাদের উপার্জনক্ষমতা সম্পর্কে কর্মীদের মতামত

৬.১ আয়ের উৎসে জড়িত থাকার ক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যা

৬.২ স্ত্রীরা উৎপাদনমূলক কাজ করায় পরিবারে উদ্ভূত সমস্যা ও কারন (গৃহস্বামীর মতামত)

৬.৩ সাংসারিক কাজে গৃহকর্তাদের অংশ গ্রহনের ধরণ

৬.৪ কর্মজীবি মহিলাদের পারিবারিক সমস্যা ও তার ধরণ

৬.৫ মহিলা কর্মীদের সমস্যা সমাধাণের উপায় (পারিবারিক ক্ষেত্রে)

৬.৬ কর্মজীবি মহিলাদের শিশুযত্ন

Dhaka University Institutional Repository

৬.৭ প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যার ধরন
৬.৮ কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের উপায়
৬.৯ সমস্যা সমাধাণে প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা
৬.১০ প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবেশ সম্বন্ধে কর্মীদের মতামত
৬.১১ কাজে অবদান রাখার ক্ষেত্রে কর্ম পরিবেশের প্রভাব
৭.১ পরিবারের মোট আয়ের উৎস
৭.২ পরিবার প্রধানের মাসিক আয়ের পরিমাণ
৭.৩ পরিবারের মোট আয় (মাসিক)
৭.৪ পরিবারের মোট আয় ও ব্যয় (মাসিক)
৭.৫ পারিবারিক বিভিন্ন ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ (মাসিক)
৭.৬ পরিবারের সদস্যদের বেকারত্বের কারন
৭.৭ স্ত্রীদের আয়ের মাধ্যমে পরিবার উপকৃত হওয়ার ধরণ (গৃহকর্তার মতামত)
৭.৮ মহিলারা আয় করায় নতুন সম্পদ ক্রয়
৭.৯ মহিলাদের বসত বাড়ি ও আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ
৭.১০ পরিবারের বর্তমান ও পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থা
৭.১১ গ্রামীণ মহিলাদের বসত বাড়ির ধরণ
৭.১২ মহিলাদের গৃহের কক্ষ সংখ্যা
৭.১৩ ব্যবহৃত গোসল খানা ও পয়ঃপ্রণালীর ধরণ
৭.১৪ পরিবারে খাবার পানির উৎস
৭.১৫ গৃহের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা
৭.১৬ পরিবারের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের মাধ্যম সমূহ
৭.১৭ শিশুর ডায়রিয়া প্রতিরোধে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ
৭.১৮ পরিবারে বিনোদনের মাধ্যম সমূহ
৭.১৯ পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (মহিলা ও গৃহস্বামীরমতামত)

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। সীমিত সম্পদ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অশিক্ষা, বেকারত্ব, দারিদ্রতা ক্রমাগত এর উন্নয়নের গতিকে বাধাঁগ্রস্ত করছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এ অন্তরায় গুলো দূর করা একান্ত প্রয়োজন।

এদেশ মূলতঃ গ্রাম প্রধান। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামে বাস করে। এদের মধ্যে অর্ধেকই হচ্ছে মহিলা জনগোষ্ঠী। যাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, অবহেলিত, পরিত্যক্তা, বিধবা, দরিদ্র এবং নানা সমস্যায় জর্জরিত। পরিবারে ও সমাজে তাদের অবস্থান অত্যন্ত নীচ। কিন্তু এই অবহেলিত অর্ধেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অনেক সম্পদ (জ্ঞান, দক্ষতা, প্রতিভা)। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও পারিবারিক সংস্কার এসব সম্ভাবনাময় সম্পদ বিকাশে বাধাঁ সৃষ্টি করছে। তদুপরি এ সম্পদের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

বর্তমান গবেষণাটি গ্রামীণ মহিলাদের নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। এ সকল মহিলারা সাংসারিক কাজের পাশা-পাশি অন্যান্য কোন ধরণের কাজের সাথে জড়িত রয়েছে এবং তা থেকে পরিবার কতটুকু উপকৃত হচ্ছে মূলতঃ এসব জানাই ছিল এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই 'গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস' সম্পর্কিত বিষয়টির উপর গবেষণা কার্য পরিচালনা করা হয়। উক্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবে ঢাকা বিভাগের ছয়টি জেলার বারটি থানাকে (সাভার, কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ সদর, ফতুল্লা, মুন্সিগঞ্জ সদর, টঙ্গীবাড়ী, গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, রাজবাড়ী সদর, বালিয়াকান্দি, শেরপুর সদর ও নকলা) নির্ধারণ করা হয়। সাধারণতঃ পল্লী উন্নয়নমূলক সরকারী ও বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে উক্ত থানা গুলোকে নির্বাচন করা হয়। এসব থানায় অবস্থানরত ৩৫০ জন কর্মজীবি ও গ্রামীণ মহিলার নিকট থেকে সরাসরি সাক্ষৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

উক্ত গবেষণার অন্তর্ভূক্ত অধিকাংশ গ্রামীণ মহিলাই সাংসারিক কাজের পাশা-পাশি বিভিন্ন ধরণের আয়ের উৎসে নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের উপার্জিত অর্থ পরিবারের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে সহায়তা করছে। গবেষণায় দেখা যায়, অধিকাংশ মহিলা হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালনে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ব্যবসা, সেলাই, মুদি দোকান পরিচালনা, কৃষি কাজ, সব্জি ও মৎস্য চাষ, চাকুরী এবং অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিক্রি, ফেরি করে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি, হোটেলে পানি, সরবরাহ, রান্না ও মসলা বাটা, অন্যের জমিতে ও বাড়িতে শ্রম বিনিয়োগ করা, দুধ

Dhaka University Institutional Repository

দোহানো, নৌকা ও ঘরের বেড়া তৈরী, রাইস মিলে ধান সিদ্ধ, শুকানো ও চাল ঝাড়া, বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ ইত্যাদি। এসব কাজ করে সর্বাধিক ২৪% মহিলা মাসে আয় করে (০-২০০) টাকার মধ্যে। সবচেয়ে কম আয় করে ৮% মহিলা (৮০১-১০০০) টাকার মধ্যে এবং ১০০০ টাকার উর্ধ্বে আয় করে ১৮% মহিলা। এ কাজে অধিকাংশ (২৯%) মহিলা দিনে তিন ঘন্টা সময় ব্যয় করে। এবং ৬ ঘন্টার উর্ধ্বে ব্যয় করে এক-চতুর্থাংশ মহিলা। গ্রামীণ মহিলাদের অধিকাংশই হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন এবং সেলাই কাজে বেশি আগ্রহী ও স্বাচ্ছন্দবোধ করে। বেশির ভাগ মহিলারই বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবারে আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা।

গ্রামীণ মহিলাদের বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারী ও বিভিন্ন বেসকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভাবে সাহায্য করছে। যেমন- ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক, পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (বিআরডিবি), আশা, ক্যাপ প্রভৃতি। এ সকল প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। যার ফলে মহিলারা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভাবে উপকৃত হচ্ছে।

এছাড়াও পল্লী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দায়িত্বে মহিলা কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। যেমন- এলাকা ব্যবস্থাপক, কার্য-সমন্বয়কারী, সহকারী ব্যবস্থাপক, মাঠ সংগঠক, হিসাব রক্ষক, ক্রেডিত অফিসার, প্রোগ্রাম সুপারভাইজার, অফিস সহকারী ও বাবুর্চি। এদের মধ্যে অধিক সংখ্যক (৫৭%) মাঠ সংগঠকের দায়িত্ব পালন করছে। ব্যবস্থাপকের ভূমিকায় খুব কম মহিলাই (৪%) নিয়োজিত রয়েছে। তবে কোন কোন এলাকা অফিসে মহিলা কর্মী নেই। অধিকাংশ মহিলাই নিজ নিজ দায়িত্বে কাজ করার ক্ষেত্রে সন্তষ্ট প্রকাশ করেছে। তবে কিছু মহিলা অফিসের অভ্যন্তরে কাজ করার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য গ্রাচ্যুইটি ও প্রভিটেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা রয়েছে, এবং পেনশনের ব্যবস্থা রয়েছে শুধুমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠানে।

মহিলারা কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হওয়ায় পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই নানা সমস্যার সম্মুখীণ হচ্ছে। যেমন- ছোট বাচ্চার যত্ন, সাংসারিক কাজ, পারিবারিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন বাঁধা ইত্যাদি। এসব সমস্যার সমাধানে তারা গৃহ পরিচালিকা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, প্রতিবেশী এবং প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

মহিলারা উপার্জনক্ষম হওয়ায় পরিবারের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বেশির ভাগ মহিলাই এ বাড়তি আয় দ্বারা সন্তানদের লেখাপড়া, প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ ও বিপদ-আপদের

Dhaka University Institutional Repository

মোকাবেলা করে থাকে। তবে তাদের সামগ্রিক অবস্থার তেমন পরিবর্তন হয়নি। আত্মনির্ভরশীল হওয়ায় পরিবারে সম্মান ও মর্যাদা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এখানো তারা পায়নি। যার ফলে দেখা যায়, স্ব-উপার্জিত অর্থের উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব নেই এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তাদের অনুপস্থিতি।

সর্বোপরি গ্রামীণ অর্ধেক জনশক্তিকে অব্যবহৃত রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সমাজ ও দেশের উন্নয়নের স্বার্থে গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নের সকল স্তরে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক উন্নয়নের সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণের স্বীকৃতি ও সুযোগ সৃষ্টি, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করে জনসেবামূলক সকল কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং একই হারে মজুরী প্রদানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এছাড়াও গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু ও এর সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ । ব্যাপক দারিদ্র্য, অপুষ্টি, বেকারত্ব, অশিক্ষা, নিম্ন জীবনমাত্রার মান, মাথাপিছু নিম্ন আয় এ সকল বৈশিষ্ট্য দেশের আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতার পরিচয় বহন করে ।

এই দেশ গ্রাম প্রধান হওয়ায় মোট জনসংখ্যার ৮০% লোক গ্রামে বাস করে। আর এই জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই মহিলা। যাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, বাস্তুহারা এবং দরিদ্র। এ সকল মহিলা শুধু যে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত তা নয়, তারা তাদের অন্যান্য অধিকার গুলো থেকেও বঞ্চিত এবং পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে নানা সমস্যা ও নির্যাতনের শিকার। তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এক নৈরাশ্যজনক চিত্র তুলে ধরে। তাদের জীবন পুরুষ শাসিত। মহিলারা পুরুষের চাইতে নিম্নস্তরের -এ ধারণা প্রায় সার্বজনীন। এমনকি উন্নত বিশ্বেও যেখানে মহিলারা তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাদের সামাজিক মর্যাদাও খুব কম ক্ষেত্রেই পুরুষের সমান। শিক্ষা ও চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশ গ্রহণের হার বেশ ভিন্ন (Davidson and Cooper,1984)। পুরুষেরা যেখানে প্রশাসনিক দায়িত্বশীল বড় পদে অধিষ্ঠিত ও সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী, মহিলারা সেখানে অধিকাংশই কেরানীর কাজ, নার্সের কাজ, স্কুল শিক্ষিকা বা অন্য কোন অধীনস্থ ও স্বল্প মজুরীর কাজ করে থাকে। কর্মজীবী মহিলাদের অধিকাংশই খন্ড-কালীন কাজে নিয়োজিত। তৃতীয় বিশ্বের মহিলাদের, বিশেষতঃ গ্রামীণ মহিলাদের অবস্থা ভিন্ন তো নয়ই বরং আরো শোচনীয়। নিশ্চিত ভাবেই তাই বাংলাদেশের মহিলাদের নীচু মর্যাদা ও পুরুষদের উচ্চ মর্যাদা সমাজ স্বীকৃত।

বাংলাদেশের গ্রামীণ একজন মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। একটা মেয়ের জন্মের সাথে সাথেই তাকে গ্রহণ করার আচার বিধি থেকে বুঝা যায় সে পুরুষের চেয়ে নীচু মর্যাদা সম্পন্ন। পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে যতটা প্রচার ও আনন্দমুখ করানো হয়, মেয়েদের বেলায় তা হয় না। বরং পরিবারের সকল সদস্যের নিকট কন্যাটি হয় বোঝা স্বরূপ। আর পুত্রটি হয় সম্পদ। ফলে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিবার যা কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

তার উপর প্রথম ও প্রধান দাবিই থাকে পুরুষের। অর্থাৎ পরিবারের যা কিছু ভালো তা পুরুষের জন্য সংরক্ষিত। শৈশব কাল থেকেই মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হয় স্বামী ও সন্তানের জন্য আত্মোৎসর্গের। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাদের জন্য বাহুল্য আর কোরান পাঠ ও ধর্মীয় শিক্ষাই যথেষ্ট মনে করা হয়। বয়ঃসন্ধির সাথে সাথে স্কুল ছেড়ে পর্দা প্রথা মেনে চলতে হয় এবং বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। জন্মের পর বাবার অধীনে এবং বিয়ের পর স্বামী ও পৌঢ়ে ছেলের অধীনে থাকতে হয়। আর এই অধীনস্থতার কারণেই পরিবারে তাদের মর্যাদা ও মতামতের কোন মূল্য নেই। স্বামীর মর্যাদার উপর নির্ভর করে মহিলাদের মর্যাদা। ফলে তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে অত্যন্ত নিচ। আর এজন্যই প্রতিনিয়ত তারা নানা বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

তবে কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে মহিলারা ক্রমেই বুঝতে পারছে, যে সমাজে শোষণ নেই, মুনাফা ও লোভ নেই, যেখানে মেয়েরা পুরুষের পালিত জীব নয় সেখানেই তাদের প্রকৃত মুক্তি এবং সেখানেই পেতে পারে প্রকৃত মর্যাদা। তবে এক্ষেত্রে বিশেষত্ব যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সমাজ কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন।

মানব সমাজের ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইতিহাসের সকল স্তরে মহিলার অবস্থান কখনই এক রকম ছিলো না। যখন একটা সমাজে যে ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে সেই অনুযায়ী সেই সময়ের সমাজ কাঠামো গড়ে উঠে। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোই হচ্ছে মূল, এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে সমাজ কাঠামো। আর এই আর্থ-সমাজিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে সমাজে মহিলার সামাজিক মর্যাদা। দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সাথে মহিলার সামাজিক অবস্থানও পরিবর্তিত হয়। আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যত সমাজ ব্যবস্থা এসেছে, প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থাতেই মহিলাদের অবস্থান আশানুরূপ লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি। যদিও তখন পরিবারের কতৃর্ত্ব ছিল মহিলাদের হাতে; তথাপি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে এই কর্তৃত্ব আবার পুরুষের হাতে চলে যায়। শ্রম বিভাজনের ফলে পুরুষরা বাইরের কাজে এবং মহিলারা গৃহাঙ্গনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পুরুষরা অধিক সম্পদের মালিক হওয়ায় সর্বত্র তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। আর তখন থেকেই শুরু হয় নারী - পুরুষ বৈষম্য, শোষণ ও নির্যাতন। এর মূল কারণ ছিল দেশের অর্থনীতির মূল উৎপাদন ব্যবস্থায় মহিলাদের সীমিত অংশগ্রহণ।

তবে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অঙ্গনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ তারা পুরুষের সাথে পদচারণা করছে সকল অঙ্গনে। শিক্ষা-দীক্ষা ও ক্ষমতায়নে তারা আর পিছিয়ে নেই।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও ক্ষমতার সিংহভাগ এখনও পুরুষের অধীনে রয়ে গেছে, তবুও তারা আজ স্বীয় অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। এক্ষেত্রে জাতিসংঘও বিশ্বব্যাপী মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলছে। ফলে মহিলারা নিজ ইচ্ছায় ও উদ্যোগে স্ব-স্ব কর্মে আত্ম প্রত্যয়ের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন তাদের অল্প বয়সে বিধবা হয়ে জীবন্ত দগ্ধ, নিঃসঙ্গ ও সমাজচ্যুত হয়ে থাকতে হয় না। স্বীয় যোগ্যতায় একটু হলেও তারা স্বাধীনতা পেয়েছে এবং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পালন করছে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্ব।

গ্রামীণ মহিলাদের কাজের উৎপাদনশীল দিকটার কথা সচরাচর এড়িয়েই যাওয়া হয়। ধরেই নেয়া হয় যে, তারা নিছক গৃহস্থালীর কাজে জড়িত থাকে। অথচ একথা সত্য যে, তারা প্রায় সবাই গৃহাঙ্গনে কোন না কোন উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়মিতই অংশগ্রহণ করে থাকে, যার একটা অর্থকরী দিক রয়েছে। যেমন- হাঁস-মুরগী পালন, গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ, সব্জি চাষ, নক্শী কাঁথা সেলাই, শিকা, ঝুড়ি ও পাটি তৈরী, কৃষি কাজ ইত্যাদি। মহিলাদের গৃহাঙ্গনের এই উৎপাদনমূলক শ্রমটাকে মূল্যয়ান করে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সেগুলোকে ব্যাপক কার্যক্রমের মাধ্যমে কার্যকরী করে তুলতে হবে। তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী-বেসরকারী এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যেমন - শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান ইত্যাদি। এতে একদিকে পরিবারের আয় বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারী ও বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন - ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীন ব্যাংক, বাঁচতে শেখা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, সিডা, আশা, বি,আর,ডি,বি, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ইত্যাদি গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বহু কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রধান লক্ষ্য হলো গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। এই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান গুলো পল্লী এলাকায় বিভিন্ন সংগঠন বা সমিতি গড়ে তুলছে এবং উক্ত সমিতিতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবাসহ স্বল্প মেয়াদে (এক বৎসর মেয়াদী) সরল সুদে ঋণ প্রদান করছে। তবে প্রতিষ্ঠান ভেদে সুদের হার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, যেমন - ব্র্যাক, আশা ও ক্যাপ ১৫%, প্রশিক্ষা ১৪%, ওয়ার্ল্ড ভিশন ১২%, বি,আর,ডি,বি, (পদাবিক) ১২%, গ্রামীণ ব্যাংক ২০% এবং পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ২৪%। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রদানের সিলিং ব্যক্তি ভিত্তিক সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত। এবং সংগঠন ভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

৫০,০০০ টাকা থেকে ৪/৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন সিলিং অনুসরণ করা হয় না। গ্রামীণ মহিলারা প্রাপ্ত ঋণের অর্থ বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কর্মে বিনিয়োগ করে পরিবারে আয়ের সংস্থান সৃষ্টি করে, যেমন - হাঁস-মুরগী পালন, গবাদি পশু পালন, কৃষি কাজ, সব্জি উৎপাদন, মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মুদি দোকান পরিচালনা, সেলাই, রিক্সা-ভ্যান ক্রয়, নার্সারী তৈরী ইত্যাদি। যে সকল মহিলারা কোন সংগঠন বা সমিতির সাথে জড়িত নেই, তাদের বিভিন্ন ধরনের আয়ের উৎসে কাজ করতে দেখা যায়, যেমন - রাইস মিলে ধান সিদ্ধ, শুকানো, চাল ঝাড়া, অন্যের জমিতে চাড়া উঠানো ও রোপণ করা, ম্যাসে ও হোটেলে রান্না করা, মসলা বাটা ও পানি আনা, দুধ দোহানো, নৌকা ও বেড়া তৈরী, ফেরি করে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী (হাড়ি-পাতিল, ফল, সব্জি, কাপড় ইত্যাদি) বিক্রি করা, পাটি বোনা, মুড়ি ভাজা ও বিক্রি করা, ইট ভাঙ্গা, অন্যের বাড়িতে কাজ করা, অফিস ঝাড়ু দেয়া ইত্যাদি। তবে গ্রামের স্বচ্ছল পরিবারের মহিলাদের গৃহাঙ্গন ভিত্তিক আয়ের উৎসে বেশি জড়িত থাকতে দেখা যায় এবং সেলাই ও হাঁস-মুরগী পালনে তারা বেশী আগ্রহী। অন্যদিকে নিম্নবিত্ত বা অস্বচ্ছল পরিবারের মহিলাদের গৃহাঙ্গন ও গৃহাঙ্গনের বাইরে যে কোন ধরনের আয়ের উৎসে কাজ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ জীবন-জীবিকার তাগিদে এবং দারিদ্রতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেই আজ মহিলারা বিভিন্ন ধরনের আয়ের উৎসে নিয়োজিত হচ্ছে।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পল্লী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সফল ভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বিভিন্ন পদে মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। কেননা দেশের অধিকাংশ মানুষ এখানো পর্দাপ্রথা ও ধর্মীয় সংস্কার মেনে চলে, সেক্ষেত্রে মহিলা কর্মীরা সহজে তাদের নিকট যেতে পারবে এবং কার্যক্রম গুলো অতি সহজে বাস্তবায়ন করতে পারবে। সাধারণতঃ উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলোতে মহিলারা যে সকল পদে নিয়োজিত রয়েছে সেগুলো হলো এলাকা ব্যবস্থাপক, কার্যসমন্বয়কারী, সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার, কর্মসূচী সংগঠক/মাঠ কর্মী (ঋণ,স্বাস্থ্য, পারিবারিক আইন শিক্ষা, সামাজিক বনায়ন), ক্রেডিট অফিসার, উন্নয়ন শিক্ষা কর্মী, হিসাব রক্ষক, প্রেগ্রাম সুপারভাইজার (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা), অফিস সহকারী ও বাবুর্চি। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদ গুলোতে খুব কম সংখ্যক মহিলা নিয়োজিত রয়েছে। এবং প্রতিষ্ঠানে মহিলা কর্মী নিয়োগের নির্দিষ্ট কোটা বরাদ্দ থাকলেও প্রকৃত পক্ষে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে তা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এছাড়াও কর্মীদের কাজের সময় ৮ ঘন্টা নির্ধারণ করা থাকলেও, অধিকাংশ সময়ে দেখা যায় কর্মীরা ৮ ঘন্টার ঊর্ধ্বে কাজ করছে, সেক্ষেত্রে বাড়তি সময় কাজ করার জন্য কোন অর্থ প্রদান করা হচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলারা উপার্জনক্ষম হওয়ায় যদিও পারিবারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেমন- পারিবারিক স্বচ্ছলতা, প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ, শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বাসস্থানের উন্নয়ন, দক্ষতা অর্জন, বাসোপযোগী পরিবেশ তৈরী ইত্যাদি। তথাপি প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং পারিবারিক নানা সমস্যা মহিলাদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। যার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী শ্রমের হার অত্যন্ত সীমিত। সুতরাং মহিলারা কর্মক্ষম হওয়ায় আপেক্ষিক ভাবে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলেও সামগ্রিক ভাবে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

প্রকৃত পক্ষে দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে মহিলাদের ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মে সম্পৃক্ত করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে নারী শ্রমের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে, তাদের মেধা, দক্ষতা ও প্রতিভার সুষ্ঠু-সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নতুবা বাংলাদেশ বিশ্বায়নের এই যুগে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নমূখী দেশের সাথে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অনেক পিছিয়ে পড়বে।

১.২ প্রাসঙ্গিক রচনাবলীর পর্যালোচনা

কোন বিষয়কে সুস্পষ্ট ও গভীর ভাবে উপলব্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিছু প্রাসঙ্গিক রচনাবলী পাঠ ও পর্যালোচনার প্রয়োজন। যার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণার বিষয়াবলীর ধারণা সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়া যায়। গবেষণাটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্নের জন্য প্রাথমিক ধারণা লাভ এবং গবেষণার কাঠামো সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণা কর্মের প্রারম্ভেই সংশিষ্ট কিছু প্রাসঙ্গিক রচনাবলী পাঠ করা হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে গ্রামীণ মহিলাদের সামাজিক অবস্থান, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা কর্ম, পরিসংখ্যানিক উপাত্ত, রচনা ও প্রবন্ধাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস সম্পর্কিত বিষয়টির উপর কোন গবেষণা এ পর্যন্ত হয়নি। তবে এনজিও ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী, কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ এবং মহিলাদের কাজ সংক্রান্ত কয়েকটি গবেষণা হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো -

রাশেদা (১৯৯৬), 'উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিও : গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের পরিবর্তন' বিষয়ক একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালনা করেন। তার এ গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, এনজিও গুলো গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এক্ষেত্রে নারীদের সংগঠিত করে সমিতির মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টাকা বিনিয়োগের প্রতি মনোযোগ, নারীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সঞ্চয়, ঋণদান কর্মসূচী ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা প্রকল্প পরিচালনা করছে। তিনি উল্লেখ করেন বাংলাদেশের প্রায় ৯০ ভাগ এনজিও নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণদান করে থাকে। এর ফলে তার গবেষণায় জরীপকৃত ২০ জন সমিতির সদস্যের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ১৬ জনই বিভিন্ন ধরনের আয়ের উৎসের সাথে জড়িত রয়েছে, যেমন- ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, মৌসুমী কাজ, সব্‌জি বাগান, হাঁস-মুরগী পালন এবং কাঁথা সেলাই।

এছাড়াও তিনি উক্ত গবেষণায় আরো উল্লেখ করেন যে, মহিলারা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করলেও প্রকৃত পক্ষে পরিবারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তথা মূল্যবোধের তেমন কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। পরিবারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী মূলতঃ পুরুষের উপরই নির্ভলশীল। প্রাথমিক ভাবে পরিবার বা ঘরের সকল কর্মকান্ডে নারীর মতামতের উপর নির্ভর করে মনে হলেও, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বামীর মতামতকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে কিছু ব্যাপারে নারীর সচেতনতা লক্ষ্যণীয় একথা বলেন, যেমন- পারিবারিক নিষেধাজ্ঞা ও ধর্মীয় সংস্কার থাকা সত্ত্বেও নারীদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতন মনোভাব, ছোট সংসারের সুফল ভোগ এবং ঋণের টাকার সহায়তায় ভবিষ্যত জীবনের পরিকল্পনা করার ক্ষমতা তাদের বৃদ্ধি পেয়েছে। যা বর্তমান গবেষণায়ও লক্ষ্য করা হয়েছে। তবে সামগ্রিক ভাবে নারীর অবস্থানের মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি।

বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন কাঠামোতে অর্ধেকই হচ্ছে নারী। তাই তিনি মনে করেন, অস্থায়ী ভাবে কিছু আয় বা নারীর অংশগ্রহণ মূলতঃ দারিদ্র্য ঠেকাতে পারে না। এক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডকে শুধুমাত্র উন্নয়ন ভিত্তিক প্রকল্প হিসেবে বিবেচনায় না রেখে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনায় রূপদানের চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন। এতে করে উন্নয়নের বিভিন্ন ধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং সেই সাথে সমাজ কাঠামোর সামগ্রিক পরিবর্তনও সাধিত হবে।

রওশন কাদের (১৯৯৬), 'পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনারদের ভূমিকা' শীর্ষক একটি গবেষণা সমাপ্ত করেন। তার গবেষণায় উল্লেখ করেন, মহিলারা যদি পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে অংশগ্রহণ করে, তবে ভবিষ্যতে তাদের আয়ের একটি সংস্থান হবে, সেই সাথে দেশের উন্নয়নমূলক রাজনৈতিক অঙ্গনে অংশ গ্রহণ করায় সমাজে তাদের অবস্থান ও মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের মতে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীন সকল রাষ্ট্রেই রাজনীতি এবং রাষ্ট্র নির্মাণে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। একটি উন্নয়নশীল সমাজ কাঠামোতে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য অনুযায়ী নারী পুরুষ উভয়েরই উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে দেশের অর্ধেক জনসম্পদ এবং সম্ভাবনাময় শক্তি নারী যদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত না থাকে তবে দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নশীল দেশে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তুলনামূলক ভাবে খুবই সীমিত। অথচ দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা, মনোভাবের প্রতিফলন সমাজ তথা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, উন্নয়ন কৌশল নির্মাণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের সংবিধানে (অনুচ্ছেদ-২৮,২৯) প্রতিটি নাগরিকের (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ, মানুষে মানুষে বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অসমতা দূর করবে এবং সম্পদ সমান ভাবে বন্টন করবে। তথাপি বাংলাদেশে নারী সমাজের অবস্থান নির্ণয়ে দেখা যায়, উন্নয়নের সকল সূচকের (সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়) পরিমাপে তারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীরা একেবারে প্রান্তিক অবস্থায় রয়েছে। নীতি নির্ধারণের বিভিন্ন স্তরে যেমন- সংসদ, মন্ত্রী পরিষদ, সিভিল ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ে মহিলাদের অংশ গ্রহণের হার খুবই কম। তার মতে, মহিলাদের উক্ত ক্ষেত্র গুলোতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং তাদের শুধু ভোটার ও সংগঠক হিসেবে দায়িত্বশীল কাজে নিয়োজিত না করে, সকল নীতি নির্ধারণী কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত।

ভূঁইয়া (১৯৯৬), 'নারী ও সমাজ : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে' বিয়ষটির উপর গবেষণা পরিচালনা করেন। এতে তিনি বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে নারীর অবস্থান কেমন তা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, নারীরা সমাজে এখনো পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও উন্নয়নে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও রয়েছে নারী-পুরুষ বৈষম্য। যার ফলে একই যোগ্যতা সম্পন্ন নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সমাজ পরিকল্পনায় পুরুষই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তিনি তার গবেষণায় মহিলাদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। তার মতে, এ পর্যন্ত চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হলেও কোন পরিকল্পনাতেই

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ভাগ্য উন্নয়নে শতকরা এক ভাগ অর্থও জোটেনি। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী পুরুষদের পিছনে রয়েছে।

তবে তার গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, ক্রমান্বয়ে নারীর অবস্থানের উন্নতি হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, যেমন-ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রভৃতি। উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলোর সহায়তায় দেশের শ্রম শক্তিতে নারী শ্রম ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষক উল্লেখ করেন, ১৯৬১ ও ১৯৮১ সালে উৎপাদনে নারী শ্রম শক্তির পরিমাণ ছিল মোট শ্রম শক্তির ৫ থেকে ৬ ভাগ। সেক্ষেত্রে ১৯৮৩/৮৪ এবং ১৯৮৯ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৮.৮ ভাগ এবং ৪১ ভাগ। এর কারণ হচ্ছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঋণ সহায়তা, যা নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

হোসেনে আরা (১৯৮৫-৮৮), 'পরিবারের একক দায়িত্বে দুস্থ নারী' বিষয়টির উপর গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি এখানে গ্রামীণ একক পরিবারে মহিলাদের বিভিন্ন দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনের কথা তুলে ধরেন। গবেষক উল্লেখ করেন, গ্রামাঞ্চলে ক্রমশঃ মহিলা প্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা পরিবার পরিচালনার জন্য গৃহের বাইরে বিভিন্ন ধরণের কাজ করতে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হিসেবে তিনি কৃষকদের ভূমিহীনতার কথা উল্লেখ করেন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, বেকারত্ব এবং দারিদ্রতার কারণে ক্রমেই কৃষকদের আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে এ পরিবার গুলো মহিলাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, যদিও মহিলারা সামান্য পরিমাণে আয় করে; তথাপি তারা বেশী সংখ্যায় আয়মূলক কাজে জড়িত রয়েছে। তবে গবেষক যৌথ পরিবারের মহিলাদের চেয়ে একক পরিবারের মহিলাদের বাইরে বিভিন্ন কাজে বেশি জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করেন। তার মতে মহিলারা যখন বেশি পরিমাণে আর্থিক সংকটে পড়ছে, তখনই কেবল তারা ঘরের বাইরে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।

তার গবেষণায় আরো দেখা যায়, অকৃষি পেশায় স্ব-নিয়োজিত নারীর হার অপেক্ষাকৃত কম। এতে বর্তমানে ১১.১ ভাগ কৃষি এবং ৪.২ ভাগ অকৃষি কাজে নিয়োজিত রয়েছে। গবেষক আরো উল্লেখ করেন যে, গ্রামীণ মহিলারা পূর্বে গ্রাম ভিত্তিক বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিল, যেমন- তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প, ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গা ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে শিল্প কারখানা ও চালের কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের গৃহভিত্তিক পেশায় নিযুক্তির সংখ্যা কমে গেছে। এর ফলে ২৫-৩০ লাখ মহিলা কর্মচ্যুত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও মহিলারা থেমে নেই, তারা ঘরের বাইরে বিভিন্ন কল কারখানায় এবং গার্মেন্টসে কাজ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

এতে ক্রমেই শ্রমজীবী মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিবার এখন মহিলাদের উপর নির্ভর করছে। তিনি আশা পোষণ করেন, অদূর ভবিষ্যতে মহিলাদের আয়ের অঙ্গন আরো বৃদ্ধি পাবে, সেই সাথে শ্রমজীবী মহিলা ও মহিলা নির্ভর পরিবারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। তবে এক্ষেত্রে সরকারকে গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে হবে, যারা সংখ্যায় অনেক বেশী। এই অবহেলিত কর্মইচ্ছুক জনগোষ্ঠীকে যদি সম্পদশালী করে উন্নয়নের ব্যাপক ধারায় অংশগ্রহণ করানো যায়, তবে দেশের জাতীয় উন্নয়নের গতি কিছুটা হলেও ত্বরান্বিত হবে।

রোজী মজিদ, নাসরীন, জহুরা এবং নিজাম উদ্দীন (১৯৯৮), সম্পাদিত 'Women work and Environment' গ্রন্থে মওদুদ এলাহী 'Home Baged Activities and Contingent work of Rural Women in Bangladesh' বিষয়ক প্রবন্ধ পরিচালনা করেন। তিনি গ্রামীণ মহিলাদের সামাজিক অবস্থান এবং গৃহস্থালী ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ধরণ তুলে ধরেন। তার মতে, বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামীণ মহিলা সাংসারিক কাজের পাশা-পাশি বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক কাজে জড়িত রয়েছে। কিন্তু তাদের শ্রমগুলো অদৃশ্যেই রয়ে গেছে। যেহেতু তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কাজে নিয়োজিত থাকে, সেহেতু তাদের শ্রমকে গনণায় ধরা হয় না। ফলে তাদের সামাজিক অবস্থানেরও তেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।

তিনি উল্লেখ করেন, গ্রামীণ মহিলারা একদিনে দশ থেকে চৌদ্দ ঘন্টা বিভিন্ন কাজে ব্যয় করে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গুলো হচ্ছে - ফসল উৎপাদনের পরবর্তী কাজে যেমন- শস্য মাড়াই করা, খোসা ছাড়ানো, শুকানো, ধান সিদ্ধ করা, শস্য গুদামজাত করা এবং চাষের জন্য বীজ সংগ্রহ, নির্বাচন ও সংরক্ষণ করা, বাড়ীর আশে-পাশে ফল ও সব্জি উৎপাদন, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, বিভিন্ন ধরণের খাদ্য সামগ্রী- মুড়ি, চিড়া, পিঠা, আচার, পাপড় ইত্যাদি তৈরী ও বিক্রি করা, সেলাই, কুটির শিল্পের মাধ্যমে নিজ হাতে বিভিন্ন দ্রব্য- ঝাড়ু, কুলা, ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরী করা, গৃহের বিভিন্ন দ্রব্য গুদামজাত করে ব্যবসা করা, বাড়ি মেরামত ও তৈরীর কাজে সাহায্য করা এবং জ্বালানী সংগ্রহ ও বিক্রি করা ইত্যাদি। তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, গ্রামের মধ্যম ও বড় পরিবারের মহিলারা অধিকাংশই সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকে। তবে ভূমিহীন ও ছোট পরিবারের মহিলারা পুরুষের পাশা-পাশি কৃষি ক্ষেত্র ও শিল্প কারখানায় কাজ করে থাকে।

আব্দুল বাকী ও সাজ্জাদুর রহমান (১৯৯৮), 'Women Work and Environment' গ্রন্থে 'Women Traders in Periodic Markets of Modhupur Forest Area,

Dhaka University Institutional Repository

Bangladesh' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পরিচালনা করেন। তারা এ প্রবন্ধে মধুপুর বন এলাকার মহিলাদের ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরেন। তারা উল্লেখ করেন, মধুপুর এলাকার অধিকাংশ মহিলাই গারো এবং অল্প কিছু বাঙ্গালি। এসকল মহিলাদের বেশির ভাগই বিভিন্ন ধরণের ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, শতকরা ৪৪ ভাগ মহিলা বনের কাঠ এবং ৭% মহিলা আনারস বিক্রি করে, ২৫% জমিতে শ্রমিকের কাজ করে, ১৪% নিজের জমিতে কাজ করে, ৭% বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা করে এবং ১ জন মহিলা কার্পেন্টারের কাজ করে। তারা আরো উল্লেখ করেন, এসকল মহিলাদের অধিকাংশের নিজস্ব কোন ভূমি নেই এবং পরিবারের প্রধান দায়িত্ব বেশির ভাগ মহিলাকেই পালন করতে হয়। গবেষণায় দেখা যায়, এসকল পরিশ্রমী গারো মহিলাদের দেখে আশে-পাশের বাঙ্গালি মহিলারাও উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ব্যবসা ও কাজ করছে। এ এলাকার মহিলারা কাজ করার সময় সামাজিক কোন বাধার সম্মুখীন হয় না। ফলে মহিলারা বেশ স্বাচ্ছন্দেই হাটে/বাজারে গিয়ে ব্যবসায়িক কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষক ধারণা করেন যে, মধুপুর বন এলাকার মহিলাদের অনুসরণ করে যদি অন্যান্য এলাকার মহিলারা ব্যবসা ও বিভিন্ন ধরণের কাজে উদ্যোগী হয় এবং এগিয়ে আসে, তবে তাদের পরিবারে যেমন স্বচ্ছলতা আসবে, তেমনি দেশও অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত হবে।

'খাদ্য ও কৃষি সংস্থা জাতিসংঘ' (১৯৮৯), কর্তৃক প্রকাশিত 'কৃষিতে নারী শ্রম', বিষয়ক গবেষণায় বিভিন্ন দেশের মহিলাদের কৃষি কাজে অংশগ্রহণের হার তুলে ধরা হয়। উক্ত গবেষণায় দেখা যায় আফ্রিকা, ভারত, নেপাল, ফিলিপাইন, জায়ার, ঘানা, বাংলাদেশ সহ প্রভৃতি দেশের নারীরা কৃষিতে উল্লেখ যোগ্য হারে শ্রম বিনিয়োগ করে থাকে। তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের মহিলাদের কৃষিতে সম্পৃক্ত হওয়ার হার কম। অন্যান্য দেশ গুলোতে দেখা যায়, পুরুষের প্রায় সম-পরিমাণ বা তারও অধিক কৃষিতে অংশ গ্রহণ করে। যেমন- ঘানায় কৃষিতে অংশগ্রহণের হার পুরুষের ১১৯৩ জন, মহিলা ৭৬৬ জন, জায়ারে পুরুষ ৩৭০৭ জন, মহিলা ৪০০০ জন, জাম্বিয়ায় ১২১৭ জন পুরুষ এবং ১১০৮ জন মহিলা (ফাও কৃষি শুমারী ১৯৭০: জাতিসংঘ আদম শুমারী ১৯৭০-৭৬ এবং আই এলও জরীপ-১৯৭০)। সুতরাং জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী দেখা যায়, কৃষিতে নারীর অংশ গ্রহণের হার মোট শ্রম শক্তির এক-তৃতীয়াংশ।

গবেষণায় আরো দেখা যায়, নারীরা শুধু কৃষি ক্ষেত্রেই শ্রম বিনিয়োগ করছে না। তারা বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকে; যা জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয় না। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে নারীদের গৃহস্থালী কাজকে এড়িয়ে যাওয়া। ১৯৭৯ সালে আইভরি কোস্টে জাতীয় গৃহাস্থালী

Dhaka University Institutional Repository

সংক্রান্ত এক জরীপে দেখা যায়, যখন মৌসুমী কৃষি কাজ থাকে না, তখন নারীরা শস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিক্রয় প্রভৃতি কাজের ৩৯ শতাংশ করে থাকে। এছাড়াও শ্রম বলে গণণ্য হয় না এমন অনেক কাজ তারা করে, যেমন- খাদ্য সংগ্রহ, মাছ ধরা, শিকার করা এবং পানি ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ। এসব কাজে তারা ৭০% সময় ব্যয় করে। আবার সংসারিক অন্যান্য কাজের ৮৭% করে নারী। মোট কথা আইভরি কোস্টের সব ধরণের অর্থনৈতিক, ভরণপোষণ এবং সাংসারিক কাজ কর্মের দুই-তৃতীয়াংশই করে নারীরা। জাতিসংঘের অন্য একটি রিপোর্টে (জাতিসংঘ, ১৯৭৫) দেখা যায়, বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রেও নারীরা তিন-পঞ্চমাংশ সময় ব্যয় করে থাকে। অন্য দিকে ফাও এর এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, পশ্চিম আফ্রিকায় অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত ও সামুদ্রিক ভোগ্যপণ্যের ৬০-৯০ শতাংশই নারী ব্যবসায়ীরা কেনা বেচা করে থাকে।

এছাড়াও নারীরা বনভূমি থেকে নানা রকম ঔষধি গাছ-গাছড়া, ফল, মধু, বেত, কাঠ প্রভৃতি শিল্পের কাচাঁমাল এবং জ্বালানী সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করে বাজারে বিক্রি করে। আবার অনেক মহিলা গবাদি পশু (গরু, ছাগল, ভেড়া) পালন, হাসঁ-মুরগী ও ছোটখাট বিভিন্ন পাখি পালন করেও বাণিজ্যিক ভাবে লাভবান হচ্ছে। এ সকল পশু পাখির ডিম, দুধ এবং মাংস বিক্রি করে নারীরা অনেক অর্থের মালিক হয়ে থাকে। অন্য দিকে মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। মহিলারা মৎস্য চাষ করে অনেক অর্থ উপার্জন করে থাকে। এক্ষেত্রে তারা মাছ ধরা, বাছাই করা, কাটা, ধোয়া, শুকানো এবং সেগুলো স্থানীয় খুচরা বাজারে বিক্রি করে থাকে। প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, ফিলিপাইনের ৫-১০০% নারী শ্রম দেয় পুকুরের মৎস্য চাষে।

সুতরাং উক্ত গবেষণায় দেখা যাচ্ছে কৃষিকাজ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজে নারীদের অবদান কম নয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এ অবদান লক্ষণীয়। কিন্তু তারপরও অর্থনৈতিক অঙ্গনে নারীর পদচারণাকে সীমিত করে দেখানো হয়। উক্ত গবেষণায় দেখা যায় নারী-পুরুষ শ্রমের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের বৈষ্যম। যা নারীর শ্রম শক্তিকে সীমাবদ্ধ করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের শ্রমকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরোপুরি মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। এসব বাধা থেকে উত্তরণের জন্য এ গবেষণায় কিছু সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়। সেগুলো হলঃ

১. জাতিসংঘ ঘোষিত নারী দশকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে কৃষি বা কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি দান।

Dhaka University Institutional Repository

২. নিরপেক্ষ প্রবৃদ্ধি ভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়ণের জন্য নারীদের পূর্ণ সমন্বয় করা। এক্ষেত্রে ভূমি, পানি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি উপকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

৩. নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।

আক্তার (২০০০), 'স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধ পরিচলনা করেন। তার গবেষণায় দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবেও নারীরা প্রতিনিধিত্ব করছে। এ সকল নারীরা প্রতি তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন করে মোট তিনজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হচ্ছে। নির্বাচিত মহিলারা আবার পারিবারিক ভাবে কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে ৪৪% স্কুল, মাদ্রাসা এবং কলেজ কমিটির সাথে, রাজনৈতিক দলের সাথে ২৫%, মসজিদ, বাজার এবং ঘাট কমিটির সাথে ২৩%, সমবায় সমিতির সাথে ১৫% এবং এনজিও ও অন্যান্য সংগঠনের সাথে ৮% যুক্ত। বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে তাদের পরিচিতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা তাদের নির্বাচিত হতে সহায়তা করছে। এর ফলে তাদের দায়িত্ববোধ এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি তিনি এই গবেষণায় উল্লেখ করেছেন, নারীরা কর্মক্ষেত্রে নানা ভাবে সমস্যান্বিত হচ্ছে। দেখা যায়, পুরুষ প্রতিনিধিরা নারীদের শোভাবর্ধনকারী অলঙ্কার মনে করে। ফলে নারীর বক্তব্যকে তারা মূল্যায়ন করে না এবং তাদের কাজ করতে দেয় না। এক্ষেত্রে তিনি পুরুষদের আধিপত্যমূলক মনোভাব দূর করা, সরকারী ভাবে নারীদের কাজ নির্ধারণ করে দেয়া এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলেছেন। যা নারীর ভূমিকা পালনে সহায়ক হতে পারে।

হুমাইরা (১৯৯১), " Rural Development Programmes and the Status of Women the Decision Making Factor " শীর্ষক গবেষণার পরিচালনা করেন। তিনি এখানে গ্রামীণ মহিলারা পল্লী উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার পর তাদের অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটুকু অংশগ্রহণ করতে পারছে তা তুলে ধরেছেন। তার গবেষণায় দেখা যায়, যে সকল মহিলারা গ্রামীণ ব্যাংক ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সদস্য তারা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। ফলে তারা বিভিন্ন আয়মূলক কাজে, যেমন- গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, কৃষি কাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও সেলাই ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এতে

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে তারা পরিবার ও সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ও বিষয়ে মতামত দিতে পারছে। সমাজের অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সমিতির সদস্য মহিলাদের অবস্থা এখন অনেক ভালো। তারা সন্তানদের লেখা-পড়া, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পরিবার পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। গবেষকের ধারণা, ভবিষ্যতে যদি আলো অনেক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, তবে গ্রামীণ মহিলাদের ব্যাপক অংশ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারবে।

এম, এসসি ছাত্রীবৃন্দ (১৯৯৩), " গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অবদান " বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করেন। তাদের গবেষণায় দেখা যায়, গ্রামীণ দরিদ্র মহিলারা ব্র্যাক, প্রশিকা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য হয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন- ঋণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি গ্রহণ করছে। পরবর্তীতে তারা ঋণের অর্থ ব্যবহার করে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক নিয়োজিত রয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার সাথে এই গবেষণার একটা মিল রয়েছে। উক্ত গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ৫১% মহিলা হাঁস-মুরগী পালন, ২০% গবাদি পশু পালন, ১৯% সব্জি চাষ, ৬% মৎস্য চাষ এবং অন্যান্য কাজে নিয়োজিত রয়েছে ৫% মহিলা। উক্ত মহিলাদের সকলেই ঋণ নিয়ে উপকৃত হচ্ছে এবং প্রত্যেকই বিভিন্ন আয়মূলক কাজ করছে। এতে তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। অনেকেই বিভিন্ন সম্পদ ক্রয় করেছে, যেমন- জমি, বসতে বাড়ি, গবাদি পশু ইত্যাদি। গবেষকদের মতে, *গ্রামে* এধরণের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রসার ঘটাতে হবে, সেই সাথে বিভিন্ন ধরণের কাজে নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে হবে। তাহলে ভবিষ্যতে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

পিটার কাস্টার্স (১৯৯৯), " এশীয় অর্থনৈতিতে পুঁজির সঞ্চয় ও নারী শ্রম " বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করেন। তিনি গবেষণায় উল্লেখ করেন, বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর পরিবর্তনশীল সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে কৃষক জনগোষ্ঠির নিঃস্বকরণ ও ভূমিহীণতার প্রভাব লক্ষণীয়। যার ফলে নারীরা ক্রমবর্ধমান হারে মাঠের কাজসহ (কৃষিকাজ) বাইরের বিভিন্ন কাজে অংশ নিচ্ছে ও আয় করছে। তার গবেষণায় লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালের দর্ভিক্ষের পর থেকে ভূমিহীন নারীরা বাইরের কাজের খোঁজ করতে বাধ্য হয়। নিছক বাঁচার তাগিদে, অর্থাৎ নিজের ও পরিবারের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তারা পর্দা প্রথা উপেক্ষা করে বিদেশী-সাহায্য পুষ্ট 'কাজের বিনিময় খাদ্য' কর্মসূচীতে শতকরা

Dhaka University Institutional Repository

৩০ ভাগ মহিলা শ্রমিক নিযুক্ত হয় (রফিকুল হক চৌধুরী ও নিলুফার রহমান)। তারা মাটি কাটা, সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য খাল খনন, রাস্তা ও বন্যার জন্য বাধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে অংশ নিয়ে কঠিন দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে খাদ্য হিসেবে গম পেত। এছাড়াও গ্রামীণ নারীরা কৃষি কাজের ক্ষেত্রে শস্য রোপণ করা, আগাছা পরিষ্কার করা, ধানের গুচ্ছ কাটা, শস্য ঝাড়া, সিদ্ধ করা, শুকানো এবং শস্যবীজ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। তবে গবেষকের মতে, নারীদের এসকল কাজের বিনিময়ে যে মূল্য দেয়া হয় তা মোটেই পুরুষের সমান নয় বা ন্যায্য নয়। এতে দেখা যায়, পুরুষ কৃষি শ্রমিককে যেখানে খাবারসহ দৈনিক ৩০ টাকা দেয়া হয়, সেখানে নারী শ্রমিককে খাওয়া ছাড়াই মাত্র ১৫ টাকা দেয়া হয় (সামসুর নাহার খান)। অন্যদিকে নারীর গৃহস্থালী শ্রমকে উপেক্ষা করায় জাতীয় অর্থনৈতিতে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত করে দেখানো হয়। এক্ষেত্রে গবেষকের ধারনা, গৃহস্থালী ও বাইরের নারী শ্রমকে যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন পূর্বক যদি ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়, তবে অদূর ভবিষৎতে জাতীয় পর্যায়ে নারী শ্রম অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

সাতান্ন হাজার বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশে প্রায় ১৪ কোটি লোক বসবাস করে। সীমিত সম্পদ নিয়ে ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য তাকে ভীষণ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়। গ্রাম প্রধান এই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি জমি। মোট জাতীয় উৎপাদনের বেশির ভাগ কৃষিখাত থেকে আসলেও এই খাত লাভজনক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারে না। এক্ষেত্রে আয়ের আরো অধিক উৎস নির্ধারণ এবং পুরুষের কাজের পাশা-পাশি মহিলাদের বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

যেহেতু দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী মহিলা, সেহেতু এই বিপুল সংখ্যক মহিলাকে উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ ব্যতীরেকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। দেশে জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদ সীমিত হওয়ায় জনগণের প্রয়োজনীয় চাহিদা গুলো যথাযথ ভাবে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাপক অশিক্ষা, বেকারত্ব, দারিদ্রতা সর্বদাই তাদের ঘিরে রেখেছে এবং জীবন-যাত্রার মানকে নিম্ন থেকে নিম্নতর করছে। এছাড়া দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্ব গতি দিন দিনই জীবন-যাত্রাকে আরো জটিল করে তুলছে। ফলে গৃহকর্তার একার আয়ে পরিবারের ব্যয় সুষ্ঠু ভাবে পরিচলনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় পারিবারিক স্বচ্ছলতা ও প্রয়োজনীয় চাহিদা গুলো যথাযথ ভাবে পূরণের লক্ষ্যে মহিলাদের উপার্জন করা প্রয়োজন হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

৩০ ভাগ মহিলা শ্রমিক নিযুক্ত হয় (রফিকুল হক চৌধুরী ও নিলুফার রহমান)। তারা মাটি কাটা, সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য খাল খনন, রাস্তা ও বন্যার জন্য বাধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে অংশ নিয়ে কঠিন দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে খাদ্য হিসেবে গম পেত। এছাড়াও গ্রামীণ নারীরা কৃষি কাজের ক্ষেত্রে শস্য রোপণ করা, আগাছা পরিষ্কার করা, ধানের গুচ্ছ কাটা, শস্য ঝাড়া, সিদ্ধ করা, শুকানো এবং শস্যবীজ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। তবে গবেষকের মতে, নারীদের এসকল কাজের বিনিময়ে যে মূল্য দেয়া হয় তা মোটেই পুরুষের সমান নয় বা ন্যায্য নয়। এতে দেখা যায়, পুরুষ কৃষি শ্রমিককে যেখানে খাবারসহ দৈনিক ৩০ টাকা দেয়া হয়, সেখানে নারী শ্রমিককে খাওয়া ছাড়াই মাত্র ১৫ টাকা দেয়া হয় (সামসুর নাহার খান)। অন্যদিকে নারীর গৃহস্থালী শ্রমকে উপেক্ষা করায় জাতীয় অর্থনৈতিতে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত করে দেখানো হয়। এক্ষেত্রে গবেষকের ধারনা, গৃহস্থালী ও বাইরের নারী শ্রমকে যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন পূর্বক যদি ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়, তবে অদূর ভবিষৎতে জাতীয় পর্যায়ে নারী শ্রম অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

সাতান্ন হাজার বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশে প্রায় ১৪ কোটি লোক বসবাস করে। সীমিত সম্পদ নিয়ে ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য তাকে ভীষণ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়। গ্রাম প্রধান এই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি জমি। মোট জাতীয় উৎপাদনের বেশির ভাগ কৃষিখাত থেকে আসলেও এই খাত লাভজনক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারে না। এক্ষেত্রে আয়ের আরো অধিক উৎস নির্ধারণ এবং পুরুষের কাজের পাশা-পাশি মহিলাদের বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

যেহেতু দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী মহিলা, সেহেতু এই বিপুল সংখ্যক মহিলাকে উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ ব্যতীরেকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। দেশে জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদ সীমিত হওয়ায় জনগণের প্রয়োজনীয় চাহিদা গুলো যথাযথ ভাবে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাপক অশিক্ষা, বেকারত্ব, দারিদ্রতা সর্বদাই তাদের ঘিরে রেখেছে এবং জীবন-যাত্রার মানকে নিম্ন থেকে নিম্নতর করছে। এছাড়া দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্ব গতি দিন দিনই জীবন-যাত্রাকে আরো জটিল করে তুলছে। ফলে গৃহকর্তার একার আয়ে পরিবারের ব্যয় সুষ্ঠু ভাবে পরিচলনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় পারিবারিক স্বচ্ছলতা ও প্রয়োজনীয় চাহিদা গুলো যথাযথ ভাবে পূরণের লক্ষ্যে মহিলাদের উপার্জন করা প্রয়োজন হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়েছে। যদিও মহিলাদের প্রায় প্রত্যেকেই গৃহকর্মের পাশা-পাশি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন না কোন আয়ের উৎসের সাথে জড়িত রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত মূল্যায়নের অভাবে তা অদৃশ্যেই রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে শ্রমকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রতিভাকে মূল্যায়ন পূর্বক বিভিন্ন কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস নির্ধারণ প্রয়োজন। এলক্ষ্যে 'গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস' শীর্ষক বিষয়টির উপর গবেষণার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় সাধারণত গ্রামীণ মহিলারা কোন্ কোন্ ধরণের আয়ের উৎসে জড়িত রয়েছে, প্রকৃত পক্ষে আর্থিক ভাবে কতটুকু উপকৃত হচ্ছে এবং পরিবারে তাদের গ্রহণ যোগ্যতা ও মর্যাদা কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি সর্ম্পকে জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের বিভিন্ন উৎসগুলো সম্বন্ধে জানা এবং উক্ত উৎসগুলোতে নিয়োজিত হয়ে তারা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে তা নিরূপণ করা। এই মূল লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে আরো যে উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো হলো ঃ

১. গ্রামীন মহিলাদের আয়ের বিভিন্ন উৎস নিরূপণ করা। [প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক]

২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মহিলাদের কর্মসংস্থান ও প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য জানা।

৩. কর্মক্ষেত্রে মহিলারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা তা সনাক্তকরণ।

৪. কোন ধরনের আয়ের উৎস মহিলাদের বেশী কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করছে তা নির্ণয় করা।

৫. গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আয়ের উৎস গুলোর অবদান নির্ণয় করা।

১.৫ গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত

১. বর্তমানে গ্রামীণ মহিলারা বিভিন্ন ধরনের আয়ের উৎসের সাথে জড়িত রয়েছে এবং তারা উহা হতে উপকৃত হচ্ছে।

২. গ্রামীণ মহিলারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. কর্মক্ষেত্রে মহিলারা বিভিন্ন ধরনের বাধা ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

৪. কোন কোন আয়ের উৎস মহিলাদের বেশী প্রেরণা দিচ্ছে।

৫. বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত থাকায় মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণার পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণার পদ্ধতি

২.১ গবেষণার এলাকা নির্ধারণ

বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগের মধ্যে ঢাকা একটি অন্যতম বিভাগ। এটি সর্বাধিক ১৭টি জেলা নিয়ে গঠিত। এর উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে বরিশাল বিভাগ, পূর্বে সিলেট ও চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ। এর আয়তন ৩১,১১৯ বর্গ কিলোমিটার এবং লোক সংখ্যা প্রায় ৩,৩৯,৪০,৪০০ জন। যেহেতু ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী শহর সেহেতু একে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সকল উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। আর এসকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রথম সফল বাস্তবায়ন ঘটছে উক্ত বিভাগের বিভিন্ন জেলাসমূহে। ফলে এই সকল জেলাগুলোতে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অন্যান্য এলাকা থেকে অনেক মানুষের সমাগম পরিলক্ষিত হয়। এবং পুরুষের পাশা-পাশি মহিলাদেরও বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সুতরাং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও লোকসংখ্যার উপর ভিত্তি করে ঢাকা বিভাগের ছয়টি জেলাকে গবেষণার এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। তবে এই ব্যাপক পরিসরে স্বল্প সময়ে গবেষণার কার্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা সম্ভব নয়। এ জন্য গবেষণার সুবিধার্থে ঢাকা বিভাগের ছয়টি জেলার ১২টি থানাসমূহকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

২.২ গবেষণার নমুনা ও ক্ষেত্র নিবার্চন

Directory of NGOs (2000, ADAB) এর হিসেব বা পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা বাংলাদেশে মোট NGO সংখ্যা ১১৯৫টি। তন্মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত রয়েছে ৯১টি। এই বিশাল সমগ্রক নিয়ে গবেষণার কার্যক্রম পরিচালনা করা অসম্ভব। এক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়নমূলক সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে ঢাকা বিভাগের ৬টি জেলাকে গবেষণার এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এবং প্রত্যেকটি জেলা হতে ২টি করে থানা নিয়ে মোট ১২টি (৬x২) থানাকে নমুনা ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার এলাকা হিসেবে নির্ধারিত জেলা গুলো হচ্ছে; ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গাজীপুর, রাজবাড়ী ও শেরপুর। এবং গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে সাভার, কেরানীগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ সদর, ফতুল্লা, মুন্সিগঞ্জ সদর, টংগীবাড়ী, গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, রাজবাড়ী সদর, বালিয়া কান্দি, শেরপুর সদর এবং নকলা থানা সমূহকে নির্বাচন করা হয়।

সারনী - ২.২.১

গবেষণাকৃত থানাসমূহের সংখ্যা ও নমুনা আকার

জেলা সমূহ	মোট থানা সংখ্যা	নমুনা আকার
ঢাকা	২৬	২
মুন্সিগঞ্জ	৬	২
নারায়ণগঞ্জ	৫	২
গাজীপুর	৫	২
শেরপুর	৫	২
রাজবাড়ী	৪	২

উৎসঃ পরিসংখ্যান পকেট বুক ২০০০

ঢাকা জেলায় মোট থানা রয়েছে ২৬টি। তন্মেধ্যে ২১টি মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে এবং ৫টি শহরের বাইরে রয়েছে। উল্লেখ্য গবেষণায় ঢাকা শহরের বাইরে অবস্থিত ২টি থানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.৩ প্রশ্নমালা তৈরী

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রথমে একটা খসড়া প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে সেটাকে বিশেষজ্ঞের দ্বারা সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে।

২.৪ উত্তরদাতা বাছাইকরণ ও নির্বাচন

আলোচ্য গবেষণা কর্মটি পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তরদাতা হিসেবে গ্রামীণ মহিলা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত মহিলা সদস্য এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মহিলা কর্মীদের নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচিত ১২টি থানার প্রত্যেকটি থেকে ১০জন গ্রামীণ মহিলা, ১০জন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মহিলা সদস্য নিয়ে মোট ২৪০জন (১২x২০) গ্রামীণ মহিলা এবং উক্ত থানা গুলোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট ১১০ জন মহিলা কর্মীকে নির্বাচন করা হয়। এভাবে উল্লেখিত গবেষণায় মোট ৩৫০ জন (২৪০+১১০) উত্তরদাতার নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া গবেষণার প্রকৃতি ও তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নির্ধারনের জন্য গ্রামীণ মহিলাদের স্বামীদের নিকট থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

উক্ত গবেষণার উত্তরদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

২.৫ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সর্বদা সঠিক হওয়া উচিত। এতে গবেষণা ক্ষেত্র হতে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায় এবং তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। বর্তমান গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'সাক্ষাৎকার অনসূচী' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু গবেষণার প্রধান নমুনা ছিল গ্রামীণ মহিলা, সেহেতু তাদের অনেকেই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ছিল। সেক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত 'সাক্ষাৎকার অনসূচী' পদ্ধতি বেশ যুক্তিযুক্ত হয়েছে। প্রশ্নপত্র দ্বারা সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মহিলাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করায় তথ্যের সঠিকতা নিরূপণ করাও সহজ ও সম্ভব হয়েছে।

২.৬ তথ্য সংগ্রহের উৎস

এ গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়ের উৎস থেকে তথ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্যের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য-

গবেষণাটি মূলতঃ প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। এ তথ্য সমূহ গবেষণা এলাকার বারটি থানার তিন ধরনের নমুনার নিকট থেকে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার সাহায্যে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। নমুনা গুলো হচ্ছে -

১. নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন আয়ের উৎসের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এমন ১২০ জন গ্রামীণ মহিলা।

২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তায় উৎপাদনমূলক বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ১২০ জন গ্রামীন মহিলা এবং

Dhaka University Institutional Repository

৩. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১১০ জন মহিলা।

মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য-

গবেষণাটিকে যুক্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের উৎস হতেও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার বিষয় বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট বহু তথ্য বিভিন্ন লাইব্রেরীর বইপত্র, প্রকাশিত পরিসংখ্যানিক তথ্য ও বর্ষপঞ্জী, জার্নাল, রির্পোট, প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং অপ্রকাশিত থিসিস প্রভৃতি হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এবং সেগুলোকে গবেষণার অনেক ক্ষেত্রে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৭ উপাত্ত বিশ্লেষণ কৌশল

গবেষণার সংগৃহীত তথ্যগুলো প্রথমে তথ্য সারণীর (Frequency Table) মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এরপর মূল সারণী তৈরী করে প্রাপ্ত ফলাফলকে শতকরা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

কোন গবেষণাকার্য পরিচালনার প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থ-সময়-শ্রম এ তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা করা হয় এবং পরবর্তীতে সে অনুযায়ী গবেষণার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। বর্তমান গবেষণাটি এ সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

নমুনা এলাকার সীমাবদ্ধতা ঃ

বর্তমান গবেষণায় ঢাকা বিভাগের ছয়টি জেলাকে গবেষণার এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হলেও উক্ত জেলা গুলোর সবগুলো থানাকে অর্ন্তভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। কেননা একক ভাবে এ বৃহৎ পরিসরে কার্য পরিচালনা ও সম্পাদন করা অসম্ভব এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সেহেতু গবেষণার পরিসরকে বা ক্ষেত্রেক ছয়টি জেলার বারটি থানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

সীমিত নমুনা সংখ্যা ঃ

আলোচ্য গবেষণার একটি অন্যতম সমস্যা হচ্ছে নমুনা সংখ্যা। নির্বাচিত গবেষণা ক্ষেত্রের প্রত্যেক থানায় গড়ে মহিলা সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। এদের মধ্যে হতে প্রত্যেক থানা থেকে ২০ জন গ্রামীণ মহিলাকে নমুনা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। ফলে এ অল্প সংখ্যক নমুনা সংখ্যা থেকে

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার ফলাফল সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা কঠিন। এছাড়াও নির্ধারিত থানাসমূহের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মহিলা কর্মীদের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় এবং তথ্য প্রদানে তাদের অপারগতার কারণেও নমুনার সংখ্যা স্বল্প করা হয়েছে। যদিও প্রত্যেক থানা থেকে ১০ জন করে মোট ১২০ জন কর্মজীবী মহিলার নিকট থেকে তথ্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল; তথাপি উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলোতে মহিলা কর্মী না থাকায় এবং তথ্য প্রদানে ব্যক্তিগত অনীহার জন্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ফলে নমুনা সংখ্যা স্বল্প হয়েছে।

জরীপ কার্য পরিচালনার সময়ও নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ-

যাতায়াত সমস্যা ঃ

গবেষণার এলাকা গ্রাম ভিত্তিক হওয়ায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হয়েছে। যানবাহনের অপ্রতুলতা ও যাতায়াত ব্যবস্থার অব্যবস্থাপনা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং সময় সাপেক্ষ করেছে।

অশিক্ষা ও অজ্ঞতা ঃ

উত্তরদাতাদের অধিকাংশই গ্রামীণ অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও দরিদ্র মহিলা হওয়ায় নিজস্ব লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করে তথ্য প্রদান করায় অনেক তথ্যই অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছে, ফলে কোন কোন বিষয়ের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

সচেতনতার অভাব ঃ

উত্তরদাতাদের কেউ কেউ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে তথ্য প্রদান করলেও অনেকেই বিরক্ত ও অনীহাবশত উত্তর দেয়ায় ভুল তথ্য প্রদান করেছে। আবার কেউ কেউ অসচেতন ও অনুমানের উপর ভিত্তি করে তথ্য প্রদান করেছে, সেক্ষেত্রেও তথ্য ভুল হয়েছে।

অসযোগিতামূলক মনোভাব ঃ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত অনেক মহিলা বিশেষত সরকারী কর্মীদের অনেকেই তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা ও অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি এবং সংগৃহীত অনেক তথ্যেই সঠিক চিত্র ফুটে উঠেনি।

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চেষ্টা করা হয়েছে যাতে সংগৃহীত তথ্য পর্যাপ্ত, তাৎপর্যপূর্ণ এবং সঠিক হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামীণ মহিলাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বৈশিষ্ট্যাবলী

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামীণ মহিলাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বৈশিষ্ট্যাবলী

বর্তমান গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সুবিধার্থে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ২৪০ জন গ্রামীণ মহিলাদের ব্যক্তিগত তথ্য ও পারিবারিক বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন। আর এ লক্ষ্যে তাদের বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, পরিবারের কাঠামো, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং গৃহস্বামীর পেশা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.১ গ্রামীণ মহিলাদের বয়স

গবেষণা এলাকায় জরীপকৃত পরিবারগুলোতে বিভিন্ন বয়সের মহিলা ছিল। মহিলাদের বয়স সঠিক ভাবে নির্ধারনের জন্য কয়েকটি বয়স দলে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে ২৫ - ৩৪ বছর বয়স দলের মধ্যে রয়েছে সর্বাধিক ৪৫% মহিলা। ৩৫ - ৪৪ বছর বয়স দলের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৩৩% এবং ১৫ - ২৪ বছর বয়স দলের মধ্যে রয়েছে ১৭% মহিলা। এছাড়াও ৪৫ - ৫৪ এবং ৫৫ - ৬৪ বছর বয়স দলের মধ্যে রয়েছে অল্প সংখ্যক মহিলা (সারণী - ৩.১)।

সারণী - ৩.১
গ্রামীণ মহিলাদের বয়স

বয়স	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
১৫ - ২৪	৪১	১৭.০৮
২৫ - ৩৪	১০৭	৪৪.৫৮
৩৫ - ৪৪	৭৮	৩২.৫০
৪৫ - ৫৪	১১	৪.৫৮
৫৫ - ৬৪	৩	১.২৫
মোট	২৪০	১০০

৩.২ গ্রামীণ মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থা

নীচের সারণীতে মহিলাদের বয়স ও বিবাহের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। গ্রামীণ মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই (৮৬%) বিবাহিত। এছাড়া বিধবা (৮%), পরিত্যক্তা (৩%) এবং অবিবাহিত মহিলা রয়েছে প্রায় (৩%)।

বয়সের ভিত্তিতে বৈবাহিক অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, ২৫-৩৪ বছর বয়স সীমার মধ্যে বিবাহিত মহিলা রয়েছে সর্বাধিক ৩৫%। এছাড়া ৩৫-৪৪ বছরের মধ্যে ৩০%, ১৫-২৪ বছরের মধ্যে ১৫% এবং

Dhaka University Institutional Repository

৪৫-৫৪ ও ৫৫-৬৪ বছর বয়স সীমার মধ্যে রয়েছে অল্প সংখ্যক মহিলা। অবিবাহিত দুই-তৃতীয়াংশের বয়স ১৫-২৪ বছরের মধ্যে। ৩৫-৪৪ বছর বয়ঃসীমার মধ্যে বিধবা রয়েছে সর্বাধিক ৪% । এবং পরিত্যক্তা রয়েছে ২% যাদের বয়স ২৫-৩৪ বছরের মধ্যে (সারনী - ৩.২)।

সারণী - ৩.২
গ্রামীণ মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থা

বয়স	বৈবাহিক অবস্থা				মোট শতকরা
	অবিবাহিত (%)	বিবাহিত (%)	বিধবা (%)	পরিত্যক্তা (%)	
১৫-২৪	১.৬৭	১৫.৪২	-	০.৪২	১৭.৫
২৫-৩৪	০.৮৩	৩৫.৪২	০.৮৩	২.০৮	৩৯.২
৩৫-৪৪	-	২৯.৫৮	৩.৭৫	০.৮৩	৩৪.২
৪৫-৫৪	-	৪.১৭	২.৫০	-	৬.৭
৫৫-৬৪	-	১.২৫	১.২৫	-	২.৫০
মোট	২.৫০	৮৫.৮৪	৮.৩৩	৩.৩৩	১০০

৩.৩ গ্রামীণ মহিলা ও স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

এখানে গ্রামীণ মহিলা ও তাদের স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এতে মোটেও লেখাপড়া জানে না এমন মহিলা ও স্বামীর সংখ্যা সর্বাধিক মোট ৩১% (যা মহিলা ৩৫%, স্বামী ২৬%)। সামান্য পড়তে জানে মোট ২২% (মহিলা ২৩%, স্বামী ১৮%)। প্রাথমিক মানের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে মোট ২২% (এর মধ্যে মহিলা ২২%, স্বামী ২২%)। এছাড়া নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাগত জ্ঞান রয়েছে মোট এক-চতুর্থাংশের (২৫%)। এ স্তরে স্বামীদের তুলনায় স্ত্রীদের শিক্ষার হার কম। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কারো শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। তবে কারিগরি জ্ঞান রয়েছে শতকরা ০.৪৯ জন গৃহস্বামীর। সুতরাং সর্বমোট শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে ৬৯% স্বামী-স্ত্রীর (যার মধ্যে স্ত্রী ৬৫%, স্বামী ৭৪%)।

সার্বিক ভাবে বলা যায়, মহিলারা পরিবারে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ পেলেও পরবর্তীতে শিক্ষার উচ্চ স্তর গুলোতে তেমন সুযোগ পায় না। তখন ধর্মীয় গোঁড়ামী, পারিবারিক পর্দা প্রথা ও সামাজিক বাঁধা তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এই স্তরে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের শিক্ষার হার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। তবে বর্তমান গবেষণায় নির্বাচিত এলাকার গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে সামান্য পড়তে জানে এমন মহিলা রয়েছে স্বামীদের তুলনায় বেশি। কারণ বর্তমানে মহিলারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (সমিতির) সদস্য হওয়ায় তারা বয়স্ক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। যার ফলে তারা সাক্ষরতা সহ দৈনন্দিন জীবনের টাকা-পয়সার ও লেন-দেনের হিসাব করতে সক্ষম হচ্ছে (সারণী - ৩.৩)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৩.৩
গ্রামীণ মহিলা ও স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	মহিলা (%)	পুরুষ/স্বামী (%)	সর্ব মোট শতকরা
প্রাথমিক	২২.০৮	২১.৮৫	২১.৯৭
নিম্ন মাধ্যমিক	১১.২৫	১৭.৯৬	১৪.৩৫
মাধ্যমিক	৫.৪২	৯.২২	৭.১৭
উচ্চ মাধ্যমিক	২.০৮	৩.৮৮	২.৯১
স্নাতক	১.২৫	২.৪৩	১.৭৯
স্নাতকোত্তর	-	-	-
কারিগরি	-	০.৪৯	০.২২
সামান্য পড়তে পারে	২২.৫০	১৭.৯৬	২২.৪০
মোটেই জানে না	৩৫.৪৩	২৬.২১	৩১.১৭
মোট			১০০

৩.৪ গৃহস্বামীদের পেশা

জরীপকৃত এলাকায় মহিলাদের স্বামীরা বেশির ভাগই ব্যবসা পেশার সাথে জড়িত রয়েছে (২৪%)। তথাপি চাকুরী ক্ষেত্রেও তাদের অবদান কম নয় (২০%)। এছাড়াও দিন মজুর (১৫%), কৃষি কাজ (১৪%), স্বাধীন পেশা (১১%) এবং অন্যান্য (যেমন - জমির দালালী, কটকটি বিক্রি, ফেরিওয়ালা, ক্ষেত পাহাড়া দেয়া ইত্যাদি) পেশায় অল্প সংখ্যক উত্তরদাতা নিয়োজিত রয়েছে (সারণী - ৩.৪)।

সারণী - ৩.৪
গৃহস্বামীদের পেশা

পেশা	উত্তরদাতা	(%)
ব্যবসা	৫৮	২৮.২৮
চাকুরী	৪৯	২৩.৭৯
দিন মজুরি	৩৫	১৬.৯৯
কৃষি কাজ	৩৪	১৬.৫০
স্বাধীন পেশা	২৭	১৩.১১
অন্যান্য	০৩	১.৪৬
মোট	২০৬	১০০

৩.৫ মহিলাদের সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্ক

জরীপকৃত পরিবার গুলোর সদস্য সংখ্যা নিরূপণের জন্য অন্যান্য সদস্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাতে বেশির ভাগ (৮০%) পরিবারই ছিল একক, বাকি ২০% পরিবার ছিল যৌথ (পরিশিষ্ট; সারণী - ২)। পরিবার গুলো একক হলেও আকারের দিক থেকে ছিল বড়। প্রায় অধিকাংশ পরিবারেই সদস্য সংখ্যা ছিল ৫-৬ জনের মধ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণীতে দেখা যাচ্ছে, জরীপকৃত মোট ২৪০টি পরিবারে বিভিন্ন বয়সের ৭০০জন সদস্য রয়েছে। তন্মধ্যে (০-৩) বৎসরের মধ্যে মহিলাদের সন্তান রয়েছে মোট শতকরা ৯জন (এতে ছেলে ৫% ও মেয়ে ৪%)। (৪-৬) বৎসর বয়সের মধ্যে অন্যান্য সদস্য রয়েছে ১১ শতাংশ, (এতে ছেলে ৫%, মেয়ে ৬% এবং নাতি-নাতনী ০.২৮%)। (৭-১৪) বৎসর বয়সের মধ্যে রয়েছে সর্বাধিক ৩৬% সদস্য (এর মধ্যে ছেলে ১৮%, মেয়ে ১৬% এবং অন্যান্য সদস্য রয়েছে (১.৫৭%)। ১৫-২১ বছরের মধ্যে রয়েছে ২৩% সদস্য (তার মধ্যে ছেলে ১১%, মেয়ে ১১% এবং অন্যান্য সদস্য ১%)। ২২ বৎসরের উর্ধ্বে অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্য রয়েছে ২১% (এর মধ্যে ছেলে ৭%, মেয়ে ৪%, শ্বশুড়-শাশুড়ী প্রায় ৫% এবং অন্যান্য সদস্য ৪.২৬%)।

সুতরাং সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, মোট পরিবারগুলোতে বিভিন্ন বয়সের সদস্যদের মধ্যে মহিলাদের মোট ছেলে রয়েছে ৪৬% এবং মেয়ে ৪১%। এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য (মহিলাদের শ্বশুড়-শাশুড়ী, ভাসুর-দেবর, ননদ, ছেলের বউ, নাতি-নাতনী, ভাই-ভাবী, বোন, মা ও বাবা) রয়েছে ১৩% (সারণী - ৩.৫)।

সারণী - ৩.৫
মহিলাদের সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্ক

মহিলাদের সাথে সম্পর্ক	বয়স					
	০ - ৩ বৎসর	৪ - ৬ বৎসর	৭ - ১৪ বৎসর	১৫ - ২১ বৎসর	২২ - উর্ধ্বে	মোট (%)
ছেলে (%)	৫.১৪	৪.৮৬	১৮.৪৩	১০.৭১	৭.১৪	৪৬.২৯
মেয়ে (%)	৩.৮৬	৫.৮৬	১৬.০০	১১.৪৩	৪.২৯	৪১.৪৩
শশুড় (%)	-	-	-	-	১.৪৩	১.৪৩
শাশুড়ী (%)	-	-	-	-	৩.৪৩	৩.৪৩
ভাসুর ও দেবর (%)	-	-	০.১৪	-	১.৭১	০.৮৬
ননদ (%)	-	-	০.১৪	-	-	০.১৪
ছেলের বউ (%)	-	-	-	-	০.৭১	০.৭১
নাতি (%)	-	০.১৪	০.৪৩	-	-	০.৫৭
নাতনি (%)	-	০.১৪	০.১৪	০.১৪	-	০.৪৩
ভাই (%)	-	-	০.২৯	০.৫৭	১.১৪	২.০০
ভাইয়ের বউ (%)	-	-	-	-	০.৪৩	০.৪৩
বোন (%)	-	-	০.৪৩	০.২৯	০.৭১	১.৪৩
বাবা (%)	-	-	-	-	০.৪৩	০.৪৩
মা (%)	-	-	-	-	০.৪৩	০.৪৩
মোট (%)	৯.০০	১১.০০	৩৬.০০	২৩.১৪	২০.৮৬	১০০

* মোট সদস্য ৭০০ জন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

প্রদত্ত সারণীতে মহিলাদের সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলে ধরা হয়েছে। এতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাগত জ্ঞান রয়েছে সর্বাধিক মোট ৫৭% সন্তানের। এর মধ্যে ছেলে ৫৮%, মেয়ে ৫৬%। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের জ্ঞান রয়েছে মোট ৩৫%। এরমধ্যে ছেলে ৩৩%, মেয়ে ৩৭%। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে মাত্র ৭.৫১% সন্তানের। এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে মাত্র ১ জন (০.৪৩%) ছেলের। তবে এ পর্যায়ে কোন মেয়ের শিক্ষাগত জ্ঞান নেই।

সুতরাং তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামীণ মহিলাদের সন্তানরা প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাল অবদান রাখলেও, পরবর্তী শিক্ষা স্তর গুলোতে তেমন আশানুরূপ অবদান রাখতে পারছে না।

শিক্ষার উপরের স্তর গুলোতে সন্তানদের অংশ গ্রহণের হার ক্রমান্বয়ে কমে আসে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এ শিক্ষার হার অতি নগণ্য। এর প্রধান কারণ হচ্ছে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব। কেননা একটা পরিবারে ছেলে সন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা আগ্রহ প্রকাশ করা হয় এবং অর্থ ব্যয় করা হয়, সেক্ষেত্রে মেয়ে সন্তানের শিক্ষার জন্য ততোটা আগ্রহ ও অর্থ ব্যয় কোনটাই করা হয় না। ফলে উচ্চ স্তরে ছেলে সন্তানরা শিক্ষার সুযোগ পেলেও মেয়েরা হয় বঞ্চিত (সারণী - ৩.৬)। এছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাগত জ্ঞান রয়েছে সর্বাধিক ৫৫% (পরিশিষ্ট সারণী - ৩)।

সারণী - ৩.৬
সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	ছেলে	(%)	মেয়ে	(%)	সর্বমোট	সর্বমোট (%)
প্রাথমিক	১৩৪	৫৭.৭৬	১০৯	৫৬.১৯	২৪৩	৫৭.০৪
নিম্ন মাধ্যমিক	৭৭	৩৩.১৯	৭৩	৩৭.৬৩	১৫০	৩৫.২১
মাধ্যমিক	১২	৫.১৭	৩	১.৫৫	১৫	৩.৫২
উচ্চ মাধ্যমিক	৫	২.১৬	৪	২.০৬	৯	২.১১
স্নাতক	৩	১.২৯	৫	২.৫৮	৮	১.৮৮
স্নাতকোত্তর	১	০.৪৩	-	-	১	০.২৪
কারিগরি	-	-	-	-	-	-
মোট	২৩২	১০০	১৯৪	১০০	৪২৬	১০০

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭ সন্তানদের বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ

জরীপকৃত পরিবার গুলোতে সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাবা-মা মোটামুটি সচেতন। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, তিন-পঞ্চমাংশ (৬২%) সন্তান শিক্ষা গ্রহণ করছে। এটা খুব আশার কথা যে, গ্রামীণ পরিবারে শিক্ষার চাহিদা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্কুলে যায় না এমন শিশুর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উন্নয়মূলক প্রতিষ্ঠান গুলো এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে ব্র্যাক, প্রশিকা, ওয়ার্ল্ড ভিশন শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সমাজের অবহেলিত পিছিয়ে পড়া শিশুদের নিয়ে পরিচালিত এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান কৌশল সহজ, সাবলীল এবং আর্কষণীয় ও পর্যবেক্ষণমূলক হওয়ায় শিক্ষার ফলাফল আশানুরূপ বলা যায়। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশা-পাশি এ সকল অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অবৈতনিক ও সকল প্রকার শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে পাঠ দান করে থাকে। ফলে গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর পরিবার গুলো সহজেই সন্তানের লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়ে উঠছে। তবে চাহিদা অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার কারণে অনেক পরিবারের শিশুরাই স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত রয়েছে (প্রায় ৩৮%)। সন্তানদের স্কুলে না যাওয়ার ক্ষেত্রে মায়েরা বিভিন্ন কারণের কথা উল্লেখ করেছে। তার মধ্যে সর্বাধিক প্রায় ৩২% উত্তরদাতা অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বলেছে। এছাড়াও উৎসাহের অভাব, গুরুত্ব না দেয়া, অসুস্থতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব ও অভাবের কথা বলেছে ৬৮% উত্তরদাতা (সারণী - ৩.৭)।

সারণী - ৩.৭
সন্তানদের বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ

মতামত	শিশুর সংখ্যা	(%)	বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ	সংখ্যা	(%)
বিদ্যালয় যায়	২৯১	৬২.৪৫	অর্থনৈতিক সমস্যা	৪৫	৩১.৬৯
বিদ্যালয় যায় না	১৭৫	৩৭.৫৫	উৎসাহের অভাব	৩৭	২৬.০৬
মোট	৪৬৬	১০০	গুরুত্ব দেয় না	২৯	২০.৪২
			শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ও দূরত্ব	২৬	১৮.৩১
			অসুস্থতা	৫	৩.৫২
			মোট	১৪২	১০০

উল্লেখিত আলোচনা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ (৯৭%) মহিলাই ছিল বিবাহিত এবং অধিক সংখ্যকের বয়স ছিল (২৫-৩৪) বছরের মধ্যে। সাধারণত গ্রামীণ পরিবার গুলো যৌথ হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনের কারণে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারে পরিণত হয়েছে। ফলে বেশীর ভাগ (৮০%) পরিবারই একক ছিল। তবে পরিবার গুলো একক হলেও অধিকাংশ পরিবারেই সদস্য সংখ্যা ছিল ৫-৬ জন। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে মহিলা ও তাদের স্বামীদের উভয়ের

প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান রয়েছে বেশি (২২%)। লেখাপড়া জানে না এমন উত্তরদাতা রয়েছে এক-তৃতীয়াংশ (৩১%)। সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাধিক শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে প্রাথমিক স্তরের (৫৭%)। তবে ছেলে সন্তানের চেয়ে মেয়ে সন্তানরা শিক্ষার উচ্চ স্তর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং পিছিয়ে পড়ছে। বিদ্যালয়ে যায় না এমন সন্তান রয়েছে ৩৭%। বিদ্যালয় না যাওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে, তার মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ও দূরত্ব অন্যতম। বর্তমানে জনসংখ্যার আধিক্য ও কৃষি জমির স্বল্পতার কারণে গ্রামীণ এলাকার জীবিকার পরিবর্তন দেখা যায়। যার ফলে গ্রামীণ মহিলাদের স্বামীরা বেশীর ভাগই ব্যবসা পেশার সাথে জড়িত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের বিভিন্ন উৎস

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের বিভিন্ন উৎস

বর্তমানে গ্রামীণ মহিলারা সাংসারিক কাজের পাশা-পাশি বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সামান্য হলেও কিছু অর্থ উপার্জন করছে, যা তাদের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। কিন্তু তাদের এই শ্রমটাকে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। মহিলারা আজ কৃষি কাজ থেকে শুরু করে গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ, সব্জি চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা এমন কি শ্রমিকের কাজ পর্যন্ত করে থাকে। গ্রামীণ স্বচ্ছল পরিবার গুলোতে এখানো মহিলাদের বহিরাঙ্গনে কাজের ক্ষেত্রে বেশ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নানা রকম ধর্মীয় গোঁড়ামি আর ফতোয়ার বেড়াজালে বাঁধা পড়ে আছে এসব কর্মঠ মহিলার জীবন। তবে নিম্নবিত্ত পরিবার গুলোতে মহিলাদের যে কোন ধরনের পেশাতেই কাজ করার প্রবণতা রয়েছে। আজ জীবন ও জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে বহুমুখী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ১৯৭৯ সালে আইভরি কোষ্টে জাতীয় গৃহস্থালী সংক্রান্ত এক জরীপে দেখা যায়, মৌসুমে কৃষি কাজ খুব একটা না থাকায় তখন নারীরা শস্য-উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিক্রয় প্রভৃতি কাজের ৩৯ শতাংশ করে থাকে। আবার শ্রম বলে গণ্য হয় না নারীরা এমন কাজও করে। যেমন; খাদ্য সংগ্রহ, মাছ ধরা, শিকার করা এবং পানি ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি, এসব কাজে যে সময় দেয়া হয়ে থাকে তার ৭১% নারীর। এছাড়াও সাংসারিক অন্যান্য কাজের ৮৭% করে নারী। অর্থাৎ সব ধরনের অর্থনৈতিক, ভরণপোষণ এবং সাংসারিক কাজ কর্মের দুই-তৃতীয়াংশই করে নারীরা (কৃষিতে নারী শ্রম, ১৯৮৯)।

গ্রামীণ মহিলাদের কর্মের হাত যথেষ্ঠ বলিষ্ঠ এবং কাজ করার ব্যাপারেও আগ্রহী। কিন্তু মূলধনের অভাব এবং তৈরীকৃত জিনিস পত্রের বাজারজাতকরণের সমস্যার কারণে উৎপাদনক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ছে। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, ব্র্যাক এবং অন্যান্য এনজিও গুলো ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায় ঋণ দিচ্ছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের সুদের হার যথেষ্ট চওড়া হওয়ায় গ্রামীণ মহিলাদের জীবন-যাত্রার মান আশানুরূপ বৃদ্ধি করতে পারছে না (১২ অক্টোবর ২০০২, দৈনিক ইত্তেফাক)। সুতরাং কাজের যথেষ্ট আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশের অভাবে তারা বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কর্ম উৎসে সফল ভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে না।

মহিলাদের অর্থনৈতিক মুক্তি তাদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। যখনই একজন মহিলা উপার্জনক্ষম হয় তখনই পরিবারে তার গুরুত্ব অনেকটা বৃদ্ধি পায়। এতে করে সন্তানদের লেখা-পড়া এবং

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার মতামতকে সামান্য হলেও গুরুত্ব দেয়া হয়। যদিও এই পুরুষ শাসিত সমাজে এখনও মহিলাদের শ্রমকে যথাযথ মর্যাদার সাথে গণ্য করা হয় না এবং স্বামীরূপী প্রভুরা বেশীর ভাগ সময়ই এই অর্থ আত্মসাৎ করে। তথাপি মহিলারা উপার্জন করায় তাদের একটা ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। যার ফলে পরিবারে তারা সীমিত হলেও কিছুটা প্রভাব খাটাতে পারে। আর এই সত্যকে উপলব্ধি করেই নারী জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ মেরি ওলষ্টোনক্রাফট ও বেগম রোকেয়া যর্থাথই ধারণা করেছিলেন, নারীরা অর্থনৈতিক ভাবে স্বচ্ছলতা পেলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা ক্ষমতা সম্পন্ন হবে এবং সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য রোধ করে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। এ জন্যই তারা সামাজিক ক্ষেত্রে কুসংস্কার মুক্ত থেকে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করার কথা উল্লেখ করেছেন (ফারজানা, ১৯৯৯)।

বিশেষত মহিলাদের নিজের এবং সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে তদুপরি সমগ্র দেশের স্বার্থে গৃহ কর্মের বাইরে বিশাল জগতের সাথে তাদের পরিচিত করা আবশ্যক। শিক্ষা-দীক্ষা এবং বিভিন্ন কর্ম উৎসে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে গ্রামীণ মহিলারা কোন্ কোন্ ধরণের উৎপাদনমূলক আয়ের উৎসে জড়িত রয়েছে এবং তা থেকে কতটুকু উপকৃত হচ্ছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে সে সম্পর্কিত সার্বিক বিশ্লেষণটি উপস্থাপন করা হলো।

৪.১ গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস

আজ গ্রামাঞ্চলের মহিলারা শুধুমাত্র গৃহকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তারা এর পাশা-পাশি নানা ধরনের উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কৃষি কাজ থেকে আরম্ভ করে গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ, সব্জি চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, সেলাই এমনকি চাকুরী ক্ষেত্রেও গ্রামীণ মহিলাদের পদচারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাদের মধ্যে অন্যান্য যে কোন ধরনের আয়ের উৎসে কাজ করার প্রবণতা দেখা যায় (১৩%)। যেমন; অন্যের বাড়িতে শ্রম বিনিয়োগ, ম্যাসে রান্না করা, হোটেলে মসলা বাটা, রান্না করা ও পানি আনা, ফেরি করে বিভিন্ন দ্রব্য (কাপড়, সব্জি, ফল, পিঠা, হাড়ি পাতিল ইত্যাদি) বিক্রি করা, অন্যের জমিতে চাড়া রোপণ করা ও উঠানো, পিঠার চাল গুড়া করা, রাইস মিলে ধান সিদ্ধ, শুকানো, চাল ঝাড়া, নৌকা ও বেড়া তৈরী করা, দুধ দোহান, পাটি বোনা. মুড়ি ভাজা ও বিক্রি করা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

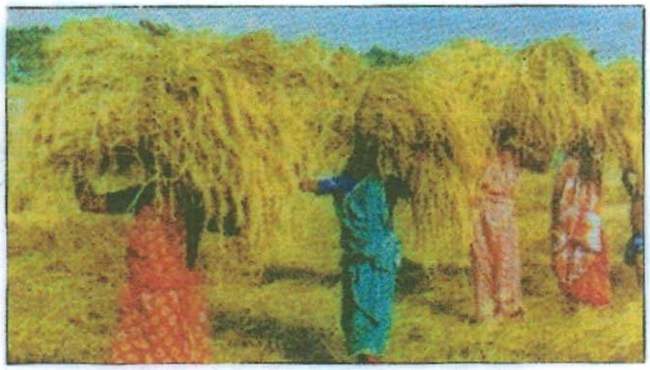

চিত্র ঃ কৃষি কাজে কর্মরত মহিলা

উপরোক্ত গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, একজন মহিলা একাধিক আয়ের উৎসের সাথে জড়িত রয়েছে। সারণী - ৪.১ এ দেখা যাচ্ছে, গ্রামের অর্ধাংশেরও বেশী (৫৪%) মহিলা গবাদি পশু পালন করছে। ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিয়োজিত রয়েছে ২২% । গৃহাঙ্গনে সেলাই কাজের সাথে জড়িত রয়েছে ১৮% মহিলা। তারা কাজটি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সম্পন্ন করছে। কারণ ঘরে বসেই তারা সেলাই কাজ পাচ্ছে ও পরিচলনা করছে এবং গ্রাহকরা পরবর্তীতে বাড়ি থেকেই সেলাই সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে। এ কাজের জন্য তাদের বাইরের যেতে হয় না বিধায় তারা সুষ্ঠু ভাবে পরিবার পরিচালনা করতে পারছে। ফলে অনেক মহিলারই এই কাজের প্রতি বেশ আগ্রহ রয়েছে (সারণী - ৪.১)।

সারণী - ৪.১
গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস

আয়ের উৎস		মোট উত্তর সংখ্যা	মোট উত্তরের শতকরা	মোট উত্তরদাতার শতকরা
১.	হাঁস-মুরগী পালন	৬৯	২১.৬৩	২৭.৬০
২.	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৫৬	১৭.৫৫	২২.৪০
৩.	সেলাই	৪৪	১৩.৭৯	১৭.৬০
৪.	গাভী পালন	৪১	১২.৮৫	১৬.৪০
৫.	ছাগল পালন	২৫	৭.৮৪	১০.০০
৬.	সবৃজি চাষ	১৯	৫.৯৬	৭.৬০
৭.	চাকুরী	১০	৩.১৪	৪.১৭
৮.	বাড়ি ও অন্যান্য সম্পদ ভাড়া	৯	২.৮২	৩.৬০
৯.	জমির আয়	৯	২.৮২	৩.৬০
১০.	মৎস্য পালন	৫	১.৫৭	২.০০
১১.	অন্যান্য	৩২	১০.০৩	১২.৮০
মোট		* ৩১৯	১০০%	

* একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ সেলাই কাজে মহিলা

৪.২ গ্রামীণ মহিলাদের আয়, আয়ের উৎসে সময় ব্যয়ের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য

গ্রামীণ মহিলারা বিভিন্ন ধরনের আয়ের উৎসে কত সময় ব্যয় করছে এবং কোন কাজে কি পরিমাণ অর্থ ও পারিশ্রমিক পাচ্ছে তা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। মহিলাদের মধ্যে হাসঁ-মুরগি পালন করে আয় করছে এক-পঞ্চমাংশ (২২%)। তন্মধ্যে সর্বাধিক ৯% আয় করছে (০-২০০) টাকার মধ্যে। এ কাজে ৩ ঘন্টা সময় ব্যয় করে অর্ধাংশ (৬%) মহিলা।

ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে মোট ১৮% মহিলা যাদের মধ্যে (১০%) আয় করছে (১০০০) টাকার উর্ধ্বে। একাজে মোট সময় ব্যয় করছে ২৩% মহিলা, তন্মধ্যে ৬ ঘন্টার বেশী সময় ব্যয় করছে (৯%)। সেলাই কাজ করে মোট (১৪%) মহিলা। এদের মধ্যে (১০০০) টাকার উর্ধ্বে মাসে আয় করছে (৩%)। একাজে মোট সময় ব্যয় করে ১৮%, তন্মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ কর্মী ৫-৬ ঘন্টার বেশী সময় কাজ করে থাকে। গ্রামীণ অধিকাংশ পরিবার গুলোতে গরু-ছাগল থাকায়, মহিলারা এখান থেকেও কিছু অর্থ আয় করে থাকে (যেমন - গরুর দুধ বিক্রি করে, গোবর জ্বালানী হিসেবে বিক্রি করে)। একাজে তাদের তেমন সময় ব্যয় হয় না। অল্প কিছু মহিলা রয়েছে যারা মৎস্য চাষ, সবজি চাষ এবং চাকরি করে অর্থ উপার্জন করছে। তবে অন্যান্য কাজের সাথে জড়িত রয়েছে (১০%) মহিলা। এদের সর্বাধিক (৩%) আয় করছে (৬০১-৮০০) টাকার মধ্যে। যাদের মধ্যে (৫%) মহিলা সময় ব্যয় করছে ৫ ঘন্টা করে।

সুতরাং সার্বিক ভাবে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের আয়ের উৎসে সর্বাধিক (০-২০০) টাকা আয় করে ২৪% উত্তরদাতা, (২০১-৪০০) টাকা ১৯%, (৪০১-৬০০) টাকা ১৯%, (৬০১-৮০০) টাকা ১১%,

Dhaka University Institutional Repository

(৮০১-১০০০) টাকা ৮% এবং (১০০০) টাকার উর্ধ্বে আয় করে ১৮% উত্তরদাতা। এবং বিভিন্ন কাজে সময় ব্যয়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৩ ঘন্টা ব্যয় করে ২৯% উত্তরদাতা। ৪ ঘন্টা ২৩%, ৫ ঘন্টা ২৫% এবং ৬ ঘন্টার বেশি সময় কাজ করে শতকরা ২৪ জন মহিলা। শুধুমাত্র বাড়ি ও অন্যান্য সম্পদ ভাড়া মূলক আয়ের ক্ষেত্রে মহিলারা কোন সময় ব্যয় করে না (সারণী - ৪.২)।

সারণী - ৪.২
গ্রামীণ মহিলাদের আয়, আয়ের উৎসে সময় ব্যয়ের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য

আয়ের উৎস	আয়ের পরিমাণ							সময় ব্যয়ের পরিমাণ				
	০-২০০	২০১-৪০০	৪০০-৬০০	৬০১-৮০০	৮০১-১০০০	১০০০-উর্ধ্বে	* (%)	৩ ঘন্টা	৪ ঘন্টা	৫ ঘন্টা	৬ ঘন্টা	(%)
চাকুরী	-	-	০.৩১	-	০.৬৩	২.১৯	৩.১৪	-	০.৮৩	০.৪২	২.৯২	৪.১৭
ক্ষুদ্র ব্যবসা	০.৩১	১.৮৮	১.৫৭	১.৫৭	১.৮৮	১০.৩৪	১৭.৫৫	৭.৫০	১.৬৭	৫.৪২	৮.৭৫	২৩.৩৩
বাড়ি ও অন্যান্য সম্পদ ভাড়া	-	০.৩১	০.৩১	০.৩১	০.৯৪	০.৯৪	২.৮২	-	-	-	-	-
জমির আয়	০.৬৩	-	১.৫৭	০.৬৩	-	-	২.৮২	১.২৫	১.২৫	১.২৫	-	৩.৭৫
মৎস্য চাষ	-	০.৬৩	০.৩১	-	-	০.৬৩	১.৫৭	১.৬৭	০.৪২	-	-	২.০৮
গাভী পালন	৫.৬৯	৪.০৮	১.২৫	০.৩১	১.২৫	-	১২.৮৫	৩.৩৩	২.৫০	২.০৮	০.৪২	৮.৩৩
হাসঁ-মুরগী পালন	৯.৪০	৪.০৮	৪.৭০	৩.১৪	-	০.৩১	২১.৬৩	৫.৮৩	৪.১৭	০.৮৩	০.৪২	১১.২৫
ছাগল পালন	৪.৩৯	২.৮২	০.৬৩	-	-	-	৭.৮৪	১.৬৭	৪.১৭	০.৮৩	০.৮৩	৭.৫০
সবৃজি চাষ	১.২৫	১.২৫	১.৫৭	০.৩১	১.২৫	০.৩১	৫.৯৬	৩.৭৫	২.৫০	১.৬৭	-	৭.৯২
সেলাই	১.৫৭	২.৫১	৪.০৮	১.৫৭	১.৫৭	২.৫১	১৩.৭৯	২.০৮	৪.১৭	৬.৬৭	৫.৪২	১৮.৩৩
অন্যান্য	০.৬৩	১.৫৭	৩.১৪	৩.১৪	০.৬৩	০.৯৪	১০.০৩	১.৬৭	১.২৫	৫.৪২	৫.০০	১৩.৩৩
মোট	২৪.১৪	১৯.১২	১৯.৪৪	১০.৯৭	৮.১৫	১৮.১৮	১০০	২৮.৭৫	২২.৯২	২৪.৫৮	২৪.১৭	১০০

* মোট উত্তরদাতা ৩১৯ জন। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.৩ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের সদস্যভূক্তি সংক্রান্ত তথ্য

গ্রামীণ মহিলাদের স্ব-নির্ভর ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সংগঠন বা সমিতি পরিচালনা করে থাকে। দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের বিভিন্ন পরিবারের মহিলাদের একত্রে সংগঠিত করে এক একটি সংগঠন বা সমিতি গড়ে তোলে এবং তাদেরকে উক্ত সমিতির সদস্য হিসেবে তালিকাভূক্ত করে। প্রত্যেক সমিতি প্রথমে ন্যূনতম ২০-২৫ জন সদস্য নিয়ে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

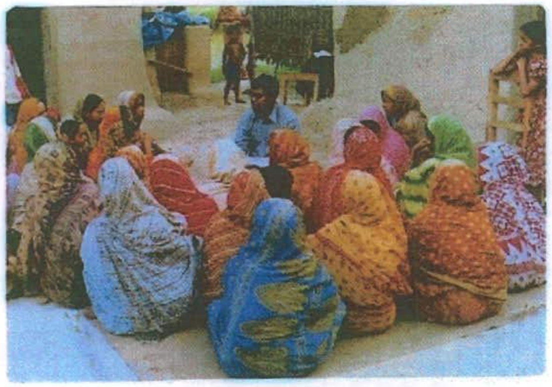

চিত্র ঃ সমিতির সংগঠিত দল

চিত্র ঃ সমিতির বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম

পরিচালনার সুবিধার্থে উক্ত ২০ জন সদস্যকে ৪টি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলে বা সারিতে ৫ জন করে মহিলা বসিয়ে সুশৃংখল ভাবে সমিতির কার্য সম্পাদন করা হয়। সমিতি গুলো মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা বা সেবা প্রদান করে থাকে, যেমন - ঋণ, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, পারিবারিক আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন পরামর্শ ইত্যাদি। এছাড়াও জরুরী মুহূর্ত গুলোতে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) বিভিন্ন সেবাদি (খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্র, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, ধানের বীজ ইত্যাদি) বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন সদস্য যদি আট সপ্তাহ বা দু'মাস সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখে, তবে সে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য হয়। আর এই ঋণের টাকা সঠিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান মহিলাদের বিভিন্ন উৎপাদনমূলক প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে প্রদান করে থাকে। তবে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক নিয়ম - নীতির মিল থাকলেও কোন কোন প্রতিষ্ঠানে এর ব্যতিক্রম নিয়মও পরিলক্ষিত হয়।

মহিলাদের এক বা একাধিক সংগঠনে / সমিতিতে সদস্য হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যভূক্তির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সর্বাধিক প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩%) উত্তরদাতা 'ব্র্যাক' প্রতিষ্ঠানের সদস্য। 'গ্রামীণ ব্যাংক' এর সদস্য এক-পঞ্চমাংশ (২০%) মহিলা। 'আশা' এর সদস্য ১৯% উত্তরদাতা, 'প্রশিকা' এ ৮%, 'পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন' এ ৮%, 'ক্যাপ' এ ৭%, 'পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী' এ ৬% এবং 'ওয়ার্ল্ড ভিশন' এ ৫% (উত্তরদাতা সদস্য)। এছাড়াও অল্প সংখ্যক মহিলা শক্তি ফাউন্ডেশন, স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ, মায়ের আচঁল এবং সমবায় সমিতির সদস্য (সারণী - ৪.৩)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪.৩
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের সদস্যভুক্তি সংক্রান্ত তথ্য .

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান	সদস্য সংখ্যা	(%)
ব্র্যাক	৩৩ জন	২২.৭৬
গ্রামীণ ব্যাংক	২৯ জন	২০.০০
আশা	২৮ জন	১৯.৩১
প্রশিকা	১২ জন	৮.২৮
পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন	১১ জন	৭.৫৯
ক্যাপ	১০ জন	৬.৯০
পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী	০৮ জন	৫.৫২
ওয়ার্ল্ড ভিশন	০৭ জন	৪.৮৩
শক্তি ফাউন্ডেশন	০৩ জন	২.০৭
স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ	০২ জন	১.৩৮
মায়ের আর্চল	০১ জন	০.৬৯
সমবায় সমিতি	০১ জন	০.৬৯
মোট	* ১৪৫ জন	১০০

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.৪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবাসমূহ

গ্রামীণ মহিলারা বর্তমানে উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাচ্ছে, যেমন - ঋণ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ইত্যাদি। এর ফলে শুধুমাত্র তাদের স্বাক্ষর জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নয়, বিভিন্ন ধরনের কাজের দক্ষতা ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে একদিকে যেমন মানব সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে মহিলারা জাতীয় উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

জরীপে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ সুবিধা পাচ্ছে ৬৯% উত্তরদাতা। বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমূলক কাজের প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২৪% এবং শিক্ষা বিষয়ক সেবা গ্রহণ করছে ৭% উত্তরদাতা। এছাড়াও উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পুনর্বাসনমূলক সেবাদিও প্রদান করে থাকে (যেমন - বিশেষ ঋণ, খাদ্য সামগ্রী, ঔষধ সামগ্রী, বস্ত্রাদি, গৃহ নির্মাণ উপকরণ, ঋণ ইত্যাদি) (সারণী - ৪.৪)।

সারণী - ৪.৪
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সেবাসমূহ

সুবিধার ধরন	মোট উত্তরদাতা	(%)
ঋণ	১১৭ জন	৬৯.২৩
প্রশিক্ষণ	৪০ জন	২৩.৬৭
শিক্ষা	১২ জন	৭.১০
মোট	১৬৯	১০০

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ ঋণের অর্থ প্রয়োগের ধরন

ঋণ গ্রহণের পর গৃহীত ঋণের অর্থ যদি সঠিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হয়, সেক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তন বা উন্নয়ন সম্ভব নয়। যদিও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রধান ও মূল উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন ও নারী ক্ষমতায়ন। তথাপি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখা যায়, তাদের ঐ উদ্দেশ্যগুলো পুরোপুরি ভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না এবং উন্নয়নমূলক পরিবর্তনের গতিও মন্থর। এর কারণ হিসেবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা যায়। সমাজের প্রত্যেক পরিবারেই পারিবারিক অর্থ পরিচালনার কাজটা সাধারণত পুরুষই করে থাকে। এক্ষেত্রে নারীদের মতামতকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। বর্তমানে অনেক নারী নিজেরা উপার্জন করলেও, স্ব-উপার্জিত অর্থ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের কোন স্বাধীনতা থাকছে না। ঠিক তেমনি দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যারা ঋণ নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে। পরিবারের প্রধান হিসেবে গৃহীত ঋণের অর্থটা স্বাভাবিক ভাবে পুরুষের হাতে চলে যাচ্ছে। ফলে যে উদ্দেশ্যে মহিলারা ঋণ গ্রহণ করেছে সে উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। এমনও অনেক পরিবার দেখা গেছে, মহিলাদের এই ঋণের টাকা নিয়ে স্বামীরা নেশাগ্রস্ত হচ্ছে, জুয়া খেলছে, এমন কি নিরুদ্দেশও হচ্ছে। এতে অবস্থার পরিবর্তন তো দূরের কথা আরো বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাই অবস্থার প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য ঋণের অথের সঠিক প্রয়োগ প্রয়োজন।

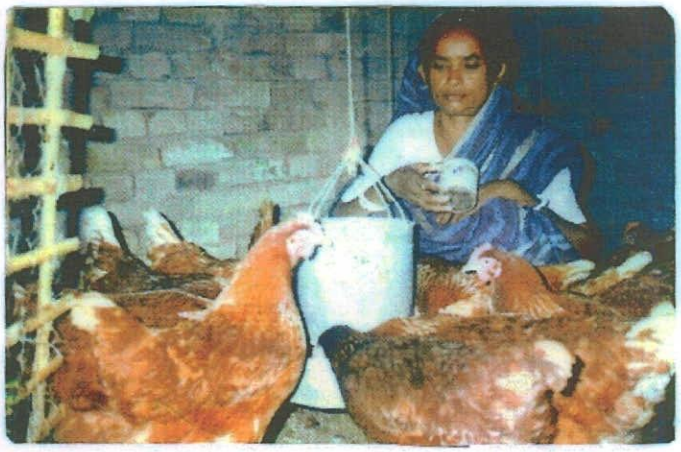

চিত্র ঃ মুরগীর খামারে কর্মরত মহিলা (ব্র্যাক, মুন্সীগঞ্জ)

মহিলারা ঋণের অর্থ বিভিন্ন উৎপাদন মূলক কাজে প্রয়োগ করছে কিনা, তা জানার জন্য মাঠ পর্যায়ে জরিপ করা হয়। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সর্বাধিক অর্থ প্রয়োগ করছে ব্যবসায় (১৪%) ও অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

কাজে (ঘর মেরামত, দেনা পরিশোধ, জমি ক্রয়, ভ্যান গাড়ী ও রিক্সা ক্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি) ১৪ শতাংশ উত্তরদাতা। এছাড়া গাভী পালনে ৭%, জমি চাষে ৫%, হাঁস-মুরগী পালনে ৩% এবং সব্জি চাষ, মৎস্য চাষ ও সেলাইয়ে স্বল্প সংখ্যক উত্তরদাতা ঋণের অর্থ প্রয়োগ করে থাকে। এবং মোট উত্তরদাতার মধ্যে ঋণ গ্রহণ করেনি ৫১% উত্তরদাতা (সারণী - ৪.৫)।

সারণী - ৪.৫
ঋণের অর্থ প্রয়োগের ধরন

ঋণ প্রয়োগের ধরন	মোট উত্তরদাতা	মোট উত্তরের শতকরা	মোট উত্তরদাতার শতকরা
ব্যবসা	৩৩	২৮.২১	১৩.৭৫
গাভী পালন	১৬	১৩.৬৮	৬.৬৭
জমি চাষ	১২	১০.২৬	৫.০০
হাসঁ-মুরগী পালন	০৮	৬.৮৪	৩.৩৩
মৎস্য চাষ	০৬	৫.১৩	২.৫০
সব্জি চাষ	০৪	৩.৪২	১.৬৭
সেলাই	০৪	৩.৪২	১.৬৭
অন্যান্য	৩৪	২৯.০৬	১৪.১৬
মোট	১১৭	১০০	৪৮.১৬
ঋণ গ্রহণ করেনি	১২৩	৫১.২৫	৫১.২৫
মোট	২৪০		১০০

চিত্র ঃ মহিষ পালন (গ্রামীণ ব্যাংক, সাভার)

৪.৬ গ্রামীণ মহিলাদের গৃহীত ঋণের পরিমাণ (বার্ষিক)

পারিবারিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা অর্জন এবং আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে গ্রামীণ মহিলারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন পরিমান অর্থ ঋণ নিয়ে থাকে। এতে দেখা যাচ্ছে, সর্বোচ্চ (৪০০১-৬০০০)টাকার মধ্যে ঋণ নিয়েছে ১৩% উত্তরদাতা। (৬০০১-৮০০০)টাকার মধ্যে ১২% উত্তরদাতা এবং ১০,০০০টাকার উর্ধ্বে নিয়েছে ১০% উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

(৮০০১-১০,০০০) এবং (২০০১-৪০০০)টাকার মধ্যে অল্প সংখ্যক (৮% ও ৫%) উত্তরদাতা ঋণ নিচ্ছে। সুতরাং মোট উত্তরদাতার মধ্যে ঋণ গ্রহণ করছে ৪৯% এবং কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করেনি ৫১% উত্তরদাতা (সারণী - ৪.৬)।

সারণী - ৪.৬
গ্রামীণ মহিলাদের গৃহীত ঋণের পরিমাণ (বার্ষিক)

ঋণের পরিমাণ (বার্ষিক)	মোট উত্তরদাতা	মোট উত্তরের শতকরা (%)	মোট উত্তদাতার শতকরা (%)
২০০১ - ৪০০০	১২	১০.২৬	৫.০০
৪০০১ - ৬০০০	৩২	২৭.৩৫	১৩.৩৩
৬০০১ - ৮০০০	২৮	২৩.৯৩	১১.৬৭
৮০০১ - ১০,০০০	২০	১৭.০৯	৮.৩৩
১০,০০০ - উর্ধ্বে	২৫	২১.৩৭	১০.৪২
মোট	১১৭	১০০.০০	৪৮.৭৫
ঋণ গ্রহণ করে নাই	১২৩	৫১.২৫	৫১.২৫
মোট	২৪০		১০০

৪.৭ ঋণ গ্রহণের ফলে উপকৃতের হার

গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার গুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ঋণ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি আজও ততোটা পরিবর্তিত হয়নি। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৮ জনই দরিদ্র। বিগত দু'দশক ধরে এদেশের অনেক সরকারী, বেসরকারী ও স্বেচ্ছামূলক উন্নয়ন সংস্থা জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যপরিচলনা করছে। তন্মধ্যে ঋণ একটি বিশেষ কার্যক্রম। এই ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ করে মহিলাদের দক্ষ, কর্মক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের মূখ্য উদ্দেশ্য।

ঋণ গ্রহণের ফলে মহিলারা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে তা জানার জন্য কয়েক জন মহিলার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তাদের মতামতের ভিত্তিতে দেখা যায়, মোট ২৪০ জন মহিলার মধ্যে ঋণ নিয়েছে ১১৭ জন। তাদের মধ্যে ঋণ নিয়ে উপকৃত হচ্ছে ৯৯% উত্তরদাতা। এবং উপকৃত হচ্ছে না ১% উত্তরদাতা। সুতরাং সার্বিকভাবে বলা যায়, ঋণ গ্রহণের ফলে মহিলারা উপকৃত হচ্ছে এবং পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে (সারণী - ৪.৭)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪.৭
ঋণ গ্রহণের ফলে উপকৃত উত্তরদাতা

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
উপকৃত হচ্ছে	১১৬ জন	৯৯.১৫
উপকৃত হচ্ছে না	০১ জন	০.৮৫
মোট	১১৭ জন	১০০
ঋণ গ্রহণ করেনি	১২৩ জন	৫১.২৫
মোট	২৪০ জন	

৪.৮ ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য

ঋণ পরিশোধের সময় দেখা যায়, অধিকাংশ মহিলাই তাদের গৃহীত ঋণের যথাযথ প্রয়োগ করছে। ফলে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যায় পড়ছে না। ঋণ গ্রহীতার মধ্যে সর্বাধিক (৮৭%) উত্তরদাতা ঋণের অর্থ আংশিক পরিশোধ করেছে। অল্প সংখ্যক (১৩%) উত্তরদাতা ঋণের অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছে। ঋণ গ্রহণ করেনি এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ৫১% (সারনী - ৪.৮)।

সারনী - ৪.৮
ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য

ঋণ পরিশোধ	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
ঋণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছে	১৫	১২.৮২
ঋণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে নাই	১০২	৮৭.১৮
মোট	১১৭	১০০
ঋণ গ্রহণ করে নাই	১২৩	৫১.২৫
মোট	২৪০	

৪.৯ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (সদস্যদের) ঋণ পরিশোধের হার

গ্রামীণ মহিলারা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে তা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে প্রয়োগ করে থাকে। উক্ত ঋণের টাকা তাদেরকে স্বল্প মেয়াদে (এক বৎসরের মধ্যে) সরল সুদে (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শতকরা বিভিন্ন হারে) পরিশোধ করতে হয়। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতার/মহিলার সমস্যা না হলেও কিছু সংখ্যক মহিলার সমস্যা হচ্ছে। তারা এই সমস্যার বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

কারণের কথা উল্লেখ করেছে, যেমন - ঋণের অর্থের সঠিক প্রয়োগ না করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গবাদি পশু ও হাসঁ-মুরগী মারা যাওয়া, ঋণের টাকায় স্বামীর জুয়া খেলা ও নেশা করা ইত্যাদি। কিন্তু সমস্যা যতই হোক ঋণের টাকা তাদেরকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। সেক্ষেত্রে অনেকেই ধার বা দেনা করে অথবা গৃহের অন্যান্য সম্পদ বিক্রি করেও ঋণের কিস্তি পরিশোধ করছে।

বর্তমান গবেষণায় মহিলারা ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন পর্যায় অবস্থান করছে অর্থাৎ কি পরিমাণ পরিশোধ করছে তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঋণের আংশিক পরিশোধ করেছে মোট শতকরা প্রায় নব্বই জন এবং সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছে ১২ শতাংশ উত্তরদাতা।

ঋণের আংশিক পরিশোধের ক্ষেত্রে 'ব্র্যাক' কর্তৃক গৃহীত ঋণ পরিশোধ করেছে মোট ১৯% উত্তরদাতা, যা (১০-২৫ শতাংশ) ১০%, (২৫-৫০ শতাংশ) ৪% উত্তরদাতা, (৫০-৭৫ শতাংশ) ৩% এবং (৭৫-৯০ শতাংশ) ০.৮৫% উত্তরদাতা পরিশোধ করেছে। এবং সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছে মোট ৫% মহিলা। 'গ্রামীণ ব্যাংক' -এ ঋণের আংশিক পরিশোধ করেছে মোট ১৮% মহিলা, যা (১০-২৫ শতাংশ) ৯%, (২৫-৫০ শতাংশ) ৮%, (৭৫-৯০ শতাংশ) ০.৮৫% উত্তরদাতা। এবং সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছে শতকরা ৩ জন। 'আশা' কর্তৃক গৃহীত ঋণের আংশিক পরিশোধ করেছে ১৩% উত্তরদাতা। যা (১০-২৫ শতাংশ) ২%, (২৫-৫০ শতাংশ) ৮%, (৫০-৭৫ শতাংশ) ৩% এবং সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছে ২% মহিলা। 'ক্যাপ' প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণের আংশিক পরিশোধ করেছে ৬% উত্তরদাতা। যা (১০-২৫ শতাংশ) ৩%, (৭৫-৯০ শতাংশ) ৩% এবং সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছে ৯% মহিলা। 'প্রশিকা' এ আংশিক পরিশোধ করেছে ৯% ঋণ গ্রহীতা। যা (১০-২৫ শতাংশ) ৬%, (২৫-৫০ শতাংশ) ০.৮৫%, (৫০-৭৫ শতাংশ) ২%, (৭৫-৯০ শতাংশ) ০.৮৫% উত্তরদাতা। 'পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন' এ আংশিক পরিশোধ করেছে ৯% উত্তরদাতা। যা (১০-২৫ শতাংশ) ৭%, (২৫-৫০ শতাংশ) ০.৮৫%, (৫০-৭৫ শতাংশ) ০.৮৫%, (৭৫-৯০ শতাংশ) ০.৮৫% উত্তরদাতা। 'পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী' -তে ঋণের আংশিক পরিশোধ করেছে ৬% উত্তরদাতা। যা (১০-২৫ শতাংশ) ১.৭১%, (৫০-৭৫ শতাংশ) ৩%, (৭৫-৯০ শতাংশ) ২% উত্তরদাতা।

এছাড়াও 'ওয়ার্ল্ড ভিশন', 'শক্তি ফাউন্ডেশন', 'স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ', 'মায়ের আচঁল' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে সামান্য সংখ্যক মহিলা ঋণ নিয়েছে। এরা কেউ-ই ঋণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করেনি। তবে চলতি ঋণের আংশিক পরিশোধ করেছে (সারণী - ৪.৯)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪.৯
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (সদস্যদের) ঋণ পরিশোধের হার

প্রতিষ্ঠান	ঋণ পরিশোধের পরিমাণ শতাংশে						
	১০-২৫ (%)	২৫-৫০ (%)	৫০-৭৫ (%)	৭৫-৯০ (%)	মোট সংখ্যা (%)	সম্পূর্ণ পরিশোধ (%)	সর্বমোট শতকরা
ব্র্যাক	১০.২৫	৪.২৭	৩.৪২	০.৮৫	১৮.৮০	৫.১৩	২৩.৯৩
গ্রামীণ ব্যাংক	৯.৪০	৭.৬৯	-	০.৮৫	১৭.৯৫	২.৫৭	২০.৫১
আশা	১.৭১	৭.৬৯	০.৪২	-	১২.৮২	১.৭১	১৪.৫৩
প্রশিকা	৫.৯৮	০.৮৫	১.৭১	০.৮৫	৯.৪০	-	৯.৪০
পদাবিফা	৬.৮৪	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	৯.৪০	-	৯.৪০
ক্যাপ	৩.৪২	-	-	২.৫৭	৫.৯৮	৩.৪২	৯.৪০
পদাবিক	১.৭১	-	২.৫৭	১.৭১	৫.৯৮	-	৫.৯৮
ওয়ার্ল্ড ভিশন	০.৮৫	১.৭১	০.৮৫	-	৩.৪২	-	৩.৪২
স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ	০.৮৫	০.৮৫	-	-	১.৭১	-	১.৭১
শক্তি ফাউন্ডেশন	-	০.৮৫	-	-	০.৮৫	-	০.৮৫
মায়ের আচঁল	-	০.৮৫	-	-	০.৮৫	-	০.৮৫
সমবায় সমিতি	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৪১.০৩	২৫.৬৪	১২.৮২	৭.৬৯	৮৭.১৮	১২.৮২	১০০

৪.১০ ঋণ পরিশোধে সমস্যার ধরন

বর্তমান জরীপে দেখা যাচ্ছে, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতাই (৯১%) কোন সমস্যায় পড়ছে না। শুধু মাত্র ৯% উত্তরদাতা ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেছে, যেমন - প্রাকৃতিক দুর্যোগ (২.৫৬%), কর্মসংস্থানের অভাব (২.৫৬%) এবং উপার্জন কম হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে ৪% উত্তরদাতার। তবে জরীপকৃত এলাকায় ঋণ নেয়নি এমন উত্তরদাতা ছিল ৫১ শতাংশ (সারণী - ৪.১০)।

সারণী - ৪.১০
ঋণ পরিশোধে সমস্যা-ধরন

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)	সমস্যার ধরন বা কারন	উত্তর সংখ্যা	(%)
সমস্যা হয় (হ্যাঁ)	১১	৯.৪০	প্রাকৃতিক দুর্যোগ	৩	২.৫৬
সমস্যা হয় না (না)	১০৬	৯০.৬০	কর্মসংস্থানের অভাব	৩	২.৫৬
মোট	১১৭	১০০%	উপার্জন কম	৫	৪.২৭
ঋণ গ্রহণ করেনি	১২৩	৫১.২৫			
মোট	২৪০		মোট	১১	৯.৪০

৪.১১ মহিলাদের উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার কারণ ও পছন্দ (মহিলাদের মতামতের প্রেক্ষিতে)

অজ্ঞাত, অশিক্ষা এবং নানা পারিবারিক ও সামাজিক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও নারীরা আজ স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। যার ফলে নানা উৎপাদনমূলক কর্মে তারা নিয়োজিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

স্ব-উপার্জিত অর্থটা তার ইচ্ছা শক্তিকে আরো দ্বিগুণ করে তুলছে। এতে নারী নিজের অবস্থানের শুধু উন্নয়ন করছে তা নয়, পরিবার তথা সমগ্র জাতির উন্নয়নে অবদান রাখছে।

মহিলাদের এই উৎপাদনমূলক কর্মে নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। মূলতঃ পরিবারের আর্থিক চাহিদা মূখ্য হলেও আত্মনির্ভরশীলতা, মর্যাদা বৃদ্ধি, পরিতৃপ্তি ইত্যাদি কারণও বিদ্যমান। এর মধ্যে আর্থিক প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছে সর্বাধিক (৮৬%) উত্তরদাতা। এছাড়াও আত্মনির্ভরশীলতা (৪৫%) এবং মর্যাদা বৃদ্ধি, পরিতৃপ্তি ও অন্যান্য (পরিবারের স্বচ্ছলতা ও উন্নতি, বিপদের মোকাবেলা, সন্তানের আবদার পূরণ, নিজস্ব প্রয়োজন মেটানো ইত্যাদি) ক্ষেত্রের কথা বলেছে অল্প সংখ্যক মহিলা (সারণী - ৪.১১)।

সারণী - ৪.১১
মহিলাদের উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার কারণ ও পছন্দ
(মহিলাদের মতামতের প্রেক্ষিতে)

কারণ ও পছন্দ	উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট উত্তরের শতকরা	মোট উত্তরদাতার শতকরা
আর্থিক প্রয়োজন	২০৭	৬০.৮৮	৮৬.২৫
আত্মনির্ভরশীলতা	১০৭	৩১.৪৭	৪৪.৫৮
মর্যাদা বৃদ্ধি	১১	৩.২৪	৪.৫৮
পরিতৃপ্তি	১০	২.৯৪	৪.১৭
অন্যান্য	০৫	১.৪৭	২.০৮
মোট	* ৩৪০	১০০	

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.১২ স্ত্রীদের উপার্জন সম্পর্কে স্বামীদের পছন্দ ও অপছন্দের কারণ (মহিলাদের মতামতের প্রেক্ষিতে)

বর্তমানে স্ত্রীদের উপার্জন করা অধিকাংশ স্বামীর পছন্দ। জীবন যাত্রার অত্যাধিক ব্যয়কে এর প্রধান কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। গৃহকর্তার একার আয়ে পরিবার পরিচালনা করা গেলেও দেখা যায়, যথাযথ ভাবে তা পরিচালিত হয় না। এক্ষেত্রে দু'জন যদি আয় করে তবে কিছুটা হলেও পরিবারের বিভিন্ন চাহিদাগুলো সুষ্ঠুভাবে পূরণ করা সম্ভব। আর এ সুবিধার জন্যই আজ গৃহকর্তারাও চায় গৃহিণীরা কিছু অর্থ উপার্জন করুক। তবে সেটা অভ্যন্তরীণ উৎপাদনমূলক কর্ম ক্ষেত্র হলে বেশী ভালো হয় বলে অনেকেই মনে করে। মোট জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠী এই মহিলারা যদি উপার্জনক্ষম হয়, তবে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যেমন উন্নতি হবে তেমনি দেশের অর্থনৈতিক গতিও ত্বরান্বিত হবে। জরীপকৃত ২০৬ জন মহিলার মধ্যে ৮৫% মহিলা বলেছে, তাদের স্বামীরা উপার্জন করা পছন্দ করে। এর প্রধান কারণ হিসেবে তারা পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের (৩৫%) কথা উল্লেখ করেছে। এছাড়াও পরিবার

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা সহজ হয়, বাড়তি আয় দিয়ে সকল চাহিদা সুষ্ঠুভাবে পূরণ করা যায় এবং তাৎক্ষণিক ভাবে বিপদ আপদের মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে স্ত্রীদের উপার্জন করা স্বামীদের পছন্দ নয়, এমন কথা বলেছে ১৫% মহিলা। এর কারণ স্বরূপ তারা পর্দা প্রথা, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা নষ্ট এবং পরিবার পরিচালনায় সমস্যার কথা উল্লেখ করেছে (সারণী - ৪.১২)।

সারণী - ৪.১২
স্ত্রীদের উপার্জন সর্ম্পকে স্বামীদের পছন্দ ও অপছন্দের কারণ
(মহিলাদের মতামতের প্রেক্ষিতে)

পছন্দের কারণ	উত্তরদাতা সংখ্যা	(%)	অপছন্দের কারণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
আর্থিক অবস্থার উন্নতি	৭২	৩৪.৯৫	পর্দা প্রথা	১০	৪.৮৫
সংসার স্বচ্ছল হয় ও পরিচালনা সহজ হয়	৫৫	২৬.৭০	প্রয়োজন মনে করে না	৮	৩.৮৮
বাড়তি আয় হয় ও প্রয়োজন মেটানো যায়	১৪	৬.৮০	পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা নষ্ট	৭	৩.৪০
বাড়ির বাইরে যেতে হয় না	১০	৪.৮৫	পরিবার পরিচালনায় সমস্যা	৬	২.৯১
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৮	৩.৮৮			
বিপদের মোকাবেলা করা যায়	৫	২.৪৩			
আত্মনির্ভরশীলতা	৫	২.৪৩			
বিভিন্ন ধরনের চাহিদা সুষ্ঠু ভাবে পূরণ হয়	৩	১.৪৬			
অন্যান্য	৩	১.৪৬			
মোট	১৭৫	৮৪.৯৬		৩১	১৫.০৪

* মোট উত্তরদাতা ২০৬ জন।

৪.১৩ স্ত্রীদের বাইরে কাজ করা সর্ম্পকে গৃহকর্তাদের মতামত

বর্তমান প্রেক্ষাপটে অর্ধেকের বেশী (৫৮%) গৃহকর্তা স্ত্রীদের গৃহাঙ্গনের কাজের পাশা-পাশি বহিরাঙ্গনের বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত হয়ে কিছু অর্থ আয় করা পছন্দ করে। কারণ একার আয়ে সংসারের ব্যয় ভার সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে তাদের ধারণা স্ত্রীর বাড়তি উপার্জন পরিবারে স্বচ্ছলতা আনয়নে সহায়তা করবে। ৪২% গৃহস্বামীর স্ত্রীদের বাইরে কাজ করা পছন্দ নয়। তারা স্ত্রীদের সংসার পরিচালনা ও সন্তানদের লালন-পালন করাই শ্রেয় মনে করে (সারণী - ৪.১৩)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪.১৩
স্ত্রীদের বাইরে কাজ করা সর্ম্পকে গৃহকর্তাদের মতামত

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
গৃহাঙ্গনের বাইরে বিভিন্ন আয়মূলক কাজ করা পছন্দ	১০৭	৫৭.৫৩
বাইরে কাজ করা অপছন্দ	৭৯	৪২.৪৭
মোট	১৮৬	১০০%

৪.১৪ স্ত্রীদের বাইরে কাজ করা সর্ম্পকে গৃহকর্তাদের পছন্দ ও অপছন্দের কারণ (গৃহকর্তার মতামতের প্রেক্ষিতে)

বর্তমান জীবন-যাত্রা অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় আজ শুধুমাত্র একজনের টাকায় সংসার পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। তাই সুষ্ঠুভাবে পরিবারের সকল চাহিদা মেটানোর জন্য পুরুষের পাশা-পাশি নারীকে আয়ের পথ বেছে নিতে হচ্ছে। যদিও গ্রামীণ পরিবেশে গৃহাঙ্গনের বাইরে মহিলারা খুব কমই আয়মূলক কাজে জড়িত রয়েছে। তথাপি গৃহাঙ্গনের অনেক উৎপাদনমূলক কর্মে তারা নিয়োজিত রয়েছে। যা সর্ম্পকে তারা নিজেরা ততটা অবগত নয়। এমন কি তারা যে সংসারে আর্থিক দিক থেকে সহযোগীতা করছে সে সর্ম্পকে জানতে চাওয়া হলে, অধিকাংশ উত্তরদাতাই নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে। তবে মহিলাদের বাইরে বিভিন্ন পেশায় কাজ করার ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূল পরিবেশ রয়েছে, যেমন - সামাজিক ও ধর্মীয় বাধা, গৃহকর্তাদের পছন্দ ও অপছন্দ, পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন, নিরাপত্তা কম ইত্যাদি।

স্ত্রীদের বা মহিলাদের সংসারের বাইরে বিভিন্ন আয়মূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে গৃহকর্তাদের পছন্দ ও অপছন্দের কারণ সম্পর্কিত জরীপে দেখা যায়, ৩৩% উত্তরদাতা সংসারের স্বচ্ছলতার জন্য স্ত্রীদের বাইরে কাজ করা পছন্দ করে। ১১ শতাংশ আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও ৪ শতাংশ পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কারণে স্ত্রীদের কাজ করতে দিতে চায়। অন্যদিকে ১৩% উত্তরদাতা ধর্মীয় গোঁড়ামী ও পর্দা প্রথার জন্য বাইরের কাজে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। ৬% উত্তরদাতা পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন ও সামাজিক বাধার কথা উল্লেখ করেছে। বাইরের পেশার পরিবর্তে সংসার পরিচালনাই শ্রেয় মনে করে ১০ শতাংশ উত্তরদাতা। অল্প সংখ্যক উত্তরদাতা স্ত্রীদের অন্যান্য পেশায় যুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং বাইরের কাজে নিরাপত্তা কম বলেছে (সারণী - ৪.১৪)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪.১৪
স্ত্রীদের বাইরে কাজ করা সর্ম্পকে গৃহকর্তাদের পছন্দ ও অপছন্দের কারণ (গৃহকর্তার মতামতের প্রেক্ষিতে)

কারণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট উত্তরের শতকরা	মোট উত্তরদাতার শতকরা
➤ সংসারের স্বচ্ছলতা	৮০	৪১.২৪	৩৩.৩৩
➤ আর্থিক অবস্থার উন্নতি	২৬	১৩.৪০	১০.৮৩
➤ পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৯	৪.৬৪	৩.৭৫
➤ ধর্মীয় গোরামী ও পর্দা প্রথা	৩১	১৫.৯৮	১২.৯২
➤ পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুন্ন ও সামাজিক বার্ধা	১৫	৭.৭৩	৬.২৫
➤ সংসার পরিচালনা	২৩	১১.৮৬	৯.৫৮
➤ বাইরের কাজে নিরাপত্তা কম	৫	২.৫৮	২.০৮
➤ প্রয়োজন মনে করে না	৫	২.৫৮	২.০৮
মোট	১৯৪	১০০%	

* মোট উত্তরদাতা ২৪০। একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.১৫ স্ত্রীদের/মহিলাদের পছন্দনীয় আয়ের উৎস সম্পর্কে গৃহকর্তার মতামত

যুগের পরিবর্তনের ফলে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। এই বিকাশের ধারা প্রথমতঃ শহর কেন্দ্রিক হলেও পরবর্তীতে তার কিছুটা স্রোতধারা গ্রামে গিয়েও পড়ছে। আর এই ফলশ্রুতিতে আজ গ্রামীণ পরিবেশে সীমিত হলেও নানা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। মেয়েরা আর চার-দেয়ালের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকছে না। ছেলে-সন্তানের পাশা-পাশি তারাও আজ লেখাপড়া করছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। তেমনি আবার জীবন-জীবিকার তাগিদে কোন কোন পরিবারের মহিলারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে সংখ্যা খুব সীমিত। যদিও শহুরে জীবনে এর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথাপি গ্রামীণ পরিবার গুলোতে এখনও ধর্মীয় গোঁড়ামী, পর্দা প্রথা এবং রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে বিভিন্ন পেশায় মহিলারা আশানুরূপ ভাবে এগিয়ে আসতে পারছে না।

বর্তমানে জরীপে গ্রামীণ মহিলাদের বা স্ত্রীদের আয়ের পছন্দনীয় উৎস সম্পর্কে গৃহকর্তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, গৃহভিত্তিক আয়ের উৎস যেমন - হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালন, সবৃজি উৎপাদন এবং কুটির শিল্পের কাজ পছন্দ সর্বাধিক ৮৭ জন বা ৪৮% উত্তরদাতার। সব ধরনের আয়ের উৎস পছন্দ করে ৩৫% গৃহকর্তা। চাকুরি ও ব্যবসা করা সর্ম্পকে অল্প সংখ্যক গৃহকর্তা মতামত দিয়েছে। তবে তাদের ১০% এর ইচ্ছা, মহিলাদের শিক্ষকতার পেশায় কাজ করা ভাল (সারণী - ৪.১৫)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪.১৫
স্ত্রীদের/মহিলাদের পছন্দনীয় আয়ের উৎস সম্পর্কে গৃহকর্তার মতামত

আয়ের উৎসের ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
➢ গৃহ ভিত্তিক আয়ের উৎস (হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল, সব্জি উৎপাদন, কুটির শিল্প ইত্যাদি)	৮৭	৪৬.৭৭
➢ সব ধরনের আয়ের উৎস পছন্দ	৬৫	৩৪.৯৫
➢ শিক্ষকতা	২৪	১২.৯০
➢ চাকুরী	৬	৩.২৩
➢ ক্ষুদ্র ব্যবসা	৩	১.৬১
➢ কোন উৎসই পছন্দ নয়	১	০.৫৪
মোট	১৮৬	১০০%

৪.১৬ মহিলাদের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হওয়া সর্ম্পকে গৃহকর্তাদের মনোভাব

বর্তমান সমাজের পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মহিলাদের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হওয়া কতটুকু যুক্তিসঙ্গত সে সর্ম্পকে জানার জন্য কয়েকজন গৃহকর্তার মতামত গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে উত্তরদাতারা মহিলাদের বিভিন্ন পেশায় কাজ করা সর্ম্পকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ধরনের মতামতের কথা উল্লেখ করেছে। এতে (৫২%) গৃহকর্তা মহিলাদের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে। তাদের মতে, মহিলারা উপার্জনক্ষম হলে পরিবারে স্বচ্ছলতা আসে ও উন্নতি হয় এবং পরিবার তথা সমাজে তাদের সম্মান ও মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে নেতিবাচক মনোভাবের কথা বলেছে (৪৮%) উত্তরদাতা। তাদের ধারণা মহিলাদের বহিরাঙ্গনে কাজ করা নিরাপদ নয়, পারিবারিক মর্যাদা নষ্ট হয় ও সংসার পরিচালনায় সমস্যা হয় (সারণী - ৪.১৬)।

সারণী - ৪.১৬
মহিলাদের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হওয়া সর্ম্পকে গৃহকর্তাদের মনোভাব

ইতিবাচক মনোভাব	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)	নেতিবাচক মনোভাব	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
পরিবার স্বচ্ছল হয় ও উন্নতি হয়	৪০	২১.৫০	মহিলাদের চাকুরী করা নিরাপদ নয়	৪১	২২.০৪
চাকুরী করা উচিত	৩১	১৬.৬৭	চাকুরী করা পছন্দ নয়	৩৫	১৮.৮২
মহিলাদের মর্যাদা সম্মান ও গুরুত্ব বাড়ে	১৬	৮.৬০	পারিবারিক মর্যাদা নষ্ট হয়	৭	৩.৭৬
পর্দার মধ্যে থেকে কাজ করা ভালো	১০	৫.৩৮	সংসার পরিচালনায় সমস্যা হয়	৬	৩.২৩
মোট	৯৭	৫২.১৫		৮৯	৪৭.৮৫

* মোট উত্তরদাতা ১৮৬ জন।

গ্রামীণ মহিলারা নিজ উদ্যোগে এবং বিভিন্ন উন্নয়রমূলক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিভিন্ন ধরণের উৎপাদনমূলক আয়ের উৎসে নিয়োজিত রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ঋণ কার্যক্রম এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানমূলক আয়ের উৎসে অধিক হারে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে। ফলে তারা কৃষি কাজ, মৎস্য চাষ, সব্জি চাষ, গবাদি পশু পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, সেলাই, মুদি দোকান পরিচালনা এবং অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হচ্ছে।

কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য নয় এমন মহিলারা অন্যের বাড়িতে শ্রম বিনিয়োগ করা, হোটেলে রান্না, মসলা বাটা, পানি আনা, দুধ দোহান, নৌকা তৈরী, ফেরি করে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি, রাইস মিলে ধান সিদ্ধ করা, শুকানো এবং চাল ঝাড়া, ইট ভাঙ্গা, ধানের চাড়া রোপন ও উঠানো ইত্যাদি কাজ করে আয় করে থাকে। তবে গ্রামের অধিকাংশ মহিলাই গৃহভিত্তিক কর্ম উৎস থেকে আয় করা বেশি পছন্দ করে।

উপার্জনক্ষম মহিলাদের এই অর্জিত আয় যদিও পরিবারের সামগ্রিক পরিবর্তন আনতে পারছে না; তথাপি পরিবারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি, বাড়তি চাহিদা পূরণ, বিপদের মোকাবেলা করা ও সন্তানদের লেখা পড়ার ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে যে সকল পরিবারের মহিলারা বিধবা বা পরিত্যক্তা সেখানে মহিলাদের উপার্জিত আয় পরিবার পরিচালনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এক কথায় বলা যায়, মহিলাদের অর্জিত আয় সামান্য হলেও পরিবার তা থেকে কিছুটা উপকৃত হচ্ছে।

সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা থেকে অনুমিত সিদ্ধান্ত এক. গ্রামীণ মহিলারা বিভিন্ন ধরনের আয়ের উৎসের সাথে জড়িত রয়েছে এবং তা থেকে তারা উপকৃত হচ্ছে। এবং অনুমিত সিদ্ধান্ত চার. কোন্ কোন্ আয়ের উৎস মহিলাদের বেশি প্রেরণা দিচ্ছে - এদু'টির সত্যতা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মহিলাদের কর্মসংস্থান
ও
প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মহিলাদের কর্মসংস্থান ও প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা

শত বৎসর পূর্বে নারীর অগ্রদূত বেগম রোকেয়া যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশের অর্ধেক সম্ভাবনাময় পিছিয়ে পড়া নারী-জনগোষ্ঠী যদি উপার্জনক্ষম হয়, তবে সে নিজের যেমন উন্নয়ন করতে পারবে সেই সাথে সমাজ ও দেশের কল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। ধীর গতিতে হলেও তাঁর এই ধারণার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজ নারীরা নিজের সম্বন্ধে সোচ্চার হয়েছে। ফলে নারী সমাজের অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি হচ্ছে। আর এই কারণেই বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে পশ্চিমা নারী মার্কিন সিনেটর হিলারী রডহ্যাম ক্লিনটন পৃথিবীর নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন " নীরবতা ভাঙ্গার এখনই সময় " (জাকির)। বর্তমানে মহিলারা শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে অনেক এগিয়ে গেছে। পুরুষের পাশা-পাশি সব ধরনের কাজে তারা অংশ গ্রহণ করছে। সেনাবাহিনীর পদ থেকে শুরু করে ডাক্তার, শিক্ষক, বিচারক, ব্যবস্থাপক, পাইলট এমনকি রাষ্ট্র প্রধানের গুরুদায়িত্বও সম্মানের সাথে পালন করে যাচ্ছে।

ষাটের দশক থেকে নারীরা কর্মক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করে। তখন কৃষির আধুনিকায়নের লক্ষ্যে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে ১৯৭৭-১৯৭৮ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে মহিলাদের নিয়ে একটি সংগঠন তৈরী করা হয়। এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নারী শিক্ষা ও গাহর্স্থ্য উন্নয়ন সাধন করা (আহমেদ, ৯৬)। পরবর্তীতে এই কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। এর মধ্যে বি,আর,ডি,বি, ব্র্যাক, প্রশিক্ষা, আশা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, গ্রামীণ ব্যাংক, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা, ওয়ার্ল্ড ভিশন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জাতীয় ও স্থানীয় ভিত্তিতে প্রায় হাজার খানেক মহিলা সংস্থা নারী উন্নয়নে কর্মরত রয়েছে। যার অধিকাংশই মহিলাদের শিক্ষা, ট্রেনিং, স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং স্বল্প পুঁজিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্বনির্ভর হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে। আর শহরাঞ্চলকে কেন্দ্র করে মহিলাদের যে কর্মসংস্থানটি সবচেয়ে বেশি কাজ করছে সেটি হলো গার্মেন্ট শিল্প। প্রায় আট লক্ষ গার্মেন্ট শ্রমিকের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই মহিলা (ভূঁইয়া, ৯৬)। প্রকৃত পক্ষে গার্মেন্ট শিল্পই একমাত্র সংস্থা যেখানে দ্রুত এবং সবচেয়ে বেশী নারী কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের সরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মহিলাদের উৎপাদনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে মহিলা ঋণ গ্রহীতাদের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তারা স্বল্প পুজিঁতে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট আবদান রাখছে।

বাংলাদেশ সরকার মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য মহিলা মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) দেখা যায়, চাকুরী ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা বরাদ্দ রয়েছে এবং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০০) ঊর্ধ্বতন পদে ১০% মহিলা নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের নিয়োগ শতকরা ৬ থেকে ১৫-তে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়াও মহিলাদের কর্মক্ষমতাকে জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহারের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো হলো - হাসঁ-মুরগী, মৎস্য ও ডেইরী খামার, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, কুটির শিল্প ও পোশাক শিল্পের প্রসার এবং দারিদ্রতা বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প ইত্যাদি।

বর্তমান গবেষণায় আলোচনার এই পর্বে মহিলাদের কর্মসংস্থান, বিভিন্ন পদে নিয়োজিত দায়িত্ব সমূহ এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদানকৃত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫.১ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলা কর্মীদের সংখ্যা

বর্তমানে মহিলারা শুধু ঘর-সংসার পরিচালনা করা ও সন্তান লালন-পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তারা আজ বাইরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকে সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। কেবল তারা শিক্ষিকা ও নার্সিং পেশায় নিয়োজিত নেই। সব ধরনের আয়মূলক বা উন্নয়নমূলক পেশায় ও ব্যবসায় নিয়োজিত হয়ে তাদের সম্মান ও মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি করছে। কঠিন জীবন-যাত্রার সাথে খাপ-খাওয়ানোর তাগিদে মহিলাদের বহিরাঙ্গনের কাজে অংশগ্রহণ আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাদের এই উপার্জনক্ষমতা ও আর্থিক সফলতা পরিবারে তার বাক স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বৃদ্ধি করছে, সেই সাথে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বা স্বীকৃতিও অনেক গুণ বৃদ্ধি করছে।

সাধারণত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অংশগ্রহণের পরিমাণ কিরূপ তা নির্ণয়ের জন্য ১১০ জন কর্মজীবী মহিলার মতামত গ্রহণ করা হয়। এতে দেখা যাচ্ছে, সর্বাধিক (৪০%) কর্মী

Dhaka University Institutional Repository

ব্র্যাক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে ১৭%, প্রশিকায় ১৫%, আশা-এ ১১%, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনে ৫%, এবং ওর্য়াল্ড ভিশন-এ ৫% মহিলা কর্মী রয়েছে। এছাড়াও অল্প সংখ্যাক কর্মী ক্যাপ, উপজেলা মহিলা অধিদপ্তর, গ্রামীণ ব্যাংক ও পরিবার পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত রয়েছে, যথাক্রমে ২%, ২%, ৩% ও ১% কর্মী (সারণী - ৫.১)।

সারণী - ৫.১
বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলা কর্মীদের সংখ্যা

প্রতিষ্ঠান	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
ব্র্যাক	৪৪	৪০.০০
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী (B.R.D.B)	১৯	১৭.২৭
প্রশিকা	১৬	১৪.৫৫
আশা	১২	১০.৯১
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন	৬	৫.৪৫
ওর্য়াল্ড ভিশন	৫	৪.৫৫
গ্রামীণ ব্যাংক	৩	২.৭৩
ক্যাপ	২	১.৮২
উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২	১.৮২
বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা	১	০.৯১
মোট	১১০	১০০%

৫.২ বিভিন্ন পদে নিয়োজিত মহিলা কর্মী

সারণী ৫.২ এ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে মহিলারা কোন্ কোন্ পদে নিয়োজিত রয়েছে তা দেখানো হয়েছে। এতে মোট উত্তরদাতার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৩৭%) কর্মী কর্মসূচী সংগঠক বা মাঠ কর্মী পদে কর্মরত রয়েছে (যা ব্র্যাক-এ ৩০%, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে ৮৪%, প্রশিকা-এ ৩১%, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন-এ ৬৭%, গ্রামীন ব্যাংক-এ ৩৩% এবং ক্যাপ-এ সকল কর্মীই (১০০%) উক্ত পদে নিযুক্ত রয়েছে)। কর্মসূচী সংগঠক (স্বাস্থ্য, আইন শিক্ষা ও সামাজিক বনায়ন) পদে মোট কর্মী রয়েছে ২০ শতাংশ (যা ব্র্যাক-এ ৪১%, প্রশিকা-এ ১২%, ওর্য়াল্ড ভিশন-এ ২০% এবং পরিবার পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানে ১০০% কর্মী ঐ পদে রয়েছে) এবং পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী, আশা, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, গ্রামীণ ব্যাংক ও ক্যাপ-এ উক্ত পদে কোন কর্মী কাজ করে না। এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলিতে যদিও স্বাস্থ্য, আইন শিক্ষা ও সামাজিক বনায়নে সরাসরি কোন মহিলা কর্মী নিযুক্ত নেই; তথাপি অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

কর্মীরা এসকল কর্মীদের কার্য বা দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেমন - স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ, পারিবারিক আইন সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং চার পাশের পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ১১ শতাংশ কর্মী ক্রেডিট অফিসার হিসেবে ভূমিকা পালন করছে, যা আশা-এ ১০০%। উন্নয়ন শিক্ষা কর্মী পদে ব্র্যাক-এ রয়েছে ১১% এবং প্রশিকায় ৩১% কর্মী, যা মোট উত্তরদাতার ৯ শতাংশ। হিসাব রক্ষকের পদে মোট ৯ শতাংশ কর্মী রয়েছে। এর মধ্যে ব্র্যাক-এ ১৬% ও প্রশিকা-এ ১৯% এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এ পদে কোন মহিলা কর্মী নেই। প্রোগ্রাম সুপারভাইজার পদে কাজ করছে ওর্য়াল্ড ভিশন-এর ৬০% কর্মী, যা মোট উত্তরদাতার ৩ শতাংশ। সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার পদে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী-তে কর্মরত রয়েছে ১১% মহিলা। যা মোট উত্তরদাতার ২ শতাংশ। সহকারী এলাকা ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক ও কার্যসমন্বয়কারী পদে 'পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে' ৬%, 'পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন' - এ ১৭%, 'ওর্য়াল্ড ভিশন' - এ ২০% এবং গ্রামীণ ব্যাংক' - এ ৬৭% কর্মী রয়েছে। যা মোট উত্তরদাতার ৫ শতাংশ। এবং অন্যান্য পদে (অফিস সহকারী, বাবুর্চি ও পিয়ন) কর্মরত রয়েছে ব্র্যাক-এ ২%, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে ৫%, 'পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন' - এ ১৭% এবং 'উপজেলা মহিলা অধিদপ্তরে' - এ ১০০% কর্মী। যা মোট উত্তরদাতার ৫ শতাংশ।

সুতরাং সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, মহিলারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে ভূমিকা পালন করলেও এই ভূমিকা ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। যদিও চাকুরীতে নির্দিষ্ট কোটা অনুযায়ী মহিলা কর্মী নিয়োগের শর্ত রয়েছে। তথাপি এ শর্ত মানা হচ্ছে না। জরীপে দেখা গেছে, কোন কোন প্রতিষ্ঠানে মহিলা কর্মীদের সংখ্যা এতো কম যে, নেই বললেই চলে। আবার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বেও খুব অল্প সংখ্যক কর্মীকে দেখা যায়। তবুও একথা স্বীকার করতে হয় যে, পূর্বের তুলনায় নারীদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের মাত্রা মন্থর হলেও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী - ৫.২)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৫.২
বিভিন্ন পদে নিয়োজিত মহিলা কর্মী

কর্মীদের পদবী	উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ										
	ব্র্যাক (%)	পদাবিক (বিআর ডিবি) (%)	প্রশিকা (%)	আশা (%)	পদ্মা বিফা (%)	ওয়ার্ল্ড ভিশন (%)	গ্রামীণ ব্যাংক (%)	ক্যাপ (%)	বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা (%)	উপজেলা মহিলা অধিদপ্তর (%)	মোট (%)
মাঠ সংগঠক/ কর্মসূচী সংগঠক (সিনিয়ার ও জুনিয়ার)	২৯.৫৫	৮৪.২১	৩১.২৫	-	৬৬.৬৭	-	৩৩.৩৩	১০০	-	-	৩৭.২৭
কর্মসূচী সংগঠক (স্বাস্থ্য , আইন শিক্ষা এবং সামাজিক বনায়ন)	৪০.৯১	-	১২.৫০	-	-	২০.০০	-	-	১০০	-	২০.০০
ক্রেডিট অফিসার (সিনিয়ার ও জুনিয়ার)	-	-	-	১০০	-	-	-	-	-	-	১০.৯১
উন্নয়ন শিক্ষাকর্মী	১১.৩৬	-	৩১.২৫	-	-	-	-	-	-	-	৯.০৯
হিসাব রক্ষক	১৫.৯১	-	১৮.৭৫	-	-	-	-	-	-	-	৯.০৯
এলাকা ব্যবস্থাপক ও কার্যসমন্বয়কারী	-	-	৬.২৫	-	১৬.৬৭	২০.০০	৬৬.৬৭	-	-	-	৪.৫৫
প্রোগ্রাম সুপারভাইজার (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা)	-	-	-	-	-	৬০.০০	-	-	-	-	২.৭৩
সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	-	১০.৫৩	-	-	-	-	-	-	-	-	১.৮২
অন্যান্য (অফিস সহকারী, ঝাড়ুদার, বাবুর্চী)	২.২৭	৫.২৬	-	-	১৬.৬৭	-	-	-	-	১০০	৪.৫৫
মোট											১০০

* মোট সংখ্যা ১১০ জন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ কর্মে সন্তুষ্টির কারণ

বর্তমান গবেষণায় কর্মজীবী মহিলারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত পদে কাজ করে কতটুকু সন্তুষ্ট তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। তারা সন্তুষ্টির বিভিন্ন কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে প্রায় অর্ধাংশ (৪৬%) উত্তরদাতা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে ভূমিহীনদের আর্থিক সাহায্য ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহযোগিতা করার জন্য। ১৫% উত্তরদাতা বলেছে অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসাক্ষেত্রে সেবা প্রদান ও তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য। ১৩% কর্মী কাজ করার জন্য বাইরে (অফিসের বাইরে) যেতে না হওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। এছাড়াও গরীব শিশুদের শিক্ষা-সেবা প্রদান (৫০%), আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায় (৪%), পারিবারিক আইন শিক্ষা (৪%), সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা করা (৪%), প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের কর্মক্ষম করা (৪%) এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা বাড়ে ও সুনাম-সম্মান পাওয়া যায় বলেছে (৩%)। অল্প সংখ্যক কর্মী বলেছে (চাকরী ও পারিবারিক ক্ষেত্রে) দায়িত্ব-সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা পাওয়া যায় (সারণী - ৫.৩)।

সারণী - ৫.৩
কর্মে সন্তুষ্টির কারণ

কারণ	উত্তর সংখ্যা	(%)
ভূমিহীনদের আর্থিক সাহায্য ও তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করা	৫১	৪৫.৫৪
চিকিৎসা সেবা ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য	১৭	১৫.১৮
কাজ করার জন্য বাইরে যেতে হয় না	১৪	১২.৫০
গরীব শিশুদের শিক্ষা-সেবা প্রদানের জন্য	৬	৫.৩৬
নিজে আত্ম নির্ভরশীল হওয়া যায়	৫	৪.৪৬
পারিবারিক আইন ও অধিকার সম্বন্ধে মহিলাদের সচেতন করার জন্য	৫	৪.৪৬
সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা করায়	৪	৩.৫৭
প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মহিলাদের কর্মক্ষম করায়	৪	৩.৫৭
ব্যক্তিগত দক্ষতা বাড়ে, সমাজে সুনাম ও সম্মান পাওয়া যায়	৩	২.৬৮
দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা পাওয়া যায়	১	০.৮৯
উত্তর দেয়নি	২	১.৭৯
মোট	* ১১২	১০০%

*একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ গ্রামীণ মহিলাদের ঋণ প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে কর্মীদের মতামত

গ্রামীণ মহিলারা (যারা সমিতির সদস্য) উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে তা সঠিক কাজে প্রয়োগ করছে কিনা এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে, সে সর্ম্পকে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কর্মীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতে দেখা যায়, মোট কর্মীর (১১০জন) মধ্যে ৬৪% কর্মী মহিলাদের ঋণ প্রয়োগ করছে (পরিশিষ্ট সারণী - ৪)। কর্মীরা মহিলাদের ঋণ প্রয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছে। এতে সর্বাধিক মোট ১৫% উত্তরদাতা ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণের অর্থ প্রয়োগের কথা বলেছে, (এর মধ্যে ২৩% প্রশিকা, ২০% ক্যাপ, ১৭% পদাবিক, ১৭% ওয়ার্ল্ড ভিশন, ১৩% ব্র্যাক, ১২% আশা এবং পদাবিফা ও গ্রামীণ ব্যাংক এর ১১% ও ১১% কর্মী)। মুদির দোকান পরিচালনার কথা উল্লেখ করেছে ১৪% উত্তরদাতা (এরমধ্যে ২০% ক্যাপ, ১৯% প্রশিকা, ১৭% ওয়ার্ল্ড ভিশন, ১৫% পদাবিক, ১৩% ব্র্যাক, ১৩% আশা এবং পদাবিফা ১১% ও গ্রামীণ ব্যাংক এর ১১% কর্মী)। গাভী ও ছাগল পালন, মৎস্য চাষ, কৃষি ও সব্জি চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, সেলাই মেশিন ক্রয়, রিক্সা ও ভ্যান গাড়ি ক্রয়ের কথা উল্লেখ করেছে যথাক্রমে ১২%, ১২%, ১১%, ৯%, ৯% এবং ৬% উত্তরদাতা। এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে (জমি ক্রয়, র্নাসারি, গরু মোটাতাজাকরণ, জমি বন্ধকী ইত্যাদি) ঋণ প্রয়োগের কথা বলেছে ১২% উত্তরদাতা।

চিত্র ঃ সাথী ফসলের সাথে সব্জি চাষ (পদাবিকা, শেরপুর)

চিত্র ঃ গাভী পালন (পদাবিফা, শেরপুর)

উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলো থেকে ঋণ নিয়ে গ্রামীণ মহিলারা প্রকৃত পক্ষে উপকৃত হচ্ছে কি না তা যাচাইয়ের লক্ষ্যে কর্মীদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ঋণ প্রদানকারী ৬৪% কর্মীই বলেছে, মহিলারা ঋণ নিয়ে উপকৃত হচ্ছে এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে (সারণী - ৫.৪)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৫.৪
গ্রামীণ মহিলাদের ঋণ প্রয়োগর ক্ষেত্র সম্বন্ধে কর্মীদের মতামত

ঋণ প্রয়োগের ক্ষেত্র	উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ										
	পদাবিক (বিআর-ডিবি) (%)	ব্র্যাক (%)	আশা (%)	প্রশিকা (%)	পদা-বিফা (%)	গ্রামীণ ব্যাংক (%)	ওয়ার্ল্ড ভিশন (%)	ক্যাপ (%)	উপজেলা মহিলা অধিদপ্তর (%)	বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা (%)	মোট* উত্তরের (%)
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৬.৬৭	১৩.৪০	১১.৯৬	২২.৮১	১১.১১	১১.১১	১৬.৬৭	২০.০০	-	-	১৪.৯৩
মুদির দোকন	১৪.৭১	১৩.৪০	১৩.০৪	১৯.৩০	১১.১১	১১.১১	১৬.৬৭	২০.০০	-	-	১৪.২৫
গাভী ও ছাগল পালন	১৬.৬৭	১৩.৪০	১১.৯৬	-	১১.১১	১১.১১	১৬.৬৭	২০.০০	-	-	১১.৯৯
মৎস্য চাষ	১৫.৬৯	১৩.৪০	১১.৯৬	৮.৭৭	১১.১১	১১.১১	-	-	-	-	১১.৯৯
কৃষি ও সবৃজি চাষ	১১.৭৬	১৩.৪০	১১.৯৬	৩.৫১	১১.১১	১১.১১	১৬.৬৭	-	-	-	১০.৮৬
হাঁস-মুরগী পালন	১২.৭৫	১৩.৪০	৩.২৬	-	১১.১১	১১.১১	১৬.৬৭	২০.০০	-	-	৯.২৮
সেলাই মেশিন ক্রয়	-	১২.৩৭	১৩.০৪	১৫.৭৯	১১.১১	১১.১১	-	-	-	-	৯.২৮
রিক্সা ও ভ্যান ক্রয়	-	-	১১.৯৬	১০.৫৩	১১.১১	১১.১১	-	-	-	-	৫.৬৬
অন্যান্য	১১.৭৬	৭.২২	১০.৮৭	১৯.৩০	১১.১১	১১.১১	১৬.৬৭	২০.০০	-	-	১১.৭৬
মোট											১০০%

*একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৫ গ্রামীণ মহিলাদের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কর্মীদের মতামত

গ্রামীণ মহিলারা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়ার পর তা পরিশোধে কোন সমস্যায় পড়ছে কিনা তা নিরূপণের লক্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মতামত নেয়া হয়েছে। এতে অর্ধেকের বেশী (৫৮%) কর্মী ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে মহিলারা কোন সমস্যায় পতিত হচ্ছে না বলেছে। এবং মাঝে মাঝে মহিলারা ঋণ পরিশোধে সমস্যায় পড়ে বলেছে ৫% উত্তরদাতা। ঋণ গ্রহণ করেনি বলেছে ৩৬ শতাংশ। (সারণী - ৫.৫)।

সারণী - ৫.৫
গ্রামীণ মহিলাদের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কর্মীদের মতামত

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
ঋণ পরিশোধ করে (হ্যাঁ)	৬৪	৫৮.১৮
ঋণ পরিশোধ করে না (না)	-	-
ঋণ গ্রহণ করেনি	৪০	৩৬.৩৬
মাঝে মাঝে সমস্যা হয়	৬	৫.৪৫
মোট	১১০	১০০%

৫.৬ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের ধরণ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রামীণ মহিলাদের (যারা সমিতির সদস্য) উৎপাদনমূলক বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষন নিয়ে অনেক মহিলাই আত্মকর্মসংস্থান-মূলক বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৫৫% কর্মী গ্রামীণ মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে (পরিশিষ্ট সারনী - ৫)। এ সকল কর্মীদের মধ্যে সর্বাধিক ১৩% বিভিন্ন রোগ ও তার প্রাথমিক চিকিৎসা এবং পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি সর্ম্পকে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেয় (এর মধ্যে ১২% পদাবিক, ১৮% ব্র্যাক, ১৭% প্রশিকা, ১০% ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং ১০০% পরিবার পরিকল্পনার কর্মী রয়েছে) ।

এছাড়াও উৎপাদনমূলক বিভিন্ন কাজে যেমন, ক্ষুদ্র ব্যবসায় (১২%), মৎস্য চাষ (৮%), গাভী ও ছাগল পালন (৭%), সব্জি চাষ ও কৃষি কাজ (৭%) এবং অল্প সংখ্যক কর্মী সেলাই ও মৌমাছি পালনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

অন্যদিকে সমাজ উন্নয়নমূলক কিছু প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যেমন - নেতৃত্বের বিকাশ (১১%), সংগঠন তৈরী ও পুঁজি গঠন (১১%), নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত (৯%) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ (৫%)।

প্রশিক্ষণ নেয়ার পর গ্রামীণ মহিলারা তা বাস্তবে প্রয়োগ করছে কিনা তা প্রমাণের লক্ষে কর্মীদের মতামত নেয়া হয়। এতে ৫৩% কর্মী বলেছে বেশীর ভাগ মহিলারাই প্রশিক্ষণটা কাজে প্রয়োগ করে। তবে ২% কর্মী বলেছে মাঝে মাঝে মহিলারা প্রশিক্ষণ নিয়েও সে অনুযায়ী কাজ করে না (সারণী - ৫.৬)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৫.৬
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের ধরন

প্রশিক্ষণের ধরণ	উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ										
	পদাবিক (বিআর-ডিবি) (%)	ব্র্যাক (%)	প্রশিকা (%)	পদাবিফা (%)	ওয়ার্ল্ড ভিশন (%)	ক্যাপ (%)	গ্রামীণ ব্যাংক (%)	বাংলা-দেশ পরিবার পরি-কল্পনা (%)	আশা (%)	উপজেলা মহিলা অধি-দপ্তর (%)	মোট* (%)
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১১.৭১	৬.৮৬	১৬.৬৭	১২.৫০	৯.৫২	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	-	-	-	১১.৮৮
মৎস্য চাষ	১১.৭১	৬.৮৬	-	১২.৫০	৯.৫২	-	৩৩.৩৩	-	-	-	৭.৭৩
গাভী ও ছাগল পালন	১১.৭১	৭.৮৪	-	১২.৫০	৯.৫২	-	-	-	-	-	৭.৭৩
হাঁস-মুরগী পালন	১১.৭১	৬.৮৬	-	১২.৫০	৯.৫২	-	-	-	-	-	৭.৪৬
সব্জি চাষ ও কৃষি কাজ	১১.৭১	৬.৮৬	-	১২.৫০	৯.৫২	-	-	-	-	-	৭.৪৬
মৌমাছি পালন	-	২.৯৪	-	-	-	-	-	-	-	-	০.৮৩
বিভিন্ন রোগ এবং তার প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি	১১.৭১	১৭.৬৫	১৬.৬৭	-	৯.৫২	-	-	১০০	-	-	১২.৯৮
সংগঠন তৈরী ও পুঁজি গঠন	১১.৭১	৬.৮৬	১৬.৬৭	১২.৫০	৯.৫২	-	-	-	-	-	১১.০৫
নেতৃত্বের বিকাশ, দল ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন	১১.৭১	৩.৯২	১৬.৬৭	১২.৫০	৯.৫২	৩৩.৩৩	-	-	-	-	১০.৭৭
নারী সমাজ উন্নয়ন ও নারী অধিকার	৬.৩১	৩.৯২	১৬.৬৭	১২.৫০	-	৩৩.৩৩	-	-	-	-	৮.৫৬
গণ সংস্কৃতি, স্থিতিশীল উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ	-	৩.৯২	১৬.৬৭	-	৯.৫২	-	-	-	-	-	৫.২৫
স্যালাইন তৈরী	-	৮.৮২	-	-	৪.৭৬	-	-	-	-	-	২.৭৬
সেবিকা ট্রেইনিং	-	৮.৮২	-	-	-	-	-	-	-	-	২.৭৬
সেলাই ও ব্লক, বাটিক	-	২.৯৪	-	-	৯.৫২	-	৩৩.৩৩	-	-	-	১.৬৬
পারিবারিক আইন শিক্ষা	-	৩.৯২	-	-	-	-	-	-	-	-	১.১০
শিক্ষক প্রশিক্ষণ	-	০.৯৮	-	-	-	-	-	-	-	-	০.২৮
মোট											১০০%

* মোট উত্তর ৩৬২।
* একাধিক উত্তরগ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রশিক্ষণ (সদস্যদের)

চিত্র ঃ বিভিন্ন উৎপাদনমূলক প্রশিক্ষণ (সদস্যদের)

৫.৭ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীর দায়িত্ব

বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। গ্রামীণ এলাকা গুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে পরামর্শ এবং বিভিন্ন রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সামান্য হলেও উপকৃত হচ্ছে। এছাড়াও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে, সুখী ও ছোট পরিবার গঠনে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। যদিও জরিপকৃত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মী (মহিলা) নিযুক্ত নেই (সারণী - ৫.২)। তথাপি এই দায়িত্বগুলো উন্নয়ন শিক্ষা কর্মী ও মাঠ কর্মীরাই পালন করে থাকে।

জরীপে নির্বাচিত এলাকায় উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য কর্মীরা কি ধরনের সেবা প্রদান করে এবং কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এই দায়িত্ব পালনে মুখ্য ভূমিকা রাখছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এতে ব্র্যাকের ৮৭% কর্মী স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও ওয়ার্ল্ড ভিশন-এ ৭% এবং পরিবার পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানে ৭ শতাংশ কর্মী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে (পরিশিষ্ট সারণী - ৭)।

উক্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের গ্রামীণ পরিবার গুলোতে গিয়ে স্বাস্থ্য সেবার দায়িত্বগুলো পালন করতে হয়। একজন কর্মীকে একাধিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এদের মধ্যে ১২ শতাংশ উত্তরদাতা স্বাস্থ্য ফোরামের মাধ্যমে সাধারণ রোগ সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে থাকে বলেছে। ১৩% উত্তরদাতা টীকা প্রদান ও ঔষধ বিতরণের কাজ করে থাকে। এছাড়াও রোগী চেক-আপ, ফলো-আপ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা করে ৩%, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তীকালীন পরিচর্যা করে ১২%, জন্মনিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করে ১০%, স্যালাইন তৈরী শেখায় ৯%, সেবিকা ট্রেনিং দেয় ৯%, প্যাথলজি পরীক্ষা করে ২%, ডেলিভারী ও MIR করে ৩%,

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসক্রিপশন প্রদান করে ২% এবং ক্লিনিক ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব পালন করে ২ শতাংশ উত্তরদাতা (কর্মী) (সারণী - ৫.৭)।

সারণী - ৫.৭
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীর দায়িত্ব

স্বাস্থ্য কর্মীদের দায়িত্ব	উত্তর সংখ্যা	মোট উত্তরের শতকরা	মোট উত্তরদাতার শতকরা
স্বাস্থ্য ফোরাম ও সাধারন রোগ স্বম্বন্ধে জানানো	১৩	১৫.৬৬	১১.৮২
রোগী চেক-আপ ,ফলো - আপ ও স্বাস্থ্য পরিচর্চা	৩	৩.৬১	২.৭৩
গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী কালীন পরিচর্যা	১৩	১৫.৬৬	১১.৮২
জন্ম নিয়ন্ত্রন সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধকরন	১১	১৩.২৫	১০.০০
টীকা প্রদান ও ঔষধ বিতরন	১৪	১৬.৮৭	১২.৭৩
স্যালাইন তৈরী	১০	১২.০৫	৯.০৯
সেবিকা ট্রেইনিং	১০	১২.০৫	৯.০৯
প্যাথলজি পরীক্ষা	২	২.৪১	১.৮২
ডেলিভারী ও এম-আই আর	৩	৩.৬১	২.৭৩
প্রেসক্রিপশন প্রদান	২	২.৪১	১.৮২
ক্লিনিক ম্যানেজমেন্ট	২	২.৪১	১.৮২
মোট	৮৩	১০০%	৫৫৩.৩৩

* একাধিক উত্তর গ্রহন করা হয়েছে।

৫.৮ চিকিৎসা সেবা প্রদানের ধরণ

গ্রামীণ মহিলাদের (সমিতির সদস্যদের) চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে কি ধরণের সুবিধা দিয়ে থাকে সে সর্ম্পকে জানার জন্য কর্মীদের (উক্ত প্রতিষ্ঠানের) মতামত নেয়া হয়। এতে কর্মীর বিভিন্ন সুবিধার কথা বলেছে। যেমন - শুধুমাত্র পরামর্শ করে বলেছে ২৪% (যা ৬০% পদাবিক, ৪৫% প্রশিকা, ৪২% আশা, ৩৩% ওয়ার্ল্ড ভিশন, ৩৩% পরিবার পরিকল্পনা, ১১% ব্র্যাক, এবং ক্যাপ এর ১০০% কর্মী)। ১৯% কর্মী স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টি করে থাকে। স্বল্প মূল্যে প্রসব উপকরণাদি, ঔষধ, টিউবওয়েল ও স্লাব ল্যাট্রিন বিতরণের কথা বলেছে ১৬% উত্তরদাতা (এর মধ্যে প্রশিকা ৩৬%, পরিবার পরিকল্পনা ৩৩%, ওয়ার্ল্ড ভিশন ২২%, ব্র্যাক ১৯% এবং পদাবিক ১৬%)। সেবিকা প্রশিক্ষণের কথা বলেছে শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের (ব্র্যাক) ৭% কর্মী। এছাড়াও অল্প সংখ্যক কর্মী টীকা প্রদান, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ ও রোগী পরীক্ষা করে থাকে (৫% ও ১%) (সারণী - ৫.৮)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৫.৮
চিকিৎসা সেবা প্রদানের ধরণ

চিকিৎসা সেবার ধরণ	উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ										
	ব্র্যাক (%)	পদাবিক (বিআর ডিবি) (%)	প্রশিকা (%)	পদাবিফা (%)	আশা (%)	ওয়ার্ল্ড ভিশন (%)	বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা (%)	গ্রামীণ ব্যাংক (%)	ক্যাপ (%)	উপজেলা মহিলা অধি-দপ্তর (%)	মোট* (%)
পরামর্শ	১০.৭১	২৯.০৩	৪৫.৪৫	৬০.০০	৪১.৬৭	৩৩.৩৩	৩৩.৩৩	-	১০০	-	২৪.২৮
স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সচেতনা সৃষ্টি	১৯.০৫	১৬.১৩	৩৬.৩৬	-	-	২২.২২	৩৩.৩৩	-	-	-	১৮.৫০
স্বল্প মূল্যে প্রসব উপ-করণাদি, ঔষধ, টিউব-ওয়েল ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ	২২.৬২	১৬.১৩	-	-	-	২২.২২	-	৩৩.৩৩	-	-	১৫.৬১
সেবিকা প্রশিক্ষণ	১৪.২৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬.৯৪
টীকা প্রদান, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ	-	২৯.০৩	-	-	-	-	৩৩.৩৩	-	-	-	৫.৭৮
বিনামূল্যে রোগী পরীক্ষা ও ঔষধ বিতরণ	-	-	-	-	-	২২.২২	-	-	-	-	১.১৬
কোন সেবা প্রদান করে না	৩৩.৩৩	৯.৬৮	১৮.১৮	৪০.০০	৫৪.৩৩	-	-	৬৬.৬৬	-	১০০	২৭.৭৫
মোট											১০০%

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৯ শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মীদের ভূমিকা

উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামীণ মহিলাদের স্বাক্ষর জ্ঞান এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ অবদান রাখছে। অবৈতনিক শিক্ষা প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার উপকরণাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করে

Dhaka University Institutional Repository

দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের শিক্ষায় বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কর্মীরা এই গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকে।

চিত্র ঃ বিদ্যালয় তৈরী (ওয়ার্ল্ড ভিশন, গাজীপুর)

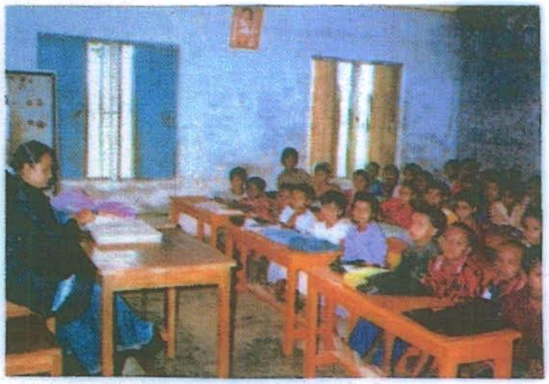

চিত্র ঃ শিশুদের শিক্ষাদান (ওয়ার্ল্ড ভিশন, গাজীপুর)

শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মীরা তাদের বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের কথা উল্লেখ করেছে। মোট উত্তরদাতার মধ্যে ৩০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছে, স্বাক্ষর জ্ঞান ও পরামর্শ প্রদানের কথা। ১৫ শতাংশ স্কুল গঠন করা, ১৫% সন্তানদের স্কুল গমনে পিতা-মাতাকে উদ্বুদ্ধ করা, ১০% শিক্ষিকা ফলো আপ ও প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করেছে এবং ৮ শতাংশ উত্তরদাতা শিক্ষা প্রদান ও উপস্থিতি পর্যবেক্ষণের কথা বলেছে। এছাড়াও অল্প সংখ্যক উত্তরদাতা শিক্ষার্থী নির্বাচন (২%), গণ সচেতনতা সৃষ্টি ও অভিভাবক সভা (৫%), অগ্রগতি মূল্যায়ন (২%), শিক্ষা ঋণ, বৃত্তি প্রদান ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ (৫%) এবং বয়স্ক শিক্ষায় (৫%) দায়িত্ব পালনের কথা বলেছে (সারণী - ৫.৯)।

সারণী - ৫.৯
শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মীদের ভূমিকা

কর্মীদের ভূমিকা	উত্তর সংখ্যা	মোট উত্তরের শতকরা	মোট উত্তরদাতার শতকরা *
পরামর্শ ও স্বাক্ষর জ্ঞান শিক্ষা	৩৩	১৯.৬৪	৩০.০০
স্কুল গঠন করা	১৭	১০.১২	১৫.৪৫
সন্তানদের স্কুল গমনে পিতা-মাতাদের উদ্বুদ্ধকরন	১৭	১০.১২	১৫.৪৫
শিক্ষিকা ফলো-আপ ও প্রশিক্ষণ	১১	৬.৫৫	১০.০০
শিক্ষা প্রদান ও উপস্থিতি পর্যবেক্ষন	৯	৫.৩৬	৮.১৮
গণ সচেতনতা সৃষ্টি ও অভিভাবক সভা	৬	৩.৫৭	৫.৪৫
শিক্ষা ঋণ ও বৃত্তি প্রদান এবং শিক্ষা উপকরণ প্রদান	৬	৩.৫৭	৫.৪৫
বয়স্ক শিক্ষা	৬	৩.৫৭	৫.৪৫
শিক্ষার্থী নির্বাচন	২	১.১৯	১.৮২
অগ্রগতি মূল্যায়ন	২	১.১৯	১.৮২
কোন ভূমিকা নেই (প্রযোজ্য নয়)	৫৯	৩৫.১২	৫৩.৫৪
মোট	১৬৮	১০০%	

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১০ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রদানকৃত সুবিধা সমূহ

গ্রামীণ মহিলারা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা বাবদ কি ধরণের সুবিধা পাচ্ছে তা নিরূপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার সাথে জড়িত কর্মীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে ৩০% উত্তরদাতা বলেছে তারা শুধু পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে (বয়স্ক) সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও সন্তানদের লেখাপড়ায় উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে থাকে। ৫% উত্তরদাতা শিক্ষা ঋণ ও বৃত্তি প্রদানের কথা বলেছে। এবং শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে বিতরনের কথা বলেছে ১১% উত্তরদাতা (সারণী - ৫.১০)।

সারণী - ৫.১০
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রদানকৃত সুবিধা সমূহ

সুবিধার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
শুধু পরামর্শ দান	৩৩	৩০.০০
শিক্ষা ঋণ ও বৃত্তি প্রদান	৬	৫.৪৫
শিক্ষা উপকরণ দান	১২	১০.৯১
উত্তর দেয়নি	৫৯	৫৩.৬৪
মোট	১১০	১০০%

৫.১১ নির্বাচিত শিক্ষার্থীর ধরণ

শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্মীদের মতামতের প্রেক্ষিতে দেখা যায়, ১৬% উত্তরদাতা বলেছে তারা ৮-১০ বৎসর বয়সের শিশুদের শিক্ষার্থী হিসেবে নির্বাচন করে। যারা দারিদ্রতা ও অসচেতনতার কারণে যথা সময়ে স্কুলে গমন করা থেকে পিছিয়ে পড়েছে এবং ঝড়ে পড়া সমাজের অবহেলিত শিশু। ৩০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছে সমিতির সদস্যদের (বয়স্ক) নির্বাচন করার কথা। যাদের শুধু স্বাক্ষর জ্ঞান ও স্বল্প হিসাব কার্য পরিচালনার (অংক) শিক্ষা দেয়া হয় (সারণী - ৫.১১)।

সারণী - ৫.১১
নির্বাচিত শিক্ষার্থীর ধরন

শিক্ষার্থী	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
৮-১০ বৎসর বয়সের শিশু ঃ (সমাজের দরিদ্র ঝড়ে পড়া ও পিছিয়ে পড়া শিশুরা)	১৮	১৬.৩৬
বয়স্ক সদস্য (সমিতির)	৩৩	৩০.০০
উত্তর দেয়নি	৫৯	৫৩.৬৪
মোট	১১০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ শিক্ষার্থী নির্বাচন

৫.১২ কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের সময় ব্যয়ের পরিমাণ

বিভিন্ন স্বেচ্ছামূলক ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা কাজে কি পরিমাণ সময় ব্যয় করে তা নিরূপন করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, সর্বাধিক ৮৫% উত্তরদাতা কর্মক্ষেত্রে ৭-৮ ঘন্টার বেশী সময় ব্যয় করে থাকে (এর মধ্যে ব্র্যাক এর ৯১%, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী-তে ৬৮% এবং পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন -এর রয়েছে ৩৩% কর্মী)। ১৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছে কর্মক্ষেত্রে তারা ৫-৬ ঘন্টা সময় ব্যয় করে (এর মধ্যে ব্র্যাক -এর ২%, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী -এর ৩২% এবং পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন -এর ৬৭% কর্মী)। এবং ৩ শতাংশ উত্তরদাতা ৪ ঘন্টা সময় ব্যয়ের কথা বলেছে (যাদের সকলেই ব্র্যাক -এর কর্মী)।

এছাড়াও ক্যাপ, প্রশিকা, ওয়ার্ল্ড ভিশন, আশা এবং গ্রামীণ ব্যাংকের সকল কর্মীই ৭-৮ ঘন্টার বেশি সময় কাজ করে থাকে। এবং উপজেলা মহিলা অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনার কর্মীরা সকলেই ৫-৬ ঘন্টা সময় কাজ করে (সারনী - ৫.১২)।

সারণী - ৫.১২
কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের সময় ব্যয়ের পরিমাণ

সময়	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের ব্যয়িত সময়										
	ব্র্যাক (%)	ক্যাপ (%)	প্রশিকা (%)	ওর্য়াল্ড ভিশন (%)	পদাবিক (বিআর-ডিবি) (%)	আশা (%)	পদাবিফা (%)	গ্রামীণ ব্যাংক (%)	উপজেলা মহিলা অধি-দপ্তর (%)	বাংলা-দেশ পরিবার পরিকল্পনা (%)	মোট (%)
৪ ঘন্টা	৬.৮২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২.৭৩
৫-৬ ঘন্টা	২.২৭	-	-	-	৩১.৫৮	-	৬৬.৬৭	-	১০০	১০০	১২.৭৩
৭-৮ ঘন্টা (বেশী)	৯০.৯১	১০০	১০০	১০০	৬৮.৪২	১০০	৩৩.৩৩	১০০	-	-	৮৪.৫৫
মোট											১০০%

৫.১৩ কর্মীদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা

বর্তমান গবেষনার আওতাভুক্ত জরীপকৃত প্রতিষ্ঠান গুলো কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। কর্মীদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে এই বাড়তি সুবিধা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও অনেক কর্মীর মতে এ সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

কর্মীদের এই বাড়তি সুবিধা প্রাপ্তির ধরনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ৯৪% উত্তরদাতা চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছে। আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে ৮৩ শতাংশ, যাতায়ত সুবিধা ৬২ শতাংশ এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধা পেয়ে থাকে ৭ শতাংশ উত্তরদাতা। কোন সুবিধা পায় না এমন উত্তরদাতা ৩ শতাংশ। এ সকল উত্তরদাতা প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মী না হওয়ায় তারা উক্ত সুবিধা গুলো ভোগ করতে পারে না (সারণী - ৫.১৩)।

সারণী - ৫.১৩
কর্মীদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা

প্রাপ্ত সুবিধা	উত্তর সংখ্যা	মোট উত্তরের শতকরা	মোট উত্তরদাতার শতাংশ
➢ যাতায়াত সুবিধা	৬৮	২৪.৯১	৬১.৮২
➢ আবাসিক সুবিধা	৯১	৩৩.৩৩	৮২.৭৩
➢ চিকিৎসা সুবিধা	১০৩	৩৭.৭৩	৯৩.৬৪
➢ শিক্ষা সুবিধা	৮	২.৯৩	৭.২৭
➢ কোন সুবিধা পায়না	৩	১.১০	২.৭৩
মোট	* ২৭৩	১০০	

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৪ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা (কর্মীদের মতামত)

উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান গুলোতে কর্মীদের স্থায়ী নিরাপত্তার বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্টফান্ড এর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও পেনশন ও অন্যান্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অল্প কিছু প্রতিষ্ঠানে রয়েছে।

কর্মীদের মতামতের প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে, ৮৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছে তাদের প্রতিষ্ঠানে গ্র্যাচুইটির সুবিধা রয়েছে। এবং ৮৫ শতাংশ উত্তরদাতা প্রভিডেন্টফান্ডের কথা উল্লেখ করেছে। অল্প সংখ্যক উত্তরদাতা (৫%) পেনশন প্রদানের কথা বলেছে। এবং অন্যান্য নিরাপত্তা (কল্যাণ তহবিল) ব্যবস্থার কথা বলেছে ৬ শতাংশ উত্তরদাতা। প্রতিষ্ঠানের উক্ত কর্মীরা নিজ উদ্যোগে কল্যান তহবিল বা নিরাপত্তা তহবিল নামে একটি তহবিল গড়েছে। এতে সকল কর্মীরা মূল বেতনের শতকরা কিছু অংশ জমা রাখে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন দূর্ঘটনা, হঠাৎ অসুস্থতা, সন্তানদের লেখা-পড়া ও বিবাহের সময় উহা কাজে লাগিয়ে বিপদের মোকাবিলা করে। ৩ শতাংশ কর্মীর নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ তারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মী নয় (সারণী - ৫.১৪)।

সারণী - ৫.১৪
প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা (কর্মীদের মতামত)

নিরাপত্তা ব্যবস্থা	উত্তর সংখ্যা	মোট উত্তরের শতকরা	মোট উত্তরের শতাংশ
➢ গ্র্যাচুইটি	৯৬	৪৭.০৬	৮৭.২৭
➢ প্রভিডেন্টফান্ড	৯৩	৪৫.৫৯	৮৪.৫৫
➢ পেনশন	৫	২.৪৫	৪.৫৫
➢ অন্যান্য ঃ(কল্যাণ ও নিরাপত্তা তহবিল)	৭	৩.৪৩	৬.৩৬
➢ কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই	৩	১.৪৭	২.৭৩
মোট	* ২০৪	১০০%	

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.১৫ মহিলাদের চাকুরী করা পছন্দ ও তার কারণ (কর্মীদের মতামত)

বর্তমানে নারীরা চার-দেয়ালের মধ্যে শুধু সংসারের কাজে ব্যস্ত নেই। বহিরাঙ্গনের বিভিন্ন কাজেও তারা সমান দক্ষতার সাথে অবদান রাখছে। এ কারন শুধু অর্থনৈতিক মুক্তি তা নয়, পারিবারিক ও সামাজিক অঙ্গনে তাদের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি, সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি কারনও অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার নির্বাচিত এলাকার কিছু কর্মজীবী মহিলার নিকট থেকে তাদের চাকুরী করা উচিৎ কি না এবং তার কারণ কি সে সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে সকলেই (১০০%) বলেছে মহিলাদের চাকুরী করা উচিৎ। এর কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছে, আত্মনির্ভরশীলতা (৩৯%), সংসারের সচ্ছলতা (৩৫%), মর্যাদা বৃদ্ধি (১৭%) এবং পরিতৃপ্তির কথা বলেছে ১০ শতাংশ উত্তরদাতা (সারণী - ৫.১৫)।

সারণী - ৫.১৫
মহিলাদের চাকুরী করা পছন্দ ও তার কারণ (কর্মীদের মতামত)

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)	পছন্দের কারণ	উত্তর সংখ্যা	*(%)
চাকুরী করা পছন্দ (হ্যাঁ)	১১০	১০০	সংসারের সচ্ছলতা	৭৫	৩৪.৮৮
চাকুরী করা পছন্দ নয় (না)	-	-	আত্মনির্ভরশীলতা	৮৩	৩৮.৬০
মোট	১১০	১০০%	মর্যাদা	৩৬	১৬.৭৪
			পরিতৃপ্তি	২১	৯.৭৭
			মোট	২১৫	১০০%

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.১৬ মহিলাদের উপার্জনক্ষমতা সম্পর্কে কর্মীদের মতামত

মহিলারা উপার্জনক্ষম হলে পরিবারে যেমন আর্থিক সহায়তা হয়, তেমনি পরিবারে ও সমাজে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বাড়ে। এই ধারনার যথার্থতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে নির্বাচিত এলাকায় কর্মরত কিছু মহিলা কর্মীর মতামত গ্রহণ করা হয়। এতে, ৭৬% উত্তরদাতা বলেছে মহিলারা উপার্জনক্ষম হলে পরিবারে তাদের গুরুত্ব, সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ২৭% উত্তরদাতা বলেছে পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা আসে, সকল চাহিদা সুষ্ঠুভাবে পূরণ করা যায় এবং সমাজ ও দেশের উন্নয়ন হয়। সাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায় বলেছে ২৩% এবং জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ে, নেতৃত্ব দেয়া যায় ও পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় বলেছে ২৩% উত্তরদাতা। এছাড়াও ১৭% উত্তরদাতা বলেছে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব বাড়ে, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা পাওয়া যায় ৭%, সমাজে মর্যাদা ও স্বীকৃতি বাড়ে ৫%, সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ৬% এবং জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করা যায় বলেছে ৩ শতাংশ উত্তরদাতা। কোন উত্তর দেয়নি ২ শতাংশ উত্তরদাতা (সারণী - ৫.১৬)।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী - ৫.১৬
মহিলাদের উপার্জনক্ষমতা সম্পর্কে কর্মীদের মতামত

মতামত	উত্তর সংখ্যা	মোট উত্তরের শতকরা	*মোট উত্তরদাতার শতকরা
➢ সাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়	২৫	১১.৯৬	২২.৭৩
➢ পরিবারে গুরুত্ব, সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়	৮৪	৪০.১৯	৭৬.৩৬
➢ পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা আসে ও সকল চাহিদা পূরণ করা যায় ➢ সমাজ ও দেশের উন্নয়ন হয়	৩০	১৪.৩৫	২৭.২৭
➢ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব বাড়ে	১৯	৯.০৯	১৭.২৭
➢ মতামত প্রকাশে স্বাধীনতা পাওয়া যায়	৮	৩.৮৩	৭.২৭
➢ সমাজের মর্যাদা ও স্বীকৃতি বাড়ে	৬	২.৮৭	৫.৪৫
➢ জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করা যায়	৩	১.৪৪	২.৭৩
➢ জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ে ➢ নেতৃত্ব দেয়া যায় ➢ পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়	২৫	১১.৯৬	২২.৭৩
➢ সচেতনতা বৃদ্ধি পায়	৭	৩.৩৫	৬.৩৬
➢ উত্তর দেয়নি	২	০.৯৭	১.৮২
মোট	২০৯	১০০%	

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

সার্বিক বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে, মহিলারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। যেমন- এলাকা ব্যবস্থাপক, কার্য-সমন্বকারী, সহকারী ব্যবস্থাপক, কর্মসূচী সংগঠক, হিসাব রক্ষক, সুপার-ভাইজার, ক্রেডিট অফিসার, অফিস সহকারী ও বাবুর্চি পদে। তবে খুব কম সংখ্যক মহিলাই উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলোতে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে। যদিও সরকার মহিলা কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট কোটা বরাদ্দ করেছে ; তথাপি কোন কোন প্রতিষ্ঠানে মহিলা কর্মীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। এসকল প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূলক বিভিন্ন উৎসে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে, যেমন- যাতায়াত, আবাসিক, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি। তবে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেবল সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোতে পেনশনের ব্যবস্থা রয়েছে। এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে গ্রাচুটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং কল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং বর্তমান গবেষনার পূর্বে অনুমান করা হয়েছিল ' মহিলারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে ' - উল্লেখিত ফলাফলে উক্ত ধারণাটি যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যা

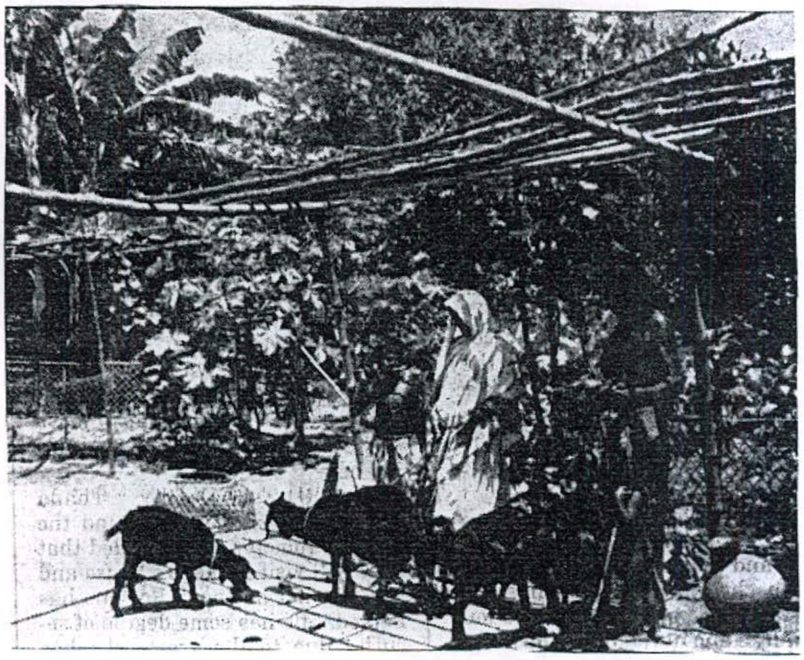

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যা

শহর-গ্রাম উভয় স্থানের মহিলারাই আজ গৃহকর্মের পাশা-পাশি অন্যান্য আয়মূলক বিভিন্ন পেশায় জড়িত রয়েছে যেমন- হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগল পালন, সব্জি চাষ, শিক্ষকতা, সেলাই, বিভিন্ন ধরণের চাকুরী, ব্যবসা, দিনমজুরী ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল পেশায় জড়িত থাকার কারণে তারা প্রতিনিয়তই নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। পূর্বের তুলনায় নারীদের এখন অনেক বেশি ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। একদিকে যেমন গৃহাঙ্গনের বিভিন্ন কাজে তাকে শ্রম দিতে হচ্ছে অন্যদিকে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজেও অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা। এ সমস্যাগুলো যে শুধু গৃহ ভিত্তিক হচ্ছে তা নয় কর্মক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার কারণে এখনও সকল প্রকার কাজে নারীদের অংশগ্রহণ অনেকেই ভালো চোখে দেখে না বা পছন্দ করে না। ফলে অনেক নারীই কর্মক্ষেত্রে সামাজিক বাঁধার সম্মুখীন হয়। এছাড়াও পারিবারিক ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা দেখা দেয়, যেমন - সন্তান লালন-পালন, সাংসারিক কাজে, বাড়ির নিরাপত্তা ইত্যাদি। তথাপি পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে যদি সহযোগিতামূলক মনোভাব থাকে, তবে এ সমস্যা গুলো সৃষ্টি হয় না এবং সহজেই উদ্ভূত সমস্যা গুলো সমাধান করা সম্ভব।

আলোচ্য অংশে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত মহিলাদের সমস্যা, সমস্যার কারণ এবং তা সমাধানে পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬.১ আয়ের উৎসে জড়িত থাকার ক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যা

নির্বাচিত এলাকায় আয়ের বিভিন্ন উৎসের সাথে জড়িত থাকায় অধিকাংশ (৮৬%) মহিলাই কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে না। তবে ১৪% উত্তরদাতার বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে, যেমন পরিবারের সাংসারিক কাজ (৬%) ছোট বাচ্চার যত্ন (৪%) এবং অন্যান্য সদস্যদের দেখা-শোনা, বাড়ির নিরাপত্তা জনিত সমস্যা ও সামাজিক ভাবে বাঁধা প্রাপ্ত হচ্ছে অল্প কিছু উত্তরদাতা। তবে একজন মহিলা একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে (সারণী - ৬.১)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৬.১
আয়ের উৎসে জড়িত থাকার ক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যা

মতামত		উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
১.	সাংসারিক কাজে সমস্যা	১৫ জন	৬.০২
২.	ছোট বাচ্চা যত্নের সমস্যা	১১ জন	৪.৪২
৩.	পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের যত্নের সমস্যা	০৩ জন	১.২১
৪.	বাড়ীর নিরাপত্তা জনিত সমস্যা	০২ জন	০.৮০
৫.	অন্যান্য সমস্যা ঃ সামাজিক ও কৃষি কার্য পরিচালনায় সমস্যা	০৫ জন	২.০১
মোট		৩৬ জন	১৪.৪৬
৬.	কোন সমস্যা হয় না	২১৩ জন	৮৫.৫৪
	মোট	২৪৯ জন	১০০%

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ স্ত্রীরা উৎপাদনমূলক কাজ করায় পরিবারে উদ্ভূত সমস্যা ও কারণ (গৃহস্বামীর মতামত)

নির্বাচিত এলাকাগুলোতে মহিলারা উৎপাদনমূলক কাজের সাথে জড়িত থাকায় পরিবারে কোন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে কিনা সে সর্ম্পকে জানার জন্য জরিপ করা হয়। আর এ লক্ষ্যে ক'জন গৃহকর্তার মতামত গ্রহণ করা হয়। তাদের অধিকাংশের মতে, স্ত্রীরা উৎপাদনমূলক কাজ করায় পরিবারে তেমন কোন সমস্যা হচ্ছে না (৯৩%)। অল্প সংখ্যক (৭%) উত্তরদাতা বলেছে পরিবারের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছে সংসার পরিচালনায় সমস্যা, ছোট বাচ্চা দেখা শোনায় সমস্যা এবং পারিবারিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা। তবে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, যে সমস্ত মহিলারা আভ্যন্তীরন উৎপাদনমূলক কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে কেবল তারাই পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন সমস্যায় পড়ছে না (সারণী - ৬.২)।

সারণী - ৬.২
স্ত্রীরা উৎপাদনমূলক কাজ করায় পরিবারে উদ্ভূত সমস্যা ও কারণ (গৃহস্বামীর মতামত)

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)	সমস্যার কারণ	উত্তর সংখ্যা	(%)
সমস্যা হয় (হ্যাঁ)	১৩	৬.৯৯	পরিবার পরিচালনা সমস্যা	৬	৩.২৩
সমস্যা হয় না (না)	১৭৩	৯৩.০১	ছোট বাচ্চা দেখা শোনা	৫	২.৬৯
মোট	১৮৬	১০০	পারিবারিক নিরাপত্তা	২	১.০৭
			মোট	১৩	৬.৯৯

৬.৩ সাংসারিক কাজে গৃহকর্তাদের অংশ গ্রহনের ধরণ

প্রদত্ত সারনীতে গ্রামীণ মহিলাদের সাংসারিক কাজে তাদের স্বামীরা কতটুকু অংশগ্রহণ করছে তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রায় অর্ধাংশ (৪৯%) উত্তরদাতা গৃহাঙ্গনের কোন কাজে অংশগ্রহণ করে না।

Dhaka University Institutional Repository

এবং বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করে (৫১%) উত্তরদাতা (পরিশিষ্ট সারণী - ১১), যেমন- বাজার করা, বাচ্চা তদারকি করা, বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, রান্না করা, বাসন ধোঁয়া, কাপড় কাঁচা। এছাড়াও অন্যান্য কাজের মধ্যে হাঁস-মুরগী ও গরু-ছাগলকে খাবার দেয়া, দূর থেকে খাবার পানি আনা, ধান শুকানো, কাঁথা পাতা ও বিভিন্ন বিল পরিশোধ করা ইত্যাদি (সারণী - ৬.৩)।

সারণী - ৬.৩
সাংসারিক কাজে গৃহকর্তাদের অংশ গ্রহনের ধরণ

কাজের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট উত্তরের শতকরা	মোট উত্তরদাতার শতকরা
➢ বাজার করা	৫০	৪২.৩৭	২৬.৮৮
➢ বাচ্চা তদারকি	২৪	২০.৩৪	১২.৯০
➢ রান্না করা	১৮	১৫.২৫	৯.৬৮
➢ বাচ্চাকে স্কুলে নেয়া	৫	৪.২৪	২.৬৯
➢ কাপড় কাঁচা	৫	৪.২৪	২.৬৯
➢ বাসন ধোয়া	১	০.৮৫	০.৫৪
➢ অন্যান্য	১৫	১২.৭১	৮.৮৬
মোট	১১৮	১০০	৬৩.৪৪

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।
* মোট উত্তরদাতা ১৮৬ জন।

৬.৪ কর্মজীবি মহিলাদের পারিবারিক সমস্যা ও তার ধরন

কর্মজীবি মহিলারা নিয়মিত কর্মস্থলে যাওয়ায় পারিবারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়েছে। উক্ত ধারণা কতটুকু সঠিক তা নির্ণয়ের লক্ষ্যে কর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ৪১% উত্তরদাতা বলেছে নিয়মিত কর্মস্থলে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নানা ধরণের সমস্যা হচ্ছে। এদের মধ্যে সর্বাধিক ৪৪% উত্তরদাতা বলেছে ছোট বাচ্চার যত্নের সমস্যা হচ্ছে। সাংসারিক কাজে সমস্যা হয় ২০% ও পারিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখা শোনার সমস্যা হয় ২০% উত্তরদাতার। এছাড়াও বাড়ির নিরাপত্তা জনিত সমস্যার কথা উল্লেখ করেছে ১৭ শতাংশ উত্তরদাতা। কোন সমস্যা হয় না এমন উত্তরদাতা ছিল ৫৯ শতাংশ (সারণী - ৬.৪)।

সারণী - ৬.৪
কর্মজীবি মহিলাদের পারিবারিক সমস্যা ও তার ধরণ

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)	সমস্যার ধরণ	উত্তর সংখ্যা	* (%)
সমস্যা হয় (হ্যাঁ)	৪৫	৪০.৯১	➢ সাংসারিক কাজে সমস্যা	১৩	১৯.৭০
সমস্যা হয় না (না)	৬৫	৫৯.০৯	➢ ছোট বাচ্চার যত্নের সমস্যা	২৯	৪৩.৯৪
মোট	১১০	১০০%	➢ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখা শোনার সমস্যা	১৩	১৯.৭০
			➢ বাড়ির নিরাপত্তা জনিত সমস্যা	১১	১৬.৬৭
			মোট	৬৬	১০০%

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৫ মহিলা কর্মীদের সমস্যা সমাধানের উপায় (পারিবারিক ক্ষেত্রে)

কর্মীরা নিয়মিত কর্মস্থলে যাওয়ায় পারিবারিক ভাবে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, তার কিছুটা উপসমের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। এতে ৩৮% উত্তরদাতা বাড়িতে গৃহ পরিচালিকা রেখে সমস্যা সমাধান করে। এছাড়াও নিকট আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং স্বামী-সন্তান বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে থাকে (সারণী - ৬.৫)।

সারণী - ৬.৫
মহিলা কর্মীদের সমস্যা সমাধাণের উপায় (পারিবারিক ক্ষেত্রে)

সমাধানের উপায়	উত্তরদাতার সংখ্যা	* (%)
➢ গৃহ পরিচালিকার দ্বারা	২০	৩৮.৪৬
➢ নিজেই সমাধন করি	১০	১৯.২৩
➢ অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায়	৯	১৭.৩১
➢ প্রতিবেশীর সাহায্য	৬	১১.৫৪
➢ মা সাহায্য করে	৩	৫.৭৭
➢ বোন সাহায্য করে	২	৩.৮৫
➢ স্বামী সহযোগিতা করে	২	৩.৮৫
মোট	৫২	১০০%

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৬ কর্মজীবি মহিলাদের শিশুর যত্ন

কর্মজীবি মহিলাদের পারিবারিক অন্যান্য সমস্যার মধ্যে ছোট বাচ্চার যত্নের সমস্যা একটা অন্যতম সমস্যা। সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের নানা পরিবর্তনের কারনে আজ যৌথ পরিবার গুলো ভেঙ্গে একক পরিবারে পরিণত হয়েছে। আর এ একক পরিবারে সদস্য সংখ্যা সীমিত হওয়ায় এ সমস্যা গুলো আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে এ সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থা না থাকায় কর্মীরা ব্যক্তিগত ভাবেই উহার সমাধানে বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে (সারণী - ৬.৬)।

Dhaka University Institutional Repository

সারনী - ৬.৬
কর্মজীবি মহিলাদের শিশুরযত্ন

শিশুর যত্ন নেয়া	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
গৃহ পরিচালিকা	৩০	২৭.২৭
পরিবারের অন্যান্য সদস্য	৫	৪.৫৫
স্বামী ও শাশুড়ী	৪	৩.৬৪
মা, ভাই ও বোন	৭	৬.৩৬
প্রতিবেশী	৩	২.৭৩
প্রযোজ্য নয় (শিশু নেই)	৬১	৫৫.৪৫
মোট	১১০	১০০%

৬.৭ প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যার ধরন

বিভিন্ন স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার সময় কর্মীরা (মহিলা কর্মীরা) নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যেহেতু উক্ত প্রতিষ্ঠাণের কার্যক্রম সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠীকে (মহিলা) নিয়ে, সেহেতু তাদের অজ্ঞতা, অশিক্ষা এবং ধর্মীয় গোড়াঁমীর কারণে অনেক সময়ই কর্মীরা সমস্যায় পড়ে। বিশেষ করে পুরুষতান্ত্রিক এ সমাজে মহিলাদের বাইরে চাকরী করা অনেকেই পছন্দ করে না। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নানা সমস্যার উদ্ভব হয়।

কর্মীরা সাধারণতঃ কি ধরনের সমস্যায় পড়ে তা অনুসন্ধানের জন্য তাদের নিকট থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়। এতে ২৫% উত্তরদাতা বলেছে কার্য ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছে। এর মধ্যে ৪১% উত্তরদাতা সামাজিক বিভিন্ন বাধাঁর কথা বলেছে (ধর্মীয় গোড়াঁমী, বখাটে ছেলেদের অশোভন আচরণ)। কিস্তি আদায় সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেছে ৩৭ শতাংশ উত্তরদাতা। অর্থ ও প্রয়োজনীয় উপকরনের অপ্রতুলতার কথা বলেছে ১১%। পারিবারিক ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে ৭%। এবং ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার কথা বলেছে ৪% কর্মী (যারা হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে রয়েছে)। কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হচ্ছে না ৭৫% উত্তরদাতার (সারণী - ৬.৭)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৬.৭
প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যার ধরন .

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)	সমস্যার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
সমস্যা হচ্ছে (হ্যাঁ)	২৭	২৪.৫৫	➢ সামাজিক বাধাঁ (ধর্মীয় গোড়ামী, বখাটে ছেলেদের আচরণ)	১১	৪০.৭৪
সমস্যা হচ্ছে না (না)	৮৩	৭৫.৪৫	➢ কিস্তি আদায় সংক্রান্ত সমস্যা	১০	৩৭.০৪
মোট	১১০	১০০%	➢ অর্থ ও প্রয়োজনীয় উপকরণের অপ্রতুলতা	৩	১১.১১
			➢ পারিবারিক সমস্যা	২	৭.৪১
			➢ ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার সমস্যা	১	৩.৭০
			মোট	২৭	১০০%

৬.৮ কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের উপায়

কর্মীরা কার্য পরিচালনার সময় যে সকল সমস্যার সুম্মখীন হচ্ছে তা সমাধানে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে ৪১% উত্তরদাতা উক্ত সমস্যা সমাধানে গ্রামের মুরব্বীদের সাথে আলাপ ও আলোচনা করে (সারণী - ৬.৮)।

সারণী - ৬.৮
কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের উপায়

সমাধানের উপায়	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
গ্রামের মুরুব্বীদের সাথে আলাপ ও আলোচনা	১১	৪০.৭৪
সকল সদস্য মিলে আলোচনা ও সভার মাধ্যমে	১০	৩৭.০৪
বিভাগীয় সাহায্যের মাধ্যমে	৩	১১.১১
পরিবারের সকল সদস্য মিলে	২	৭.৪১
অন্যান্য সহকর্মীদের দ্বারা	১	৩.৭০
মোট	২৭	১০০%

৬.৯ সমস্যা সমাধাণে প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা

কর্মীরা কার্য পরিচালনার সময় নানা সমস্যায় পতিত হলে তা সমাধানে প্রতিষ্ঠান কোন সাহায্য করে কিনা সে সর্ম্পকে কর্মীদের মতামত গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে ২৩% উত্তরদাতা বলেছে প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করে এবং সাহায্য করে না বলেছে ২% উত্তরদাতা, কারণ তাদের সমস্যা গুলো ছিল পারিবারিক (সারণী - ৬.৯)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৬.৯
সমস্যা সমাধাণে প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
সাহায্য করে	২৫	২২.৭৩
সাহায্য করে না	০২	১.৮২
উত্তর দেয়নি	৮৩	৭৫.৪৫
	১১০	১০০%

৬.১০ প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবেশ সম্বন্ধে কর্মীদের মতামত

প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবেশ কাজে অবদান রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কর্ম পরিবেশ যদি অনুকূল বা কাজের উপযোগী হয় তবে কর্মী কাজ করে যেমন অনন্দ ও পরিতৃপ্তি পায় তেমনি কাজের মান ভাল হয় এবং কাজে অবদানও বেশি রাখা যায়।এ ধারনার যর্থাথতা নির্ণয়ের জন্য কর্মীদের মতামত গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক (৪৩%) উত্তরদাতা অনন্দদায়ক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও কাজের উপযোগী পরিবেশের কথা বলেছে। এছাড়াও স্বচ্ছ ও সহযোগিতামূলক এবং খোলামেলা আলোচনামূলক পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছে অনেকেই। তাদের মতে, এমন পরিবেশে কাজ করে পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময়ে যদি ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় এবং অধস্তন-উর্ধ্বতন সম্পর্ক যদি ভাল হয়, তবে সেখানে কর্মীরা সততার সাথে কাজ করতে পারে এবং কাজে বেশি অবদান রাখতে পারে (সারণী - ৬.১০)।

সারণী - ৬.১০
প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবেশ সম্বন্ধে কর্মীদের মতামত

মতামত	উত্তর সংখ্যা	* (%)
➢ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ➢ কাজের উপযোগী ও ➢ আনন্দদায়ক	৬৮	৪৩.৩১
➢ স্বচ্ছ ও সহযোগিতামূলক	৪৯	৩১.২১
➢ নিরাপত্তা মূলক	১৩	৮.২৮
➢ খোলা-মেরা আলোচনা মূলক	৯	৫.৭৩
➢ উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কর্মীদের মধ্যে ভাল সর্ম্পক ও ব্যবহার	৭	৪.৪৬
➢ সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠামূলক পরিবেশ ➢ নির্দিষ্ট সময়ে পারিশ্রমিক প্রদান	৬	৩.৮২
➢ সকল কর্মীদের মধ্যে সম-মর্যাদাশীল মনোভাব থাকা	৩	১.৯১
➢ ছোট শিশুদের দেখাশোনার ব্যবস্থা করা	২	১.২৭
মোট	১৫৭	১০০%

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১১ কাজে অবদান রাখার ক্ষেত্রে কর্ম পরিবেশের প্রভাব

কাজে অবদান রাখার ক্ষেত্রে কর্ম পরিবেশ বিশেষ ভাবে প্রভাব ফেলে। যদি পরিবেশ কাজের উপযোগী না হয়, তবে কর্মীদের কাজে উৎসাহ, উদ্যম কমে যায়। ফলে কাজে মন্থরগতি বিরাজ করে এবং ফলাফলও আশানুরূপ হয় না।

কাজে অবদান রাখার ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষেই কর্ম পরিবেশ প্রভাব ফেলছে কি না তা বর্তমান গবেষনায় জরীপের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে, ৯২% উত্তরদাতা বলেছে কাজে অবদান রাখার ক্ষেত্রে কর্ম পরিবেশ প্রভাব ফেলে। বাকী ৮% উত্তরদাতা বলেছে প্রভাব পড়ে না। প্রভাবের ধরণ হিসেবে এক-চতুর্থাংশ (২৫%) উত্তরদাতা উল্লেখ করেছে, উপযুক্ত পরিবেশে কাজে বেশী অবদান রাখা যায়। উপযোগী পরিবেশে সঠিক ও সুষ্ঠ ভাবে কাজ করা যায় বলেছে ১১%, অনুকূল পরিবেশে কাজে উৎসাহ বাড়ে ও আনন্দ পাওয়া যায় বলেছে ২১%, উপযুক্ত পরিবেশে কাজ করে স্বাচ্ছন্দ ও পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় বলেছে ১৭%, খারাপ পরিবেশে কাজে অনিহা আসে ও কাজের মান খারাপ হয় বলেছে ১৩% উত্তরদাতা। এবং প্রভাব পড়ে না বলেছে ৮% ও উত্তর দেয়নি ৫% উত্তরদাতা (সারণী - ৬.১১)।

সারণী - ৬.১১
কাজে অবদান রাখার ক্ষেত্রে কর্ম পরিবেশের প্রভাব

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)	প্রভাব	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
প্রভাব ফেলে (হ্যাঁ)	১০১	৯১.৮২	➢ উপযুক্ত পরিবেশে সঠিক ও সুষ্ঠ ভাবে কাজ করা যায়	১২	১০.৯১
প্রভাব ফেলে না (না)	৯	৮.১৮	➢ উপযুক্ত পরিবেশে কাজে বেশী অবদান রাখা যায়	২৭	২৮.৫৫
	১১০	১০০%	➢ অণুকূল পরিবেশে কাজে উৎসাহ বাড়ে ও আনন্দ পাওয়া যায়	২৩	২০.৯১
			➢ উপযোগী পরিবেশে কাজ করে স্বাচ্ছন্দ অনুভব করা যায় ও পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়	১৯	১৭.২৭
			➢ খারাপ পরিবেশে কাজে অনিহা আসে ও কাজের মান খারাপ হয়	১৪	১২.৭৩
			➢ প্রভাব পরে না (বলেছে)	৯	৮.১৮
			➢ উত্তর দেয়নি	৬	৫.৪৫
			মোট	১১০	১০০%

সুতরাং উল্লেখিত বিশ্লেষনে এটাই প্রমানিত হয় যে, মহিলারা বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত হওয়ায় পরিবারে ও কর্মক্ষেত্রে উভয় স্থানেই তারা বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ এখনও অজ্ঞতা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা ও কুসংস্কারের বেড়া জালে আবদ্ধ। ফলে সভ্যতার পথ পরিক্রমায় পৃথিবীর পুরুষ জনগোষ্ঠীর অনেক উন্নতি

Dhaka University Institutional Repository

হলেও নারীরা পারেনি নানা সংস্কারের শৃংখলতা পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে। বর্তমানে মহিলারা শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের দিক থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলেও, প্রতিনিয়তই সেক্ষেত্রে তারা নানা সমস্যার শিকার হচ্ছে। একজন কর্মজীবি মহিলাকে ঘরে বাইরে সমান ভাবে ছুটতে হয়। বাচ্চা লালন-পালন থেকে শুরু করে সাংসারিক যাবতীয় কাজ এমনকি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও পরিচর্যা করতে হয়। অধিকাংশ পুরুষের ধারণা ঘরের কাজ করা শুধু মহিলাদেরই দায়িত্ব। কিন্তু মহিলারাও পুরুষের ন্যায় মানুষ। কিভাবে একার পক্ষ্যে এতোটা দিক সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। আর তখনই দেখা দেয় নানা সমস্যা। অন্যদিকে মহিলাদের সব ধরনের পেশায় অংশ গ্রহণ সমাজে এখনও গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে সেদিক থেকেও কর্মক্ষেত্রে মহিলারা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অতত্রব বর্তমান গবেষনায় নির্ধারিত অনুমিত সিদ্ধান্ত তিন. কর্মক্ষেত্রে মহিলারা বিভিন্ন ধরণের বাঁধা ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে- এটি পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আয়ের উৎস গুলোর অবদান

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আয়ের উৎস গুলোর অবদান

সাম্প্রতিক কালে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে গ্রামীণ মহিলাদের একটা নিবিড় সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এ সকল কর্মকান্ড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তথাপি সামাজিকায়নে প্রচিলত নিয়ম অনুসারে পারিবারিক কাঠামোতে নারী সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনের পাশা-পাশি একজন মজুরীহীন অদৃশ্য শ্রমিকের ভূমিকা পালন করে থাকে (রাশেদা, ১৯৯৬)। নারীর এই শ্রমকে মূল্যায়ণ না করায় পরিসংখ্যানেও গণনা করা হয় না। ফলে সমাজ পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে গেলেও মহিলাদের অবস্থানের তেমন কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সার্বিক কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

৫৭ হাজার বর্গমাইল এই ছোট্ট দেশটিতে বর্তমান জনসংখ্যা ১৩০ মিলিয়ন। মাথাপিছু আয় মাত্র ৩৬৩ ডলার। স্বাধীনতার ৩০ বছর পরও দেশটির দারিদ্রাবস্থার তেমন পরিবর্তন হয়নি। বলা যায় দেশের বন্টনের অসম ব্যবস্থাই মূলত এর জন্য দায়ী। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, দেশের মোট ১৩.৯ কোটি মানুষের মধ্যে ৬ কোটি লোক দারিদ্র সীমার মধ্যে বাস করে, প্রায় ৯ কোটি মানুষের জন্য কোন ভালো পয়ঃনিস্কাষন ব্যবস্থা নেই, প্রায় ৭ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, প্রায় ৪ কোটি বয়স্ক নিরক্ষর, প্রায় ২ কোটি শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং ১ কোটির উর্ধে শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। দেশে বেকার পরিবার রয়েছে ১২ লক্ষ। পরিবার প্রতি মাসিক আয় শহরাঞ্চলে ৭,৯৭৩ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে ৩,৬৫৮ টাকা। দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে শহরাঞ্চলে ৪৭.৯ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৪.৪ ভাগ (পরিসংখ্যান বুক, ১৯৯৯)। সুতরাং এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা যায় দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। এর থেকে প্রতিকারের লক্ষ্যে অতি স্বত্তর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। এক্ষেত্রে দেশের অর্ধেক অবহেলিত নারী গোষ্ঠীকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের শ্রমকে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়ণ ও স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন।

তবে বর্তমান সরকার মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করেছে। এবং সেখানে মহিলাদের সক্রিয় ভাবে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রকল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনা করছে। এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হলে অদূর ভবিষ্যতে এ অবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

কিছুটা উত্তোরন সম্ভব হবে। তবে এক্ষেত্রে যে জিনিসটি বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে, জনগণের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন। সমাজের অধিকাংশ জনগণ এখনও নারীর সবধরণের শ্রমকে গ্রহণ করে না, ফলে নানা প্রতিবন্ধকতা নারীর উৎপাদনশীলতাকে সীমিত করে রাখছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যতটা সমস্যা সৃষ্টি করছে, তার চেয়ে বেশী সমস্যা সৃষ্টি করছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, অনুশাসন ও ধর্মীয় গোঁড়ামী। যদি সমাজ থেকে এগুলো দূর করা যায়, তবেই মহিলাদের অবস্থার উন্নয়ন অনেকাংশে সম্ভব সেই সাথে আর্থ-সামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে।

আলোচ্য অংশে গ্রামীণ মহিলারা বিভিন্ন উৎপাদনমূলক আয়ের উৎসে নিয়োজিত হওয়ায় পরিবারে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে মহিলাদের পরিবারে মোট আয়ের উৎস, মোট মাসিক আয় ও ব্যয়, বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ, বেকারত্বের কারণ, স্ত্রীর আয়ের মাধ্যমে পরিবার উপকৃতের ধরণ, নতুন সম্পদ ক্রয়, বসত-বাড়ি ও আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ, পূর্বের ও বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা, গোসল ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, খাবার পানির উৎস, চিকিৎসা, বিনোদন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের অংশ গ্রহণের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপণ করা হয়েছে।

৭.১ পরিবারের মোট আয়ের উৎস

সাধারণতঃ পরিবারের মোট আয় বিভিন্ন উৎস থেকে আসে। জরীপকৃত পরিবার গুলোতেও অনুরূপ পরিলক্ষিত হয়। পরিবারের বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন ধরণের পেশা বা আয়ের উৎসের সাথে জড়িত রয়েছে। সর্বাধিক (৬৮%) হাঁস-মুরগী পালন করে। এরপর ব্যবসা ও ক্ষুদ্র ব্যবসা (৪৮%), চাকুরী (৩৪%), সব্জি উৎপাদন (৩৩%), গরু-ছাগল পালন (৩১%), জমির আয় (৩১%), দিন মজুরী (২৫%) এবং সেলাই করে আয় করছে (২৩%) উত্তরদাতা। এছাড়াও অন্যান্য উৎস (অফিস ঝাড়ু, হোটেল মসলা বাটা ও পানি আনা, চাড়া উঠানো ও লাগানো, ইট ভাঙ্গা, বেড়া ও নৌকা তৈরী, ধান ও বীজ শুকানো, চাল ঝাড়া, মেসে রান্না করা, চাল গুঁড়া করা, পাটি বোনা, মুড়ি ভাজা ইত্যাদি) ২০% উত্তরদাতা উপার্জন করে থাকে। অল্প সংখ্যক উত্তরদাতা বাড়ি ও অন্যান্য সম্পদ ভাড়া, গৃহ শিক্ষকতা ও মৎস্য চাষ করে পরিবারে আয় করে থাকে (সারণী - ৭.১)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৭.১
পরিবারের মোট আয়ের উৎস

মোট আয়ের উৎস	মোট উত্তর	মোট উত্তরের শতকরা	মোট উত্তরদাতার শতকরা
হাঁস-মুরগী পালন	১৬৩	২০.৯৫	৬৭.৯২
ব্যবসা ও ক্ষুদ্র ব্যবসা	১১৬	১৪.৯১	৪৮.৩৩
চাকুরী	৮২	১০.৫৪	৩৪.১৭
সব্জি চাষ	৮০	১০.২৮	৩৩.৩৩
গরু-ছাগল পালন	৭৪	৯.৫১	৩০.৮৩
জমির আয়	৭৪	৯.৫১	৩০.৮৩
দিন মজুরি	৫৯	৭.৫৮	২৪.৫৮
সেলাই	৫৪	৬.৯৪	২২.৫০
বাড়ি ভাড়া	১২	১.৫৪	৫.০০
মৎস্য চাষ	১০	১.২৯	৪.১৭
গৃহ শিক্ষকতা	০৫	০.৬৪	২.০৮
অন্যান্য	৪৯	৬.৩০	২০.৪২
মোট	৭৭৮	১০০	

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

* মোট উত্তরদাতা ২৪০ জন।

৭.২ পরিবার প্রধানের মাসিক আয়ের পরিমাণ

পরিবার পরিচালনায় ক্ষেত্রে আর্থিক আয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই আয় বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে অর্জিত হয়ে থাকে, যেমন- প্রাত্যহিক বা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক। একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময় তার শ্রম বিনিয়োগ করে যে অর্থ পায়, সেটাই তার অর্জিত আয়। যে কোন পরিবারেরই সকল চাহিদা সুষ্ঠু ভাবে পূরণের জন্য অর্থ একান্ত অপরিহার্য।

নির্বাচিত পরিবার গুলির মাসিক আয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, (২০০১-৪০০০) টাকা মাসিক আয় করে সর্বাধিক (৫১%) পরিবার প্রধান। ১৬% আয় করে (০-২০০০) টাকার মধ্যে। (৪০০১-৬০০০) টাকার মধ্যে (১৪%) আয় করে। ৫% আয় করে (৬০০১-৮০০০) টাকার মধ্যে, ৪% (৮০০১-১০,০০০) টাকার মধ্যে এবং ১০,০০১ টাকার ঊর্ধ্বে আয় করে সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতা (সারণী - ৭.২)।

সারণী - ৭.২
পরিবার প্রধানের মাসিক আয়ের পরিমাণ

মাসিক আয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
০ - ২০০০	৩৮	১৮.৪৫
২০০১ - ৪০০০	১০৫	৫০.৯৭
৪০০১ - ৬০০০	৩৪	১৬.৫০
৬০০১ - ৮০০০	১২	৫.৮৩
৮০০১ - ১০,০০০	১০	৪.৮৫
১০,০০০ - ঊর্ধ্বে	৭	৩.৪০
মোট	২০৬	১০০

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩ পরিবারের মোট আয় (মাসিক)

পরিবারের মোট আয় আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয়ের সমন্বয়ে পাওয়া যায়। এখানে আর্থিক আয়ের মধ্যে পরিবার প্রধান, মহিলা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আয়কে অন্তরভূক্ত করা হয়েছে। আর প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে জমির ফসল, শাক-সব্জি, ফল এবং গৃহ পালিত সম্পদকে ধরা হয়েছে।

নিচের সারনীতে দেখা যাচ্ছে, মোট আয়ের ক্ষেত্রে (৩০০১-৬০০০) টাকা আয় অর্ধ্যাংশ (৫২%) পরিবারের। (০-৩০০০) টাকার মধ্যে ২২% পরিবার, (৬০০১-৯০০০) টাকার (১৭%) এবং ১২,০০০ টাকার উর্ধ্বে আয় (৬%) পরিবারের। সবচেয়ে কম আয় (৯০০১-১০,০০০) টাকার মধ্যে ৪% পরিবারের (সারণী - ৭.৩)।

সারণী - ৭.৩
পরিবারের মোট (মাসিক) আয়

মাসিক আয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
০ - ৩০০০	৫২	২১.৬৭
৩০০১ - ৬০০০	১২৪	৫১.৬৭
৬০০১ - ৯০০০	৪০	১৬.৬৭
৯০০১ - ১২০০০	৯	৩.৭৫
১২,০০০ - উর্ধ্বে	১৫	৬.২৫
মোট	২৪০	১০০

৭.৪ পরিবারের মোট আয় ও ব্যয় (মাসিক)

পরিবারের মোট আয় সাধারণতঃ নির্দিষ্ট সময়ে পরিবার প্রধান ও অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা অর্জিত আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয়ের সমন্বয়ে পরিবারের মোট আয় পাওয়া যায়। পরিবার তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করার জন্য এ মোট আয় ব্যবহার হরে থাকে। পরিবারে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণ ভাবে বলা যায়, আয় বাড়লে ভোগ ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং আয় কমলে ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। এই ধারণার যর্থাথতা নির্ণয়ের জন্য জরীপকৃত পরিবারের মোট আয় ও ব্যয়ের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো। 402441

উক্ত সারনীতে পরিবারের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ তুলে দরা হয়েছে। এখানে (৩০০১-৪৫০০) টাকা মোট আয় স্তরে সর্বাধিক ৩৩% পরিবার মোট ব্যয় করে (১০০১-৫০০০) টাকার মধ্যে। (৪৫০১-৬০০০) টাকা মোট আয় স্তরে ১৯% পরিবার ব্যয় করে (২০০১-৬০০০) টাকার মধ্যে। (১৫০১-৩০০০) টাকা মোট আয় স্তরে ১৭% পরিবার ব্যয় করে (১০০১-৪০০০) টাকার মধ্যে। (৭৫০১-৯০০০) টাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মোট আয় স্তরে ৬% পরিবার ব্যয় করে (৩০০১-৯০০০) টাকার মধ্যে। এবং (০-১৫০০) টাকা মোট আয় স্তরে ৪% পরিবার মোট ব্যয় করে (০-৩০০০)টাকার মধ্যে। এখন এই পরিবার গুলোর আয় ব্যয়ের পরিমাণ যাচাই করলে দেখা যায়, কোন কোন পরিবারে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি। আবার কোনটাতে আয়-ব্যয় সমান। সেহেতু এ পরিবার গুলো মোটামুটি ভাবে অস্বচ্ছল বলা যায়।

অন্যদিকে (৬০০১-৭৫০০) টাকা মোট আয় স্তরে ১১% পরিবার ব্যয় করে (৩০০১-৭০০০) টাকার মধ্যে। (৯০০১-১০,৫০০) এবং (১০,৫০১-১২,০০০) টাকা মোট আয় স্তরে প্রায় ৪% পরিবার ব্যয় করে (৩০০১-৮০০০) টাকা। এবং ১২,০০১ টাকার উর্ধ্বে মোট আয়ে ৬% পরিরার ব্যয় করে (৩০০১-৯০০০) টাকার উর্ধ্বে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, পরিবারের আয় যত বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যয়ের পরিমানও ততো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে আয়ের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধির আনুপাতিক হার ক্রমানয়ে কমে আসছে (সারণী - ৭.৪)।

সারণী - ৭.৪
পরিবারের মোট আয় ও ব্যয় (মাসিক)

পরিবারের মোট আয়	পরিবারের মোট ব্যয়										
	০-১০০০ (%)	১০০১-২০০০ (%)	২০০১-৩০০০ (%)	৩০০১-৪০০০ (%)	৪০০১-৫০০০ (%)	৫০০১-৬০০০ (%)	৬০০১-৭০০০ (%)	৭০০১-৮০০০ (%)	৮০০১-৯০০০ (%)	৯০০১-উর্ধ্বে (%)	সর্বমোট (%)
০ - ১৫০০	০.৪২	৩.৩৩	০.৪২	-	-	-	-	-	-	-	৪.১৭
১৫০১ - ৩০০০	-	৪.১৭	১০.৮৩	২.০৮	-	-	-	-	-	-	১৭.০৮
৩০০১ - ৪৫০০	-	০.৮৩	১২.০৮	১৫.৪২	৪.৫৮	-	-	-	-	-	৩২.৯২
৪৫০১ - ৬০০০	-	-	২.৫০	৬.৬৭	৭.০৮	২.৯২	-	-	-	-	১৯.১৭
৬০০১ - ৭৫০০	-	-	-	৫.০০	৩.৩৩	১.৬৭	০.৮৩	-	-	-	১০.৮৩
৭৫০১ - ৯০০০	-	-	-	০.৮৩	১.২৫	১.২৫	১.২৫	০.৮৩	০.৪২	-	৫.৮৩
৯০০১ - ১০,৫০০	-	-	-	০.৮৩	-	০.৪২	০.৪২	০.৮৩	-	-	২.৫০
১০,৫০১-১২,০০০	-	-	-	-	০.৪২	-	-	০.৮৩	-	-	১.২৫
১২,০০১ - উর্ধ্বে	-	-	-	০.৪২	-	০.৮৩	১.৬৭	১.২৫	০.৪২	১.৬৭	৬.২৫
মোট	০.৪২	৮.৩৩	২৫.৮৩	৩১.২৫	১৬.৬৭	৭.০৮	৪.১৭	৩.৭৫	০.৮৩	১.৬৭	১০০%

* মোট উত্তরদাতা ২৪০ জন।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫ পারিবারিক বিভিন্ন ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ (মাসিক)

প্রধানত আয় দ্বারা পরিবারের মোট খরচের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে যে দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে হয় তার জন্য প্রয়োজন অর্থ ব্যয়। আর এ ব্যয় কার্য পরিচালনা করা সহজ হয় তখনই যখন আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বজায় থাকে। যদি পরিবারে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হয় তবে কোন চাহিদাই সুষ্ঠুভাবে পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই সর্বদাই আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পিত ভাবে ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

সাধারণ ভাবে দেখা যায়, পরিবারের আয় বাড়লে ভোগ ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং আয় কমলে ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। প্রুশিয়ার পরিসংখ্যার ব্যুরোর প্রধান Earnest Engle এর মতে, আয় বাড়িতে থাকিলে খাদ্য ও অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর ব্যয়ের শতকরা হার কমিতে থাকে আর আয় কমিয়া গেলে ইহা বাড়ে। আয় বাড়ার সঙ্গে বিলাসদ্রব্য, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির উপর খরচের অনুপাত বৃদ্ধি পায়, অপর পক্ষে আয় কমিতে থাকিলে অনুপাত উহাও কমিয়া যায় (ডঃ ফিরোজা সুলতানা, ১৯৮৯; ১২৪ পৃ:)। সুতরাং আয়ের পরির্বতনের সাথে সাথে পরিবারে ব্যয়ের ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

গ্রামীণ পরিবার গুলোতে ব্যয়ের ধরণ ও পরিমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, যাতায়াত, চিকিৎসা ও অন্যান্য খাতে সকল পরিবারই কিছু অর্থ ব্যয় করে থাকে। তবে তাদেরকে আয়ের সিংহ ভাগ ব্যয় করতে হয় খাদ্য খাতে। বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, তারা (৯০১-৯০০০) টাকা পর্যন্ত খাদ্য খাতে ব্যয় করে। এর মধ্যে সর্বাধিক (৯০%) পরিবার (৯০১-৩০০০) টাকা ব্যয় করে। এ সকল পরিবারের সদস্য সংখ্যা ০-৫ জন ৭১% পরিবারে এবং ৫-১০ জন ১৯% পরিবারে।

শিক্ষা খাতে (০-৬০০০) টাকার মধ্যে ব্যয় করে (৬৩%) পরিবার এবং (৩৭%) পরিবারের সন্তানরা শিক্ষার সাথে জড়িত না থাকায় উক্ত খাতে কোন অর্থ ব্যয় হয় না। যাতায়াত খাতে (০-৩০০০) টাকার মধ্যে ব্যয় করে (৭৫%) পরিবার। বাড়ি ভাড়ায় (০-৩০০০) টাকা ব্যয় করে (১৫%) পরিবার। বিভিন্ন প্রকার বিল পরিশোধ করে (০-৬০০০) টাকার মধ্যে (৬৫%) পরিবার। এবং অন্যান্য (পোশাক, বিনোদন, প্রসাধন সামগ্রী, ঔষধ, আপ্যায়ন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি) খাতে (০-৩০০০) টাকার মধ্যে ব্যয় করে সকল পরিবারই। সুতরাং সার্বিক ভাবে বলা যায়, খাদ্য খাতে পরিবার গুলোর সর্বোচ্চ ব্যয় হচ্ছে (০-৯০০০) টাকা (সারণী - ৭.৫)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৭.৫
পারিবারিক ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ

টাকার পরিমাণ	খাদ্য			শিক্ষা			যাতায়ত (%)	বাড়িভাড়া (%)	বিভিন্ন প্রকার বিল পরিশোধ (%)	অন্যান্য (%)
	মোট (%)	সদস্য সংখ্যা ০ - ৫ জন (%)	সদস্য সংখ্যা ৫ - ১০ জন (%)	মোট (%)	সদস্য সংখ্যা ০ - ২ জন (%)	সদস্য সংখ্যা ২ - ৪ জন (%)				
০ - ৩০০	-	-	-	৩৮.৭৫	৩৭.০৮	১.৬৭	৪৪.৫৮	৩.৩৩	৫৭.৫০	৮.৩৪
৩০১ - ৬০০	-	-	-	১৬.২৫	৮.৭৫	৭.৫০	২৩.৭৫	৭.০৮	৫.৪২	৪৯.৫৮
৬০১ - ৯০০	-	-	-	২.০৮	১.২৫	০.৮৩	২.০৮	০.৮৩	০.৪২	২০
৯০১ - ৩০০০	৯০.৪২	৭১.২৫	১৯.১৭	৫.৮৩	২.০৮	৩.৭৫	৪.১৭	৩.৭৫	০.৮৩	২২.০৮
৩০০১ - ৬০০০	৮.৭৫	১.৬৭	৭.০৮	০.৪২	০.৪২	-	-	-	০.৪২	-
৬০০১ - ৯০০০	০.৮৩	-	০.৮৩	-	-	-	-	-	-	-
মোট শতকরা	১০০	৭২.৯২	২৭.০৮	৬৩.৩৩	৪৯.৫৮	১৩.৭৫	৭৪.৫৮	১৫.০০	৬৪.৫৯	১০০

* মোট উত্তরদাতা ২৪০ জন।

৭.৬ পরিবারের সদস্যদের বেকারত্বের কারন

জরীপকৃত পরিবার গুলোতে বেকার নেই বললেই চলে। কারণ পর্যাবেক্ষণ করে দেখা যায়, এসকল পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে কোন কাজ করার প্রবণতা বা মনোভাব রয়েছে। ফলে তারা আর বেকার থাকছে না। মোট উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ১৬ জন বা ৭ শতাংশ উত্তরদাতা তাদের পরিবারে বেকার আছে বলেছে (পরিশিষ্ট সারণী - ১২)। এবং বেকারত্বের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব (৪%), ধর্মীয় গোঁড়ামী ও পর্দা প্রথা ০.৪২ শতাংশ এবং কাজে শারীরিক ভাবে অযোগ্য বলেছে ২% উত্তরদাতা। ৯৩ শতাংশ উত্তরদাতা তাদের পরিবারে কোন বেকার নেই বলে উল্লেখ করেছে (সারণী - ৭.৬)।

সারণী - ৭.৬
পরিবারে সদস্যদের বেকারত্বের কারন

বেকারত্বের কারণ	সংখ্যা	শতকরা
➢ উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব	১০	৪.১৭
➢ কাজে শারীরিক ভাবে অযোগ্য	৫	২.০৮
➢ ধর্মীয় গোঁড়ামী ও পর্দা প্রথা	১	০.৪২
মোট	১৬	৬.৬৭

Dhaka University Institutional Repository

৭.৭ স্ত্রীদের আয়ের মাধ্যমে পরিবার উপকৃত হওয়ার ধরন (গৃহকর্তার মতামত)

পরিবারে যখন পুরুষের পাশা-পাশি মহিলারা বা স্ত্রীরা বিভিন্ন উৎপাদনমূলক বা আয়মূলক কাজে নিয়োজিত হয় তখন সেই পরিবারের অর্জিত আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে পরিবারের স্বচ্ছলতা বাড়ে, সেই সাথে আর্থ-সামাজিক অবস্থারও উন্নতি হয়। জরিপকৃত পরিবার গুলোতে দেখা যাচ্ছে, মহিলারা সাংসারিক কাজের পাশা-পাশি অন্যান্য আয়মূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ফলে সামান্য হলেও বাড়তি কিছু অর্থ তারা আয় করছে। এতে পরিবার পরিচালনা অনেক সহজ হয়েছে এবং পরিবার বিভিন্ন দিক থেকে উপকৃত হচ্ছে। মহিলারা আয় করায় বিভিন্ন প্রকার চাহিদা সুষ্ঠুভাবে পূরণ করতে পারছে এ সম্পর্কে (২৬%) উত্তরদাতা মতামত ব্যক্ত করেছে। (২৫%) উত্তরদাতা বলেছে পরিবারের আথির্ক উন্নতি হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকার সম্পদ ক্রয় করেছে। পরিবারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে (২৫%) উত্তরদাতার এবং (৬%) উত্তরদাতা বলেছে, স্ত্রীর অর্জিত বাড়াতি আয় দ্বারা বিপদ-আপদ মোকাবেলা করা যায়। এবং উপকৃত হচ্ছে না এ সম্পর্কে মতামত দিয়েছে (৬%) উত্তরদাতা (সারণী - ৭.৭)।

সারণী - ৭.৭
স্ত্রীদের আয়ের মাধ্যমে পরিবার উপকৃত হওয়ার ধরণ (গৃহকর্তার মতামত)

ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
বিভিন্ন চাহিদা গুলো সুষ্ঠু ভাবে পূরণ	৪৮	২৫.৮১
পরিবারে স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি	৪৭	২৫.২৭
আর্থিক উন্নতি হচ্ছে	৪৭	২৫.২৭
অর্থের সাশ্রয় ও বাড়তি চাহিদা পূরণ	২০	১০.৭৫
বিপদ-আপদ মোকাবেলা করা	১২	৬.৪৫
উপকৃত হচ্ছে না	১২	৬.৪৫
মোট	১৮৬	১০০

৭.৮ মহিলারা আয় করায় নতুন সম্পদ ক্রয়

গ্রামীণ মহিলারা গৃহস্থালী কাজ সম্পন্নের পর অবসরে বিভিন্ন ধরনের আয়মূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ফলে পারিবারিক মোট আয় বৃদ্ধিতে কিছুটা হলেও অবদান রাখছে। যদিও মোট আয়ের সামান্য অংশ তাদের অর্জিত। তথাপি এই সামান্য অর্থটুকুর পরিকল্পিত ব্যবহারের দরুণ পরিবারের বিভিন্ন সম্পদ বৃদ্ধিতে তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। সারণীতে দেখা যাচ্ছে মোট উত্তরদাতার মধ্যে ৪৩% উত্তরদাতা তাদের বাড়তি আয় দ্বারা বিভিন্ন ধরনের সম্পদ ক্রয় করেছে। যেমন- ঘর নির্মাণ ও মেরামত (১৭%), জমি ক্রয় (১২%), গবাদি পশু ক্রয় (৭%) এবং অন্যান্য সম্পদ যেমন- গহনা, তৈজসপত্র,

Dhaka University Institutional Repository

বিনোদন সামগ্রী ইত্যাদি ক্রয় করেছে (৬৪%) উত্তরদাতা। এবং (৫৭%) উত্তরদাতা কোন প্রকার সম্পদ ক্রয় করেনি (সারনী - ৭.৮)।

সারনী - ৭.৮
মহিলারা আয় করায় নতুন সম্পদ ক্রয়

মতামত	উত্তর সংখ্যা	(%)	সম্পদ ক্রয়ের ধরণ		
সম্পদ ক্রয় করেছে (হ্যাঁ)	১০২	৪২.৫	সম্পদের ধরণ	উত্তর সংখ্যা	(%)
সম্পদ ক্রয় করেনি (না)	১৩৮	৫৭.৫	ঘর নির্মাণ ও মেরামত	১৯	১৬.৮১
মোট	২৪০	১০০	জমি ক্রয়	১৪	১২.৩৯
			গবাদি পশু ক্রয়	৮	৭.০৮
			অন্যান্য	৭২	৬৩.৭২
			মোট	১১৩	১০০

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.৯ মহিলাদের বসত বাড়ি ও আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ

অধিকাংশ (৮৩%) গ্রামীণ মহিলারা বিভিন্ন পরিমাণে নিজস্ব বসতি জমি রয়েছে। এর মধ্যে (০-৫) শতক বাড়ির পরিমাণ রয়েছে সর্বাধিক (৪১%) পরিবারের। এবং (১৭%) পরিবারের কোন বসতি জমি নেই। এরা অন্যের বা সরকারের পতিত খাস জমিতে ঘর তৈরী করে বসবাস করে। অন্যদিকে আবাদি জমির ক্ষেত্রে দেখা যায়, শতকরা ৬৫ জনের নিজস্ব কোন আবাদি জমি নেই। এদের মধ্যে (৭%) পরিবার অন্যের জমি বর্গা করে ও জমি বন্ধকী রাখে। মাত্র (২৮%) পরিবারের বিভিন্ন পরিমাণ আবাদি জমি রয়েছে। এর মধ্যে (০-১৫) শতক পরিমাণ জমি রয়েছে সর্বাধিক (১০%) পরিবারের (সারণী - ৭.৯)।

সারণী - ৭.৯
মহিলাদের বসত বাড়ি ও আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ

জমির পরিমাণ	বাড়ির জমি (সংখ্যা)	(%)	আবাদি জমি (সংখ্যা)	(%)
শতক				
০ - ১৫	৯৮	৪০.৮৩	২৫	১০.৪২
৬ - ১০	২৫	১০.৪২	১	০.৪২
১০ - উর্ধ্বে	১৪	৫.৮৩	১১	৪.৫৮
শতাংশ				
০ - ২৫	৪১	১৭.০৮	১০	৪.১৭
২৬ - ৫০	১৬	৬.৬৭	৭	২.৯২
৫১ - উর্ধ্বে	-	-	১	০.৪২
বিঘা				
০ - ৫	৫	২.০৮	১৩	৫.৪২
মোট	১৯৯	৮৩	৬৮	২৮.৩৫
অন্যের জমি বর্গা ও বন্ধকী	-	-	১৬	৬.৬৭
জমি নেই	৪১	১৭.০৮	১৫৬	৬৫.০০
মোট	২৪০	১০০	২৪০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

৭.১০ পরিবারের বর্তমান ও পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থা

গ্রামীণ মহিলাদের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের ধরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অনেক পরিবার অস্বচ্ছল। কারণ দেখা যাচ্ছে কোন পরিবারে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী, আবার কোনটিতে আয় ব্যয়ের পরিমাণ একই। সে ক্ষেত্রে তাদের আয়-ব্যয়ের মধ্যে কোন সমতা থাকছে না। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এ পরিবার গুলো অস্বচ্ছল এবং পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য তাদের ধার দেনা করতে হচ্ছে। (সারণী - ৭.৪) তবে মহিলাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেকাংশে উন্নত হয়েছে। আর এই উন্নয়নের পিছনে সামান্য হলেও গৃহিনীদের অর্জিত বাড়তি কিছু অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পূর্বে মাত্র (২২%) পরিবার স্বচ্চল ছিল, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯ শতাংশ হয়েছে। স্বচ্ছল নয় এমন পরিবার বর্তমানে ১০ শতাংশ এবং পূর্বে ছিল ১৭ শতাংশ। ততোটা স্বচ্ছল নয় পূর্বে এমন পরিবারের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক ৫৮ শতাংশ, বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে ১০ শতাংশে পৌছেছে। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার চেয়ে পূর্বে আরো বেশী ভালো ছিল ৩ শতাংশ পরিবারের। সুতরাং সার্বিক ভাবে বলা যায়, পূর্বের তুলনায় মহিলাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয়েছে (সারণী - ৭.৭ ও ৭.১০)।

সারণী - ৭.১০
পরিবারের বর্তমান ও পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থনৈতিক অবস্থার ধরণ		বর্তমান অবস্থা (সংখ্যা)	(%)	পূর্বের অবস্থা (সংখ্যা)	(%)
১.	স্বচ্ছল	১৯০	৭৯.১৬	৫২	২১.৬৭
২.	স্বচ্ছল নয়	২৫	১০.৪২	৪১	১৭.০৮
৩.	ততোটা স্বচ্ছল নয়/ছিল না	২৫	১০.৪২	১৪০	৫৮.৩৩
৪.	পূর্বে বেশী ভাল ছিল	-	-	৭	২.৯২
মোট		২৪০	১০০	২৪০	১০০

৭.১১ গ্রামীণ মহিলাদের বসত বাড়ির ধরণ

জরীপকৃত উত্তরদাতার বসত বাড়ির ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রায় অধিকাংশ মহিলাই (৮৩%) স্বামীর নিজস্ব পৈতৃক ভিটাতে বসবাস করছে। অল্প কিছু সংখ্যক (১৫%) তাদের আদিবাস ছেড়ে (জীবিকার তাগিদে) অনত্র এসে ভাড়ায় রয়েছে এবং বাকী ৬ জন অর্থা ২ শতাংশ মহিলা সরকারের ও অন্যান্য পতিত খাস জমিতে ঘর তুলে বসবাস করছে।

সাধারণতঃ গ্রাম-বাংলার বাড়ি গুলোর যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, জরীপে নির্বাচিত এলাকার বাড়ির ক্ষেত্রেও অনুরূপ চিত্রই পরিস্ফুটিত হয়েছে। বাড়ি গুলো বিভিন্ন ধরণ পরিলক্ষিত হয় যেমন, কাঁচা, মাটি ও খড়ের, টিনের, বাঁশের, আধা-পাকা ও পাকা। তন্মধ্যে দুই-পঞ্চমাংশ বাড়ি কাঁচা মাটি ও খড়ের (মোট ৪১ শতাংশ)। এর মধ্যে নিজস্ব ৩৬%, ভাড়া ৭% এবং ২% অন্যান্য (পতিত) জমিতে বাস করে। টিনের

Dhaka University Institutional Repository

বাড়িতে বাস করে মোট ৩৮ শতাংশ, এদের মধ্যে নিজস্ব ৩৬% এবং ভাড়া থাকে ২ শতাংশ। আধা-পাকা বাড়ি রয়েছে মোট ১৬ শতাংশ উত্তরদাতার। এর মধ্যে নিজস্ব ১৩% এবং ভাড়া রয়েছে ৩%। পাকা বাড়ি রয়েছে সবচেয়ে কমসংখ্যক উত্তরদাতার, মোট ৫ শতাংশের। নিজস্ব ৩% এবং ভাড়া ২ শতাংশ। অন্যান্য পতিত খাস জমিতে যারা বাস করে তাদের কারোর বাড়িই পাকা, আধা-পাকা ও টিনের নয়। সকলেই কাঁচা-মাটির বাড়িতে বসবাস করে (সারণী - ৭.১১)।

সারণী - ৭.১১
গ্রামীণ মহিলাদের বসত বাড়ির ধরন

বাড়ির ধরণ		নিজস্ব বাড়ি	(%)	ভাড়া বাড়ি	(%)	অন্যান্য	(%)	মোট সংখ্যা	মোট শতকরা
১.	পাকা	৭	২.৯২	৫	২.০৮	-	-	১২	৫.০০
২.	আধা-পাকা	৩২	১৩.৩৩	৭	২.৯২	-	-	৩৯	১৬.২৫
৩.	টিনের	৮৬	৩৫.৮৩	৬	২.৫০	-	-	৯২	৩৮.৩৩
৪.	কাঁচা ও মাটির	৭৪	৩০.৮৩	১৭	৭.০৮	৬	২.৫০	৯৭	৪০.৪২
মোট		১৯৯	৮২.৯১	৩৫	১৪.৫৮	৬	২.৫০	২৪০	১০০

৭.১২ মহিলাদের গৃহের কক্ষ সংখ্যা

বর্তমানে গ্রামের অনেক পরিবার যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবারে পরিণত হয়েছে। তথাপি এই একক পরিবারের সদস্য সংখ্যা কমেনি। এখনও উক্ত পরিবারে অনেক বেশী সদস্য দেখা যায়। এই সদস্য সংখ্যা অনুপাতে পরিবারগুলোতে প্রয়োজনীয় কক্ষ রয়েছে কিনা এ বিষয় জানার জন্য জরীপ করা হয়। এক্ষেত্রে মহিলাদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, অধিকাংশ পরিবারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ নেই। ৫-৬ জন সদস্য একটি বা দু'টি কক্ষে ঠাসা-ঠাসি করে মানবেতর জীবন যাপন করে থাকে। এর কারণ স্বরূপ শুধু যে সম্পদের ঘাটতি তা নয়, অজ্ঞতা, অসচেতনতা, সুপরিকল্পনার অভাব এবং সম্পদের অসুষ্ঠু বা অসম ব্যবহারও এ অবস্থার জন্য দায়ী।

দেখা যাচ্ছে, (৯২%) পরিবার ০-৩টির মধ্যে কক্ষ রয়েছে। ৩-৬টির মধ্যে রয়েছে (৫%) উত্তরদাতার এবং ৬টির বেশী কক্ষ রয়েছে ৩% উত্তরদাতার (সারণী - ৭.১২)।

সারণী - ৭.১২
মহিলাদের গৃহের কক্ষ সংখ্যা

কক্ষ সংখ্যা	মোট উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
০ - ৩টি	২২১	৯২.০৮
৩ - ৬টি	১৩	৫.৪২
৬ - উর্ধ্বে	৬	২.৫০
মোট	২৪০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

৭.১৩ ব্যবহৃত গোসল খানা ও পয়ঃপ্রণালীর ধরন

গ্রামীণ মহিলাদের গোসলখানা ও পয়ঃপ্রনালীর ধরণ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এক-তৃতীয়াংশ (৩৪%) পরিবারের নিজস্ব কোন গোসলখানা নেই। তারা নদী ও পুকুরে গোসলের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। অন্যের পয়ঃপ্রনালী ব্যবহার করে এক-ষষ্ঠমাংশ (১৭%) উত্তরদাতা। এছাড়াও কাঁচা গোসলখানা রয়েছে সর্বাধিক ৪২% উত্তরদাতার এবং উন্মুক্ত কাঁচা পয়ঃপ্রনালী ব্যবহার করছে ২৪%। পাকা গোসলখানা ও ল্যাট্রিন রয়েছে ১৩% ও ১০% উত্তরদাতার। আধা পাকা গোসলখানা ও পয়ঃপ্রনালী ব্যবহার করে ১০% ও ৯% পরিবার। এবং স্যানেটারি ও স্লাব ল্যাট্রিন ব্যবহার করে শতকরা ৪১ জন (সারণী - ৭.১৩)।

সারণী - ৭.১৩
ব্যবহৃত গোসল খানা ও পয়ঃপ্রণালীর ধরন

ধরণ	গোসলের স্থান				মোট শতকরা	পয়ঃপ্রণালী
	নলকূপ (%)	পুকুর ও নদী (%)	সাপ্লাই কলে (%)	কূয়া (%)		
কাঁচা	৪২.০৮	৩৪.১৭	-	০.৪২	৭৬.৬৭	২৩.৩৩
পাকা	১২.৯২	-	-	-	১২.৯২	১০.০০
আধা-পাকা	৯.৫৮	-	০.৮৩	-	১০.৪১	৯.১৭
স্যানেটারি ও স্লাব ল্যাট্রিন	-	-	-	-	-	৪০.৮৩
অন্যের পয়ঃপ্রনালী ব্যবহার করে	-	-	-	-	-	১৬.৬৭
মোট শতকরা	৬৪.৫৮	৩৪.১৭	০.৮৩	০.৪২	১০০	১০০

৭.১৪ পরিবারে খাবার পানির উৎস

জীবন ধারনের জন্য পানি হচ্ছে অত্যন্ত আবশ্যকীয় একটি উপাদান। এটা ব্যতীত জীব জগৎ এক মুহূর্তও কল্পনা করা যায় না। তাই জীব জগতকে বাচাঁয়ে রাখার জন্য যেমন পানির চাহিদা রয়েছে, ঠিক তেমনি চাহিদা রয়েছে মানুষের সুস্থ ভাবে বেচেঁ থাকার জন্য সুপেয় বা বিশুদ্ধ পানিয়ের। এই পানির উৎস বিভিন্ন হতে পারে যেমন - নলকূপ, সাপ্লাই, নদী, পুকুর, ঝর্ণা এবং কূয়া। তবে সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত পানিই পানের যোগ্য বা বিশুদ্ধ থাকে না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যেমন - ফুটায়ে, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এবং ফিল্টারের মাধ্যমে বিশুদ্ধ করে পানি পানের যোগ্য করা হয়।

গ্রামের নির্বাচিত এলাকা গুলোতে খাবার পানির উৎসের ক্ষেত্রে জরীপ করে দেখা যায়, উত্তরদাতার দুই-তৃতীয়াংশ (শতকরা ৬৭ জন) খাবার পানি নিজস্ব নলকূপ থেকে সংগ্রহ করে থাকে। পাড়ার বা অন্যের নলকূপ থেকে সংগ্রহ করে (২৮%) উত্তরদাতা। সাপ্লাই ৫% এবং ০.৪২ শতাংশ উত্তরদাতা কূয়া থেকে পানি সংগ্রহ করে থাকে (সারণী - ৭.১৪)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৭.১৪
পরিবারে খাবার পানির উৎস

উৎস		সংখ্যা	(%)
১.	নিজস্ব নলকূপ	১৬০	৬৬.৬৭
২.	অন্যের/পাড়ার নলকূপ	৬৮	২৮.৩৩
৩.	সাপ্লাই	১১	৪.৫৮
৪.	নদী/পানি/কূয়া	১	০.৪২
মোট		২৪০	১০০

৭.১৫ গৃহের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা

গ্রামীণ পরিবার গুলোর গৃহের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায়, অর্ধেকের বেশী পরিবারে বৈদ্যুতিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণের কারণে প্রত্যান্ত গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরাও আজ শহরের মত আলোর মুখ দেখ্ছে। ফলে গ্রাম-বাংলার মানুষের মধ্যে সামান্য হলেও শহুরে ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে এবং নানা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যুতের সেবা গ্রহন করে বিশেষ ভাবে উপকৃত হচ্ছে। এছাড়াও এই সেবার দ্বারা অনেকেই পরিবারে বিভিন্ন ধরণের বিনোদনের ব্যবস্থা গড়ে তুল্ছে। আবার কিছু জনগণ এর যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও স্বক্রিয় ভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রদত্ত সারনীতে দেখা যাচ্ছে, (৭৪%) উত্তরদাতারবাড়িতে বৈদ্যুতিক সুবিধা রয়েছে এবং শতকরা ২৬ জনের বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। যাদের বিদ্যুৎ নেই তারা অনেকেই কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে, পারিবারিক অস্বচ্ছলতা, বিদ্যুৎ ব্যয় অধিক, সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং বিদ্যুৎ লাইনের দূরত্ব (সারণী - ৭.১৫)।

সারণী - ৭.১৫
পরিবারের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
বিদ্যুৎ আছে (হ্যাঁ)	১৭৭	৭৩.৭৫
বিদ্যুৎ নেই (না)	৬৩	২৬.২৫
মোট	২৪০	১০০

৭.১৬ পরিবারের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের মাধ্যম সমূহ

মানুষ মাত্রই রোগ হয়, এই রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। মানুষের বিভিন্ন চাহিদার মধ্যে চিকিৎসা একটি মৌলিক চাহিদা। এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে পরিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও এর ব্যাপক সেবা প্রদানের জন্য সরকারকে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। আর এ লক্ষেই সরকারী ও বেসকারী উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে গড়ে তোলা হয় চিকিৎসা কেন্দ্র, যেমন - হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ক্লিনিক ইত্যাদি। সকল পর্যায়ে জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে জেলা, উপজেলা ও থানা পর্যায়েও এই কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

গ্রামীণ মহিলারা এই চিকিৎসা সেবার কোন্ মাধ্যম গুলো বেশী ব্যবহার করে সে সম্পর্কে মতামতের ক্ষেত্রে দেকা যাচ্ছে, ক্লিনিকে ডাক্তারের সেবা গ্রহণ করে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মহিলা (৪৯%)। হাসপাতালে যায় (৪২%) মহিলা। তবে হাসপাতালের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করেছে, যেমন - ডাক্তার সময় মত পাওয়া যায় না, ঠিকমত রোগীকে দেখে না, ডাক্তার আর নার্সদের ব্যবহার খারাপ, বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়ার কথা থাকলেও তা পাওয়া যায় না ইত্যাদি। কিছু কিছু মহিলা বলেছে, যখন কোন উপায় থাকে না বা রোগ জটিল পর্যায় ধারণ করে তখনই তারা হাসপাতালে যায়। এছাড়াও অন্যান্য সেবার মধ্যে কবিরাজি (১৬%), হোমিও (৪%) এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সেবা খুব কম সংখ্যক উত্তরদাতা গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে, গ্রামীণ পর্যায়ে কবিরাজি চিকিৎসা পূর্বের তুলনায় অনেক কম ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অধিকাংশ জনগণের মধ্যেই চিকিৎসার আধুনিক সেবা গ্রহণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে (সারণী - ৭.১৬)।

সারণী - ৭.১৬
পরিবারের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের মাধ্যম সমূহ

সেবার মাধ্যম	উত্তর সংখ্যা	মোট উত্তরের (%)	মোট উত্তরদাতার (%)
▪ ডাক্তার (ক্লিনিকে)	১১৭	৪৩.৬৬	৪৮.৭৫
▪ হাসপাতাল	১০০	৩৭.৩১	৪১.৬৭
▪ কবিরাজি	৩৮	১৪.১৮	১৫.৮৩
▪ হোমিও	১০	৩.৭৩	৪.১৭
▪ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩	১.১২	১.২৫
মোট	* ২৬৮	১০০	

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.১৭ শিশুর ডায়রিয়া প্রতিরোধে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ

ডায়রিয়া একটি মারাত্মক পানিবাহিত সংক্রামক রোগ। এই রোগে সাধারণতঃ শিশুরা বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকে। যখনই কোন শিশুর শরীরে পুষ্টিজনিত ঘাটতি ঘটে তখনই এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা দেয়। এছাড়াও ময়লা আর্বজনা, জীবাণু এবং স্যাঁতস্যাঁতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণেও শিশুর ডায়রিয়া হয়ে থাকে। ঘন ঘন এ রোগ হলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যহত হয়। এ কারণে ডায়রিয়া প্রতিরোধে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। তবে বর্তমানে প্রচার মাধ্যম গুলোর

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক প্রচারণার কারণে এ রোগের কুফল সমন্ধে সকলই অবগত হচ্ছে এবং এর প্রতিরোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ মহিলারা শিশুর ডায়রিয়া হলে কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য জরীপ করা হয়। এতে দেখা যায়, মহিলারা ডায়রিয়ার প্রতিরোধক হিসেবে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এর মধ্যে সর্বাধিক ৮২% উত্তরদাতা ওরস্যালাইন ব্যবহার করে। হাতে বানানো স্যালাইন ব্যবহার করে ২৩% উত্তরদাতা এবং স্বল্প সংখ্যক উত্তরদাতা (৩%) ডাবের পানি ব্যবহার করে। মোট উত্তরদাতার মধ্যে প্রযোজ্য নয় ছিল ১৪%, অর্থাৎ তাদের পরিবারে কোন শিশু সন্তান ছিল না (সারণী - ৭.১৭)।

সারণী - ৭.১৭
শিশুর ডায়রিয়া প্রতিরোধে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ

উপায়	উত্তর সংখ্যা	মোট উত্তরের শতকরা	মোট উত্তরদাতার শতকরা
▪ ওরস্যালাইন	১৯৮	৭৫.৫৭	৮২.৫০
▪ হাতে বানানো স্যালাইন	৫৬	২১.৩৭	২৩.৩৩
▪ গাছের ডাব	.৮	৩.০৫	৩.৩৩
মোট	* ২৬২	১০০	

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.১৮ পরিবারে বিনোদনের মাধ্যম সমূহ

পারিবারিক বাজেটের বিভিন্ন খাতের মধ্যে বিনোদন একটি অন্যতম খাত। এর মাধ্যমে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, তেমনি আবার অনেক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। বিনোদন এমন একটি বিষয় যা মানুষের ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মনকে শান্ত করে বিভিন্ন কাজে উদ্যম সৃষ্টি করে। এছাড়া মানব সম্পদের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূদিকা পালন করে। তাই প্রত্যেক পরিবারেই কম-বেশি বিনোদনের ব্যবস্থা করা উচিত।

বিনোদনের ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে মাঠ পর্যায় জরীপ করে দেখা যায়, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৫%) পরিবারে বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। বাকী (৩৫%) উত্তরদাতার বাড়িতে বিনোদনের কোন মাধ্যম নেই (পরিশিষ্ট সারণী - ১৪)।

বিভিন্ন পরিবারে বিভিন্ন ধরণের বিনোদনের সামগ্রী পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন পরিবারে দুই এর অধিক বিনোদন সামগ্রী রয়েছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, গ্রাম-বাসীরাও আজ বিনোদনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে। মোট উত্তরদাতার মধ্যে সর্বাধিক ৫০% উত্তরদাতা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

টিভি ব্যবহার করে। রেডিও ও ক্যাসেট প্লেয়ার ব্যবহার করে এক-চর্তুথাংশ (২৫% ও ২৩%) উত্তরদাতা। এবং খুব অল্প সংখ্যক উত্তরদাতা রয়েছে যারা সিডি ব্যবহার করে (সারণী - ৭.১৮)।

সারণী - ৭.১৮
পরিবারে বিনোদনের মাধ্যম সমূহ

বিনোদনের ধরণ	সংখ্যা	(%)
▪ টিভি	১১০	৫০.২৩
▪ রেডিও	৫৪	২৪.৬৬
▪ ক্যাসেট প্লেয়ার	৫০	২২.৮৩
▪ সিডি	৫	২.২৮
মোট	* ২১৯	১০০

* একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.১৯ পরিবারিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (মহিলা ও গৃহস্বামীরমতামত)

সিদ্ধান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে কোন কাজ করার পূর্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক। অনেক গুলো বিকল্প থেকে যে কোন একটিকে বেছে নেয়াই হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পরিবারে প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আর এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে সাধারণতঃ পরিবার প্রধান। তবে বর্তমানে সামাজিক পরিবর্তন এবং যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গড়ে উঠায় এই ভূমিকার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একক পরিবারের কারণে এবং মহিলারা উপার্জনক্ষম হওয়ায় পারিবারিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। ফলে পরিবারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তারা অংশগ্রহণ করছে।

বর্তমান গবেষনায় মাঠ পর্যায়ে জরীপের মাধ্যমে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মহিলা ও গৃহস্বামী মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বামী-স্ত্রী দু'জন সর্বাধিক মোট (৬৮%) অবদান রাখছে। অন্যান্য সদস্য ও গৃহকর্তা (একা) সিদ্ধান্ত নেয় মোট (১৩% ও ১২%)। অল্প সংখ্যক (৭%) মহিলা বলেছে, তারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করে থাকে। তবে মহিলাদের একক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে কোন গৃহকর্তা মতামত প্রকাশ করেনি।

সুতরাং মহিলা ও তাদের স্বামীর মতামত বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, গৃহকর্তা একক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলেও, মহিলারা কখনোই একক ভাবে তা নিতে পারে না। কারণ পরিবারে তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করা হয় না। এ থেকে বোঝা যায় যে, মহিলারা এখন পর্যন্তও পরিবারে নিজেদের মর্যাদা ও যোগ্যতা ততোটা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। যদিও স্বামী ও স্ত্রী দু'জন মিলে সিদ্ধান্ত নেয়; তথাপি গৃহকর্তার মতামতকেই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। তবে যে পরিবারে গৃহকর্তা নেই (মৃত) এবং

Dhaka University Institutional Repository

যেসকল পরিবার একক পরিবার কেবল সেখানে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করে থাকে (সারণী - ৭.১৯)।

সারণী - ৭.১৯
পরিবারিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (মহিলা ও গৃহস্বামীর মতামত)

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী	মহিলার মতামত	(%)	গৃহকর্তার মতামত	(%)	সর্বমোট উত্তর সংখ্যা	সর্বমোট শতকরা
▪ স্বামী-স্ত্রী দু'জন	১৪৫	৬০.৪২	১৪৪	৭৭.৪২	২৮৯	৬৭.৮৪
▪ গৃহকর্তা (নিজে)	৪১	১৭.০৮	৯	৪.৮৪	৫০	১১.৭৪
▪ মহিলা(নিজে)	৩১	১২.৯২	-	৪.৮৪	৫০	১১.৭৪
▪ অন্যান্য সদস্য মিলে	২৩	৯.৫৮	৩৩	১৭৩৭৪	৫৬	১৩.১৫
মোট	২৪০	১০০	১৮৬	১০০	৪২৬	১০০

উল্লেখিত তথ্যের সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ মহিলারা বিভিন্ন ধরণের আয়ের উৎসে অংশগ্রহণ করায় পরিবারে সামান্য হলেও মোট আয়ের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে তা পরিবারের সামগ্রিক উন্নয়নে তেমন অবদান রাখতে পারছে না।

গবেষণায় অর্ন্তভূক্ত মহিলাদের অধিকাংশই ছিল একক পরিবারভূক্ত। তবে একক পরিবার হলেও আকারের দিক থেকে প্রত্যেক পরিবারই ছিল বড়। প্রায় ৭১% পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ০-৫ জন। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে মহিলা ও স্বামীদের মধ্যে মোট ৩১% অশিক্ষিত। (মহিলাঃ ৩৫%, গৃহস্বামীঃ ২৬%)। এবং ৬৩% পরিবারের সন্তানরা শিক্ষার সাথে জড়িত ছিল। দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ পরিবার গুলোতে শিক্ষার হার সামান্য হলেও কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে এনজিও গুলোর উদ্যোগ ও অবদান লক্ষণ্যীয়।

মহিলাদের উপার্জনক্ষম হওয়ায় বর্তমানে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় কিছুটা উন্নত হয়েছে। পূর্বে অস্বচ্ছল পরিবার ছিল ১৭%, বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে ১০% এ দাঁড়িয়েছে। মহিলাদের অধিকাংশই নিজস্ব কাঁচা, মাটির ও টিনের বাড়িতে বাস করে। পরিবারে সদস্য সংখ্যার তুলনায় শয়ন কক্ষের সংখ্যা খুবই সীমিত। শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ পরিবারে ১/২টি কক্ষে ০-৫ জন সদস্য মানবেতর জীবন যাপন করে। শতকরা ৩৪ ভাগ পরিবারে নিজস্ব কোন খাবার পানির উৎস নেই। অধিকাংশ গ্রামীণ মহিলাই উন্মুক্ত কাঁচা স্থানে নলকূপ, নদী, পুকুর এবং কূয়ায় গোসল করে। শতকরা ১৭ ভাগ পরিবারে নিজস্ব পায়ঃপ্রনালী নেই। এ সকল পরিবারে মহিলারা অন্যের পায়খানা ব্যবহার করে থাকে। এবং কাচাঁ ও উন্মুক্ত পায়খানা ব্যবহার করে ২৩% পরিবার। সাধারনতঃ এ সকল পরিবারে নিজস্ব পায়ঃখানা (স্লাব বা স্যানিটারি) নির্মাণের ক্ষেত্রে শুধু যে, অর্থ-সম্পদের ঘাটতি রয়েছে তা নয়। মূলতঃ সচেতনতার অভাব ও সম্পদের অপুষ্ঠু ব্যবহার এর জন্য দায়ী।

Dhaka University Institutional Repository

বিনোদনের ক্ষেত্রে পরিবার গুলো বেশ সচেতন। প্রায় ৬৫% পরিবারের বিনোদনের মাধ্যম (রেডিও, টিভি, ক্যাসেট প্লেয়ার ইত্যাদি) রয়েছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসার মান খারাপ হওয়ায় প্রায় ৪৯% পরিবার ক্লিনিকে ডাক্তারের সেবা গ্রহণে বেশী আগ্রহী। ডায়রিয়া প্রতিরোধে স্যালাইনের ব্যবহার সম্পর্কে সকল মহিলাই কম-বেশী অবগত। গণ মাধ্যম গুলোর ব্যাপক প্রচারাভিযান ও এনজিও কার্যক্রমের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। মহিলারা উপার্জনক্ষম হলেও পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তেমন অবদান রাখতে পারছে না। আপাতঃ দৃষ্টিতে মহিলারা একক পরিবারে অবস্থান করায় মতামত প্রকাশে কিছুটা স্বাধীনতা পেলেও, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গৃহস্বামীর মতামতই প্রাধাণ্য পেয়ে থাকে।

সুতরাং মহিলারা উপার্জনক্ষম হওয়ায় আর্থিক দিক থেকে কিছুটা উপকৃত হলেও তাদের জীবন-যাত্রার মান সার্বিক ভাবে বৃদ্ধি পায়নি। তবে ধর্মীয় সংস্কার ও পারিবারিক নিষেধাজ্ঞা থেকে বেড়িয়ে তাদের সাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে সচেতন মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়
উপসংহার

বাংলাদেশের গ্রামীন জনগোষ্ঠীর অর্ধেক হচ্ছে মহিলা। যাদের অধিকাংশই অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও দারিদ্রতার শিকার। সভ্যতার পথ পরিক্রমায় পৃথিবীর পুরুষ জনগোষ্ঠীর অনেক উন্নতি হলেও মহিলাদের তেমন উন্নতি হয়নি। এখনো তারা নানা সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। আর এর জন্যই তারা প্রতিনিয়ত হচ্ছে নানা বৈষম্যের শিকার। কিন্তু এই মহিলাদের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে অনেক সম্পদ। যার সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার দেশের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। অধিকাংশ মহিলাই তার মেধা, দক্ষতা, শ্রম অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করে থাকে। ফলে তা অদৃশ্যেই রয়ে যায়। এক্ষেত্রে তাদের শ্রমকে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি দিয়ে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। গ্রামীণ মহিলাদের কর্মের হাত যথেষ্ট বলিষ্ঠ এবং কাজ করার ক্ষেত্রেও বেশ আগ্রহী। সেক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজে যোগ্য করে তোলা একান্ত আবশ্যক। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে সেই দেশের শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর। কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ নারী এখানো অশিক্ষত। ফলে অজ্ঞতা ও অসচেতনার কারণে নিজের এবং দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে তারা অনুধাবন করতে পারে না। বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারী ও বেসকারী উদ্যোগে পল্লী উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাদের আয়ের নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে। মহিলাদের অব্যবহৃত সম্পদকে সকল উন্নয়নমূলক স্তরে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন গতিশীল করা সম্ভব। তবে এর জন্য ব্যক্তিগত, সরকারী ও বেসকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। একটি উন্নয়নশীল সমাজ কাঠামোতে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য অনুযায়ী নারী-পুরুষ উভয়েরই উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু দেশের অর্ধেক সম্ভাবনাময় শক্তি মহিলা যদি বিভিন্ন অঙ্গনের সাথে সম্পৃক্ত না থাকে, তবে দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন অর্জন কখনোই সম্ভব নয়। আর এই সত্যকে উপলব্ধি করেই বর্তমান দেশের সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়ন ও আয়ের বিভিন্ন উৎস সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, ক্যাপ, গ্রামীণ ব্যাংক ও পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (বিআরডিবি) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান অন্যতম। এ সকল প্রতিষ্ঠান দেশের প্রায় অধিকাংশ জেলার গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করে ক্ষুদ্র ঋণ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। ফলে অনেক মহিলা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োজিত হয়ে পরিবারকে আর্থিক দিক থেকে সহায়তা করছে। তবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এসব মহিলার সংখ্যা সীমিত হওয়ায় সামগ্রিক তেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তথাপি উপার্জনক্ষম হওয়ায় পরিবারে সামান্য হলেও তাদের মান, মর্যাদা ও গুরুত্ব কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় 'গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস' সম্পর্কিত বিষয়ের উপর গবেষণা কার্য পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, গ্রামীণ মহিলারা সাংসারিক কাজের পাশা-পাশি বিভিন্ন ধরণের কাজে নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের অর্জিত অর্থ পরিবারে স্বচ্ছলতা আনয়নে সাহায্য করছে।

গবেষণায় ঢাকার ছয়টি জেলার বারটি থানার উপর জরীপকার্য পরিচালনা করা হয়। নমুনা হিসেবে ৩৫০ জন (কর্মজীবি ও গ্রামীণ মহিলা) মহিলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যেক নিকট থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে 'অনুসূচী' ব্যবহার করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

উক্ত জরীপকৃত গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন বয়সের মহিলা ছিল। এদের মধ্যে ২৫-৩৪ বৎসর বয়সের ছিল সর্বাধিক (৪৫%)। ৫৫-৬৪ বৎসর বয়সের মধ্যে ছিল সবচেয়ে কম সংখ্যক মহিলা (১%)। এছাড়াও ১৫-২৪ বৎসর, ৩৫-৪৪ বৎসর এবং ৪৫-৫৪ বৎসর বয়সের মধ্যে ছিল ৫৪%। উত্তরদাতাদের বেশির ভাগই বিবাহিত (৮৬%)। তবে অল্প কিছু বিধবা, পরিত্যক্তা ও অবিবাহিত ছিল (১৪%)। জরীপকৃত মহিলা ও তাদের স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ (২২%) প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান সম্পন্ন। সামান্য লিখতে ও পড়তে পারে এক-পঞ্চমাংশ এবং নিরক্ষর রয়েছে ৩১%। এবং অন্যান্য শিক্ষা স্তর গুলোতে (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক এবং কারিগরি) জ্ঞান রয়েছে এক-চতুর্থাংশ মহিলা ও স্বামীর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ উত্তরদাতাগণ মোটামুটি শিক্ষিত। তবে শিক্ষার উচ্চ স্তর গুলোতে মহিলাদের চেয়ে স্বামীদের শিক্ষার হার কিছুটা বেশি।

বেশির ভাগ উত্তরদাতার স্বামীদের পেশা ব্যবসা (২৮%)। এছাড়াও তারা চাকুরী, কৃষিকাজ, স্বাধীন পেশা, দিন মজুরি ও অন্যান্য (জমির দালালী, ফেরিওয়ালা, ক্ষেত পাহাড়াদার ইত্যাদি) কাজ করে থাকে (৭২%)। উত্তরদাতারা অধিকাংশই ছিল একক পরিবার ভূক্ত- (৮০%)। তবে একক পরিবার হলেও বেশির ভাগ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫-৬ জন (৭৩%)। এদের মধ্যে ৭-১৪ বৎসর বয়সের ছিল বেশি (৩৬%) এবং ০-৩ বৎসরের সদস্য ছিল সবচেয়ে কম (৯%)। সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ৬৩% পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া করে। এদের মধ্যে স্কুলে যায় ৬২%। প্রাথমিক শিক্ষা জ্ঞান রয়েছে অর্ধেকের বেশি সন্তানের (৫৭%) এবং স্নাতকোত্তর জ্ঞান রয়েছে মাত্র ১ জনের। উচ্চ

Dhaka University Institutional Repository

স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমানয়ে শিক্ষার হার কমে আসলেও উত্তরদাতাদের মধ্যে সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে সন্তানদের শিক্ষাঙ্গনে না যাওয়ার বিভিন্ন কারণ তারা উল্লেখ করেছে, এর মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব অন্যতম। অনেক উত্তরদাতাই মেয়েদের চেয়ে ছেলে সন্তানদের পড়ানোর ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। এক্ষেত্রে তাদের ধারণা, ছেলেরা আয় করে বাবা-মাকে খাওয়াবে, কিন্তু মেয়েরা কয়েক দিন পরই অন্যের সংসারে চলে যাবে।

জরীপকৃত প্রায় সকল গ্রামীণ মহিলাই সাংসারিক কাজের ফাঁকে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজ করে পরিবারে কিছু বাড়তি অর্থ উপার্জন করে থাকে। এদের মধ্যে হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন করে মাসে ২০০-১০০০ টাকার ঊর্ধ্বে আয় করে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা (৪২%)। এছাড়াও ক্ষুদ্র ব্যবসা, বাড়ী ও অন্যান্য সম্পদ ভাড়া, সব্‌জি চাষ, সেলাই এবং অন্যান্য কাজ করে ২০০-১০০০ টাকার ঊর্ধ্বে আয় করে অধ্যাংশ উত্তরদাতা। অল্প কিছু উত্তরদাতা চাকুরী ও মৎস্য চাষ করে মাসে ৪০১-১০০০ টাকার ঊর্ধ্বে ও ২০১-১০০০ টাকার ঊর্ধ্বে আয় করে (৫%)। দেখা যাচ্ছে, উক্ত মহিলারা শুধু গৃহ ভিত্তিক আয়মূলক কাজই করে না, গৃহাঙ্গনের বাইরেও বিভিন্ন ধরণের কাজ করে থাকে, যেমন- মুদি দোকান পরিচালনা, ফেরি করে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি, অন্যের জমিতে ও বাড়িতে, রাইস মিলে এবং হোটেলে কাজ করে থাকে। তবে মধ্যবিত্ত ও যাদের অল্প পরিমাণ জমি রয়েছে তাদের বেশির ভাগই গৃহাঙ্গন ভিত্তিক আয়ের উৎসে নিয়োজিত রয়েছে। আর যারা ভূমিহীণ তারা বাইরের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করছে। এসব কাজে বেশির ভাগ উত্তরদাতা দিনে ৩ ঘন্টা সময় ব্যয় করে (২৯%) এবং ৬ ঘন্টার ঊর্ধ্বে ব্যয় করে (২৪%)। উত্তরদাতারা পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হচ্ছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ব্র্যাক প্রতিষ্ঠানের সদস্য (২৩%)। এছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক (২০%), আশা (১৯%), প্রশিকা (৮%), পল্লী দরিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (৭%), ক্যাপ (৭%) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য। উত্তরদাতারা এসকল প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাচ্ছে। এক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা পাচ্ছে অধিকাংশ উত্তরদাতা (৬৯%)। এছাড়াও তারা প্রশিক্ষণ (২৪%) এবং শিক্ষা সুবিধা (৭%) পাচ্ছে। ঋণের অর্থ বেশিরভাগ উত্তরদাতাই ব্যবসা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে (১৪% ও ১৪%)। এছাড়াও তারা এ অর্থ গাভী পালন (৭%), জমি চাষ (৫%),হাঁস-মুরগী পালন (৩%), মৎস্য চাষ (৩%),সব্‌জি চাষ (২%) এবং সেলাইয়ে (২%) প্রয়োগ করে। তবে উত্তরদাতাদের মধ্যে ঋণ গ্রহণ করেনি ৫১%। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ৪০০১-৬০০০ টাকা ঋণ নিয়েছে সর্বাধিক উত্তরদাতা (১৩%) এবং ১০,০০০ টাকার উর্ধ্বে নিয়েছে ১০%। ঋণ নিয়ে উত্তরদাতাদের প্রায় সকলেই

Dhaka University Institutional Repository

উপকৃত হচ্ছে (৯৯%)। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ উত্তরদাতাই আংশিক পরিশোধ করেছে (৮৭%)। বেশিরভাগ উত্তরদাতার ঋণ পরিশোধে তেমন কোন অসুবিধা হয়না (৯১%)। তবে অল্প কিছু উত্তরদাতা বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করেছে, যেমন - প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মসংস্থানের অভাব ও উপার্জন কম (১১%)। বেশিরভাগ উত্তরদাতাই আর্থিক প্রয়োজনে উপার্জনমূলক বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত রয়েছে (৮৬%)। এছাড়াও অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে আত্মনির্ভরশীলতা (৪৫%), মর্যাদা বৃদ্ধি (৫%) ও পরিতৃপ্তি (৪%)। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই বলেছে, তাদের স্বামীরা উপার্জন করা পছন্দ করে (৮৫%) এবং পছন্দের বিভিন্ন কারন তারা উল্লেখ করেছে। এরমধ্যে পরিবারের স্বচ্ছলতা ও উন্নতি (৬২%), মর্যাদা বৃদ্ধি (৪%), বিভিন্ন চাহিদা পূরণ (৭%), গৃহের অভ্যন্তরেই আয় করা যায় (৫%) ইত্যাদি অন্যতম এবং ১৫% স্বামী স্ত্রীদের উপার্জন করা পছন্দ করেনা। এর কারণ হচ্ছে, পর্দাপ্রথা (৫%), পারিবারিক মর্যাদা নষ্ট হয় (৩%), প্রয়োজন মনে করেনা (৪%) এবং পরিবার পরিচালনায় সমস্যা হয় (৩%)। অন্যদিকে স্ত্রীদের বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে গৃহস্বামীর মতামতে দেখা যাচ্ছে যে, অর্ধাংশের বেশি উত্তরদাতা স্ত্রীদের বাইরে কাজে আগ্রহ প্রকাশ করেছে (৫৮%)। পছন্দের কারণ হিসেবে বেশির ভাগই পারিবারিক সচ্ছলতা ও উন্নতির কথা বলেছে। এবং অপছন্দের ক্ষেত্রে পর্দা প্রথা, মর্যাদা নষ্ট ও নিরাপত্তাহীণতার কথা উল্লেখ করেছে। তবে বেশির ভাগ উত্তরদাতার স্বামীরাই স্ত্রীদের জন্য গৃহস্থালী আয়ের উৎস পছন্দ করে (৪৭%)। কিন্তু বিভিন্ন পেশায় মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অর্ধেকের বেশি গৃহকর্তা ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে (৫২%)।

এছাড়াও উক্ত জরীপকৃত এলাকার পল্লী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মহিলা কর্মীদের নিকট থেকেও তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল মহিলারা গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিত করে ঋণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ও শিক্ষা সেবা প্রদান করে থাকে। উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলোতে তারা বিভিন্ন পদে নিয়োজিত রয়েছে, যেমন- এলাকা ব্যবস্থাপক, সহকারী ব্যবস্থাপক, কার্যসমন্বয়কারী, প্রোগ্রাম সুপার ভাইজার, ক্রেডিট অফিসার, মাঠ সংগঠক/কর্মী, হিসাব রক্ষক, অফিস সহকারী এবং বাবুর্চি। এর মধ্যে সর্বাধিক উত্তরদাতা মাঠ সংগঠকের ভূমিকা পালন করছে (৫৭%)। সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতা এলাকা ব্যবস্থাপক ও সহকারী এলাকা ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে রয়েছে। অধিকাংশ উত্তরদাতাই নিজ নিজ দায়িত্বে কাজ করার জন্য সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছে। উত্তরদাতাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রামীণ মহিলাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে। এর মধ্যে সর্বাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ দিচ্ছে (১৫%)। এছাড়াও মুদি দোকান (১৪%), গাভী পালন (১২%), মৎস্য চাষ (১২%), কৃষি ও সব্জি পালন (১১%)

Dhaka University Institutional Repository

এবং অন্যান্য কাজে (১২%) ঋণ দিচ্ছে। হাঁস-মুরগী পালন, সেলাই ও রিক্সা-ভ্যান ক্রয়ে অল্প সংখ্যক উত্তরদাতা ঋণ দিয়ে থাকে। অর্ধাংশের বেশি (৫৮%) উত্তরদাতা বলেছে, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাদের কোন অসুবিধা হয় না। তবে অল্প কিছু উত্তরদাতা মাঝে মাঝে সমস্যা হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। ঋণ গ্রহীতাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উত্তরদাতারা বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়, যেমন- ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্য চাষ, গাভী ও ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন, কৃষি কাজ ও সব্জি চাষ, মৌমাছি পালন, পুঁজি গঠন, নেতৃত্বের বিকাশ ও স্বাস্থ্য বিধি ইত্যাদি। এর মধ্যে অধিকাংশ উত্তরদাতা বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেয় (৫৯%)। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৪% সমিতির সদস্যদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন সেবা প্রদান করে, যেমন- স্বাস্থ্য ফোরাম, রোগী চেকআপ, টীকা প্রদান, ডেলিভারী, জন্ম নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত উপকরণ ও স্বল্প মূল্যে ঔষধ ইত্যাদি। এর মধ্যে স্বাস্থ্য ফোরামের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে সর্বাধিক প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪%) উত্তরদাতা। প্রতিষ্ঠান গুলো সমিতির সদস্যদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জরীপে দেখা যায়, প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই দুটো পর্যায়ে এ শিক্ষাক্রম পরিচালনা করছে। একটি হচ্ছে বয়স্ক শিক্ষা ও অন্যটি অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা। শিক্ষার্থী হিসেবে সমিতির সদস্য এবং ৮-১০ বৎসর বয়সের শিশুকে (সমাজের দরিদ্র ঝড়ে পড়া ও পিছিয়ে পড়া শিশু) নির্বাচন করা হয়। সুষ্ঠু ভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করা হয়, যেমন- শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষা ঋণ এবং বৃত্তি। গবেষণায় দেখা যায়, উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলোর উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৬% উত্তরদাতা এ কাজে নিয়োজিত থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছে, যেমন- স্কুল গঠন, শিক্ষার্থী নির্বাচন, শিক্ষিকা ফলো আপ এবং সন্তানদের স্কুল গমণে পিতা-মাতাকে উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি। অধিকাংশ (৮৫%) উত্তরদাতা কর্মক্ষেত্রে দিনে ৭-৮ ঘন্টার ঊর্ধ্বে সময় ব্যয় করে থাকে। তবে বাড়তি সময় কাজের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানই কর্মীদের অর্থ প্রদান করে না।

উত্তরদাতারা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, যেমন- যাতায়ত, আবাসিক, চিকিৎসা ও শিক্ষা সুবিধা। তবে প্রতিষ্ঠান ভেদে এই সুবিধা প্রদানে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই উত্তরদাতাদের নিরাপত্তার বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন- গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশন। বেসকারী প্রতিষ্ঠান গুলোতে গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা থাকলেও পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা এখনো চালু হয়নি।

কর্মরত সকল উত্তরদাতাই মহিলাদের চাকুরী বা উপার্জন করা পছন্দ করে। এর কারণ হিসেবে তারা পরিবারের সচ্ছলতা, আত্মনির্ভরশীলতা, মর্যাদা ও পরিতৃপ্তির কথা উল্লেখ করছে। তবে মহিলাদের

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জনক্ষমতা সর্ম্পকে তারা একাধিক মতামত প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে পরিবারে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির কথা বলেছে অধিকাংশ (৭৬%) উত্তরদাতা। এছাড়াও অনেক উত্তরদাতা আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়, সিদ্ধান্ত নেয়ার গুরুত্ব বাড়ে, মতামত প্রকাশে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, সমাজে গ্রহণ যোগ্যতা ও স্বীকৃতি বাড়ে এবং জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছে।

অনেক উত্তরদাতাই কর্মে নিয়োজিত হওয়ায় পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় দিক থেকেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এক্ষেত্রে সামাজিক বাঁধা, কিস্তি আদায়, ছোট বাচ্চার যত্ন, সাংসারিক কাজ ও পারিবারিক নিরাপত্তাজনিত সমস্যা অন্যতম। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বেশির ভাগ উত্তরদাতাই সমাজের মুরব্বীদের সাথে আলাপ-আলোচনা, গৃহ পরিচালিকা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও প্রতিবেশীর সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও উত্তরদাতারা কর্মপরিবেশের কথা উল্লেখ করেছে। তাদের মতে, কর্ম পরিবেশ যদি স্বচ্ছ, নিরাপত্তামূলক এবং সহযোগিতাপূর্ণ না হয়, তবে কর্মীরা সেখানে কাজ করে সাচ্ছন্দ ও পরিতৃপ্তি পায় না, এতে কাজের মান ও ফলাফল আশাণুরূপ হয় না।

গ্রামীণ মহিলারা বিভিন্ন উৎপাদনমূলক আয়ের উৎসে নিয়োজিত থাকায় তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, পূর্বে অস্বচ্ছল ছিল শতকরা ১৭ ভাগ পরিবার, বর্তমানে তা কমে শতকরা ১০ ভাগ হয়েছে এবং পূর্বে স্বচ্ছল ছিল শতকরা ২২ ভাগ পরিবার, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৭৯ ভাগ হয়েছে। এছাড়াও ৪৩% উত্তরদাতা বলেছে, তারা আয় করায় বিভিন্ন ধরণের সম্পদের মালিক হয়েছে, যেমন- জমি, গবাদি পশু, গৃহ, গহনা, তৈজসপত্র ইত্যাদি। অধিকাংশ উত্তরদাতার স্বামীরা স্ত্রীদের আয়ের মাধ্যমে পরিবার উপকৃত হওয়ায় ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছে, যেমন- পরিবারের স্বচ্ছলতা ও আর্থিক উন্নতি, বিভিন্ন চাহিদা সুষ্ঠু ভাবে পূরণ এবং বিপদ-আপদের মোকাবেলা করা যায়। তবে পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এখনো গৃহস্বামীর মতামতকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। যদিও মহিলারা উপার্জনক্ষম এবং একক পরিবারভূক্ত হওয়ায় মতামত প্রকাশে কিছুটা সুযোগ পাচ্ছে; তথাপি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে এখনো তাদের ভূমিকা গৌণ। গবেষণায় দেখা যায়, উত্তরদাতারা অধিকাংশই যৌথ ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে স্বামীর একক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের হার ১২% এবং স্ত্রীর ৭%।

৮.১ গ্রামীণ মহিলাদের বিভিন্ন আয়ের উৎসে সম্পৃক্ত করণের সুপারিশ

বর্তমানে বাংলাদেশের নারী সমাজের উন্নয়ন ও দারিদ্রতা দূরকরার লক্ষ্যে গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নমূলক সকল স্তরে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। যেহেতু দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী মহিলা, সেহেতু তাদের অংশ গ্রহণ ব্যতিরেকে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তাদের ব্যাপক শ্রমশক্তিকে মূল্যায়ন করে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু সরকারী নয় বেসকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নারীর অবস্থার উন্নয়ন অনেকাংশে সম্ভব হবে।

বর্তমান গবেষণার ফলাফল থেকে গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণের নিমিত্তে কিছু সুপারিশ প্রনয়ণ করা হল -

১. ব্যাপক ভাবে মহিলাদের কাজে নিযুক্তির জন্য সরকারী ও বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলোর পল্লী উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে অনেক মহিলা কর্মক্ষম হবে এবং পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

২. গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও জনসেবামূলক কাজে পুরুষদের পাশা-পাশি পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এই লক্ষ্যে মহিলাদের যৌথ ও সাংগঠনিক শক্তির বিকাশ ঘাটতে হবে।

৩. উন্নয়ন সংস্থা গুলোর সম্প্রসারণ কর্মসূচীর সকল স্তরে বর্ধিত হারে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে বিশেষ রিক্রুটমেন্ট ও প্রশিক্ষণ স্কীম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. গ্রামীণ এলাকা ভিত্তিক আয় বৃদ্ধির নতুন নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগত পন্থা ও সুযোগ সৃষ্টি করে মহিলাদের নিয়োজিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, যেমন- সেলাই, বাটিক, টাই-ডাই, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, গৃহসজ্জার বিভিন্ন সামগ্রী তৈরীর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

৫. মহিলা সংগঠনে ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মে মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল বাঁধা সমূহ রয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে এবং সমাধান ও মূলায়ণের মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন কর্মে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৬. মহিলাদের গৃহস্থলী কর্মকান্ডের বোঝা লাঘবের জন্য সরকারী-বেসরকারী এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ, যেমন- দিবাযত্ন .কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, শ্রম লাঘবকারী বিভিন্ন সরঞ্জাম আবিষ্কার ইত্যাদি। এতে সাংসারিক কাজ অল্প সময়ে সম্পন্ন করে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কর্মে নিশ্চিন্তে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

৭. গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক গ্রামে গণ শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প চালু করতে হবে। এবং মহিলাদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার সুফল সম্পর্কিত নাটক, প্রতিবেদন, জীবন্তিকা প্রভৃতি গণ মাধ্যম গুলোতে প্রচার করতে হবে।

৮. স্থানীয় সম্পদের উপর ভিত্তি করে মহিলাদের আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদরে সংগঠিত করে উক্ত উৎসে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৯. কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকাকে সমর্থন করতে হবে। এর জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী গুলোর প্রসার ঘটাতে হবে। তাহলে অনেক গ্রামীণ মহিলা গৃহে বসেই অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারবে।

১০. বৈষম্যহীণ বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীন মহিলাদের কৃষি উপকরণ, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী ও অর্থ সেবা প্রদানের কর্মসূচী সম্প্রসারণ করতে হবে। ফলে অনেক মহিলার কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে।

১১. গ্রামীন কুটির শিল্প ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পের বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিযোগিতামূলক মেলার আয়োজন করতে হবে। এবং সেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১২. সরকারী ও বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র ঋণের উপর উচ্চ সুদের হার কমাতে হবে এবং একটি ঋণের পাশা-পাশি আর একটি ঋণ প্রদান করতে হবে। এতে গ্রামীণ মহিলাদের অবস্থার উন্নতি হবে।

১৩. প্রত্যেক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানেই মহিলাদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং ন্যায্য মজুরী প্রদান করতে হবে।

১৪. প্রত্যেক মহিলা প্রশিক্ষণ নেয়ার পর যাতে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে, সেজন্য সাহায্য করা এবং মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. পেশাদার ক্ষেত্রগুলোতে মহিলা নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৬. কর্মজীবি মহিলাদের জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে আবাসন/আবাসিক ও যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

১৭. কর্ম পরিবেশ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেরকঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সকল কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলা।

১৮. নারীর শিক্ষা, সচেতনতা, মনোবল বৃদ্ধি এবং সমস্যা সমাধাণের লক্ষে দেশের সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে, সেই সাথে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সদিচ্ছার প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী

Ahsan Rosie, Ahmad Nasraen, Eusuf Zohra and **Nizamuddin Khondakar (1998),** Women Work and Environment, Studies in Gender Geography, Dhaka, Suprakash Printers.

Islam, Mrs. Humaira (1991), Rural Development Programmes and the Status of Women the Decision Making Factor, PH.D. thesis, Department of Political Science, Dhaka University.

Food and Agricultural Organization (1989), Women in Agriculture, Dhaka, Barno Binnas.

Dictionary of NGOs in Bangladesh (2000), Ready Reference, Association of Development Agencies in Bangladesh, Dhaka.

Bangladesh Bureau of Statistics (1999), Statistical year book of Bangladesh, BBS.

Islam, M. Nurul (2001), Statistics and Probability, Dhaka, Sumi Printing Press and Packaging.

আখতার, রাশেদা (১৯৯৬), উন্নয়ন কার্যক্রমের এনজিও : গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের পরিবর্তন : একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

ভুঁইয়া, আবুল হোসেইন আহমেদ (১৯৯৬), নারী ও সমাজ : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা-১, পৃঃ ৩১-৪৬।

কাদের, সৈয়দা রওশন (১৯৯৬), পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনারদের ভূমিকা, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা-১, পৃঃ ১৭-৩০।

কামাল, হোসনে আরা (১৯৮৮), পরিবারের একক দায়িত্বে দুস্থ নারী, জীবন ও সংগ্রাম, সমাজ কল্যান ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।

আক্তার, সাবিনা (২০০০), স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী ক্ষমতায়ন, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা-৩, পৃঃ ৬৫-৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

এম, এসসি ছাত্রীবৃন্দ (১৯৯৩), গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারী ও বেসকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অবদান, গবেষণাপত্র, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও বাসস্থান বিভাগ, গাহর্স্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।

সুলতানা, ফারজানা (১৯৯৯), প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নারীবাদী দর্শনঃ মেরি ওলস্টোনক্রাফট এবং বেগম রোকয়া, এম, এসসি, থিসিস, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

সুলতানা, আবেদা (২০০০), ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী : বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা-৩ পৃঃ ১-১৬।

বেগম, আখতার ও আকন্দ সুস্মিতা (১৯৯৭), পেশা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাভেদে নারীর মানসিক সুস্থতাবোধ, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তপন, শাহজাহান (১৯৮৭), থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল, ঢাকা, আমাদের বাঙলা প্রেস লিঃ।

বেগম, নুর নাজমির (১৯৮১), সামাজিক গবেষণা পরিচিতি, ঢাকা, সোহাগ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স।

কাসৃটারস, পি,জে,জে,এম (১৯৯৯), এশীয় অর্থনীতিতে পুঁজির সঞ্চয় ও নারী শ্রম, ঢাকা, বাংলা একাডেমী প্রেস।

সুলতানা, ডঃ ফিরোজা (১৯৮৯), গৃহ পরিচালনা ও বাসস্থান, ঢাকা, আইডিয়েল প্রিন্টিং প্রেস।

মুরাদ, ওয়াহিদ (২০০২), " ঋণ নিয়ে হতে পারেন স্বনির্ভর ", দৈনিক ইত্তেফাক, নভেম্বর-৯, পৃঃ ১৯।

ষ্টাফ রিপোর্টার (২০০২), " উন্নত ঋণ ব্যবস্থাপনা ", দৈনিক ইত্তেফাক, অক্টোবর-৯, পৃঃ ৪।

রহমান, আমানুর (২০০২), " বাংলাদেশের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতা ", প্রফেসর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সংখ্যা-সেপ্টেম্বর, পৃঃ ৫৪-৫৬।

হোসাইন, মোহাম্মদ জাকির (২০০২), " জেগে উঠছে এশিয়ার নারীরা ", প্রফেসার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সংখ্যা- সেপ্টেম্বর, পৃঃ ৭২-৭৩।

আলিম, আবদুল (২০০২), " বাংলাদেশে দারিদ্র বিদোচন কর্মসূচী ও ক্ষুদ্র ঋণ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ", প্রফেসর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সংখ্যা-মার্চ, পৃঃ ৪০-৪৪।

ইয়াসমিন, ফরিদা (২০০২), " সেনাবাহিনীতে এগিয়ে আসছেন মেয়েরা ", দৈনিক ইত্তেফাক, অক্টোবর-১২, পৃঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম, তাহমিনা (২০০২), " গ্রামীণ নারীর শ্রম ", দৈনিক ইত্তেফাক, অক্টোবর-১২, পৃঃ ১৯।

ইয়াসমিন, মিতু (২০০২), " ছুটির দিনেও কি নারীর অবসর মেলে! ", দৈনিক ইত্তেফাক, জুলাই-১৩, পৃঃ ১৮।

বেগম, তাহমিনা (২০০২), " নারীর স্বাধীনতা কতটুকু ", দৈনিক ইত্তেফাক, অক্টোবর-৫, পৃঃ ১৯।

ইয়াসমিন, ফরিদা (২০০২), " ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা সফল নারী ", দৈনিক ইত্তেফাক, অক্টোবর-২৬, পৃঃ ১৯।

ঘোষ, রতন (২০০২) সাক্ষাৎকার, প্রফেসর অমর্ত্যসেনের, " ভূমি সংস্কার, সাক্ষরতা ও ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা ছাড়া কোন দেশই বিশ্বায়নে সুফল আনতে পারবে না ", দৈনিক ইত্তেফাক, ডিসেম্বর-২৩, পৃঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট সারণী

পরিশিষ্ট সারণী - ১
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঋণের মেয়াদ, সুদের হার ও ঋণের সিলিং সংক্রান্ত তথ্য

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান	সুদের শতকরা হার (বার্ষিক)	ঋণের মেয়াদ	ঋণের সিলিং
ব্র্যাক	১৫%	১ বৎসর (স্বল্প মেয়াদী)	৪০০০ - ২০,০০০ টাকা
গ্রামীণ ব্যাংক	২০%	"	-
ক্যাপ	১৫%	"	২০০০ - ১০,০০০ টাকা
প্রশিকা	১৪%	"	৫০,০০০ - ৪/৫ লক্ষ টাকা (সংগঠন ভিত্তিক)
ওয়ার্ল্ড ভিশন	১২%	"	-
পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী	১২%	"	২০০০ - ১৫,০০০ টাকা
পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন	২৪%	"	৫০০০ - ১৫,০০০ টাকা

* উৎস - বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের Office File থেকে সংগৃহীত।

পরিশিষ্ট সারণী - ২
পরিবারের আকার

পরিবার	সংখ্যা	(%)
একক পরিবার	১৯২	৮০%
যৌথ পরিবার	৪৮	২০%
মোট	২৪০	১০০%

পরিশিষ্ট সারণী - ৩
পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষা	মহিলার সাথে সম্পর্ক											
	ছেলে (%)	মেয়ে (%)	নাতি (%)	নাতনী (%)	ননদ (%)	ভাসুর ও দেবর (%)	মা (%)	বাবা (%)	ভাই (%)	বোন (%)	ছেলের বউ (%)	মোট শতকরা
প্রাথমিক	২৮.৮৮	২৩.৪৯	০.৬৫	০.২২	০.২২	০.৪৩	০.৪৩	০.২২	০.২২	০.৬৫	-	৫৫.৩৯
নিম্ন মাধ্যমিক	১৬.৫৯	১৫.৭৩	০.২২	০.২২	-	-	-	-	০.৬৫	১.২৯	-	৩৪.৯০
মাধ্যমিক	২.৫৯	০.৬৫	-	-	-	-	-	০.২২	০.২২	০.২২	০.২২	৪.০৯
উচ্চ মাধ্যমিক	১.০৮	০.৮৬	-	-	-	-	-	-	০.৬৫	০.৪৩	-	৩.০২
স্নাতক	০.৬৫	১.০৮	-	-	-	-	-	-	০.৪৩	-	-	২.১৬
স্নাতকোত্তর	০.২২	-	-	-	-	-	-	-	০.২২	-	-	০.৪৩
কারিগরি	-	-	-	-	-	-	-	-	০.২২	-	-	০.২২
মোট	৫০.০০	৪১.৮১	০.৮৬	০.৪৩	০.২২	০.৪৩	০.৪৩	০.৪৩	২.৫৯	২.৫৯	০.২২	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট সারণী - ৪
কর্মীদের ঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
ঋণ প্রদান করে (হ্যাঁ)	৭০	৬৩.৬৪
ঋণ প্রদান করে না (না)	৪০	৩৬.৩৬
মোট	১১০	১০০%

পরিশিষ্ট সারণী - ৫
প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পর্কে কর্মীদের মতামত

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
প্রশিক্ষণ দেয় (হ্যাঁ)	৬১	৫৫.৪৫
প্রশিক্ষণ দেয় না (না)	৩২	২৯.০৯
উত্তর দেয়নি	১৭	১৫.৪৫
মোট	১১০	১০০%

পরিশিষ্ট সারণী - ৬
প্রশিক্ষণ প্রয়োগ সংক্রান্ত তথ্য

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
প্রশিক্ষণ নিয়ে তা প্রয়োগ করে (হ্যাঁ)	৫৮	৫২.৭৩
মাঝে মাঝে প্রয়োগ করে	৩	২.৭৩
উত্তর দেয়নি	৪৯	৪৪.৫৫
মোট	১১০	১০০%

পরিশিষ্ট সারণী - ৭
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীর দায়িত্ব

প্রতিষ্ঠান	কর্মী সংখ্যা	(%)
ব্র্যাক	১৩	৮৬.৬৭
ওয়ার্ল্ড ভিশন	১	৬.৬৭
পরিবার পরিকল্পনা	১	৬.৬৭
মোট	১৫	১০০%

পরিশিষ্ট সারণী - ৮
ঋণের উপকারিতা সম্বন্ধে কর্মীদের মতামত

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
মহিলারা ঋণ নিয়ে উপকৃত হচ্ছে (হ্যাঁ)	৭০	৬৩.৬৪
উপকৃত হচ্ছে না (না)	-	-
উত্তর দেয়নি	৪০	৩৬.৩৬
মোট	১১০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট সারণী - ৯
পারিবারিক আইন বিষয়ক কার্যক্রম (সম্পর্কে কর্মীদের মতামত)

পারিবারিক আইন সম্পর্কিত কার্যক্রমের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
▪ পরিবারিক আইন বিষয়ক ক্লাস পরিচালনা ▪ কমিটি গঠন করা ▪ নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রথা বিরোধী গান, নাটক ও পোষ্টার প্রচার ▪ বিচার ও শালিসীর ব্যবস্থা করা	১২	১০.৯১
প্রযোজ্য নয়	৯৮	৮৯.০৯
মোট	১১০	১০০%

পরিশিষ্ট সারণী - ১০
পরিবারিক আইন জানার উপকারিতা সম্বন্ধে কর্মীদের মতামত

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	(%)
(গ্রামীণ মহিলারা) আইন জেনে উপকৃত হচ্ছে (হ্যাঁ)	১২	১০.৯১
উপকৃত হচ্ছে না (না)	-	-
প্রযোজ্য নয়	৯৮	৮৯.০৯
মোট	১১০	১০০%

পরিশিষ্ট সারণী - ১১
সাংসারিক কাজে গৃহকর্তাদের অংশ গ্রহণের হার

মতামত	উত্তর সংখ্যা	মোট উত্তরের শতকরা
সাংসারিক কাজে অংশ গ্রহণ করে	১১৮	৫০.৬৪
কাজে অংশগ্রহণ করে (না)	১১৫	৪৯.৩৬
	২৩৩	১০০
প্রযোজ্য নয়	৩৪	১১.৮৫
অনুপস্থিত	২০	৬.৯৭
মোট	২৮৭	১০০

পরিশিষ্ট সারণী - ১২
পরিবারে বেকার সংখ্যা

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
বেকার আছে (হ্যাঁ)	১৬	৬.৬৭
বেকার নেই (না)	২২৪	৯৩.৩৩
মোট	২৪০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট সারণী - ১৩
পরিবারের ধার সংক্রান্ত তথ্য

মতামত	সংখ্যা	শতকরা
ধার করে (নিয়োমিত)	৪৩	১৭.৯২
মাঝে মাঝে ধার করে	৫০	২০.৮৩
ধার করে না	১৪৭	৬১.২৫
মোট	২৪০	১০০

পরিশিষ্ট সারণী - ১৪
বিনোদনের মাধ্যম

মতামত	সংখ্যা	(%)
বিনোদনের ব্যবস্থা আছে	১৫৬	৬৫
বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই	৮৪	৩৫
মোট	২৪০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

বি আর ডি বি - বাংলাদেশ রুবাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড

পদাবিফা - পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন

পদাবিক - পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী

ক্যাপ - সেন্টার ফর অ্যাডভান্সমেন্ট প্রোগ্রাম

ব্র্যাক - বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি

প্রশিকা - প্রশিক্ষণ শিক্ষা কাজ

সমক - সমন্বিত মহিলা কর্মসূচী

আশা - এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল এ্যাডভান্সমেন্ট

এডাব - এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ

এনজিও - নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন

বি বি এস - বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস

বেনবেইস - বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্ট্যাটিসটিকস

Dhaka University Institutional Repository

"গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস"
ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(গ্রামীণ মহিলাদের সাক্ষাৎকার)

(উপাত্ত শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে।)

অনুসূচীর নং- ১

নমুনা নং --------

১. উত্তরদাতার নাম ঃ --

ঠিকানা ঃ --

২. বয়স ঃ স্ত্রীর বয়স ঃ -------------------- স্বামীর ঃ --------------------

৩. আপনার ধর্ম কি ? --

৪. আপনার বৈবাহিক অবস্থা ঃ

(ক) অবিবাহিত (খ) বিবাহিত (গ) বিধবা (ঘ) পরিত্যক্তা

৫. আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্য সম্পর্কে বলুন?

ক্রঃ নং	বয়স	আপনার সহিত তার সম্পর্ক	সংখ্যা
১	শিশু (১-৩) বৎসর		
২	বালক-বালিকা (৪-৬) বৎসর		
৩	কিশোর-কিশোরী (৭-১৪) বৎসর		
৪	যুবক-যুবতী (১৫-২১) বৎসর		
৫	প্রাপ্ত বয়স্ক (২২-উর্ধ্বে)		

৬. (ক) আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ?

(১) প্রাথমিক (২) মাধ্যমিক (৩) উচ্চ মাধ্যমিক (৪) স্নাতক

(৫) স্নাতকোত্তর (৬) কারিগরি (৭) সামান্য লিখতে পারেন (৮) মোটেও না

(খ) আপনার স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ?

(১) প্রাথমিক (২) মাধ্যমিক (৩) উচ্চ মাধ্যমিক (৪) স্নাতক

(৫) স্নাতকোত্তর (৬) কারিগরি (৭) সামান্য লিখতে পারেন (৮) মোটেও না

Dhaka University Institutional Repository

৭. আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ?

আপনার সহিত তার সম্পর্ক	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	
২.	
৩.	

৮. (ক) সন্তানদের মধ্যে স্কুলে যায় না এমন কেউ আছে ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি স্কুলে না যায় তবে তার কারণ কি ?

(১) অর্থনৈতিক (২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব (৩) উৎসাহের অভাব (৪) অল্প বয়স্কতা

(৫) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ---------------------------------

৯. আপনার স্বামীর পেশা কি ?

(১) চাকুরী (২) ব্যবসা (৩) স্বাধীন পেশা (৪) দিন মজুরী

(৫) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) --

আয়ের উৎস সংক্রান্ত তথ্য

১০. (ক) আপনার আয়ের উৎস কোন ধরনের ?

(১) চাকুরী (২) ব্যবসা (৩) স্বাধীন পেশা (৪) বাড়ি ভাড়া

(৫) জমির আয় (৬) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) --

১১. (ক) আপনি কি প্রতিষ্ঠানের/সমিতির সদস্য ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি হ্যাঁ হয়, তবে কোন প্রতিষ্ঠানের ?

(১) (২) (৩)

১২. উক্ত প্রতিষ্ঠানের/সমিতির সদস্য হিসেবে আপনি কি ধরনের সুবিধা পান ?

(১) ঋণ (২) প্রশিক্ষণ (৩) চিকিৎসা (৪) খাদ্য

১৩. যদি ঋণ নিয়ে থাকেন, তবে তা দিয়ে কি করেছেন ?

(১) হাঁস মুরগী পালন (২) সব্জি চাষ (৩) মৎস্য চাষ (৪) গাভী পালন

(৫) জমি ক্রয় (৬) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) --------------------------------------

১৪. (ক) আপনার ঋণের পরিমাণ কত ?

(১) ২০০০ - ৪০০০ (২) ৪০০০ - ৬০০০ (৩) ৬০০০ - ৮০০০ (৮) ৮০০০ - উর্দ্ধে

(খ) ঋণের মেয়াদ কত ? (১) ১ বছর (২) ২ বছর (৩) ৩ বছর

(গ) সুদের শতকরা হার কত ? --

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) আপনি কি ঋণ নিয়ে লাভবান হচ্ছেন ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৫. আপনি মাসে কত টাকা আয় করেন ?

(১) ০ - ২০০ (২) ২০১ - ৪০০ (৩) ৪০১ - ৬০০ (৪) ৬০১ - ৮০০

(৫) ৮০১ - ১০০০ (৬) ১০০১ - উর্ধ্বে

১৬. ঋণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৭. যদি না হয় তাহলে কতটুকু পরিশোধ করেছেন ?

(১) ১০ - ২৫ শতাংশ (২) ২৫ - ৫০ শতাংশ (৩) ৫০ - ৭৫ শতাংশ (৪)৭৫-৯০ শতাংশ

১৮. ঋণ পরিশোধের সমস্যা কি ?

(১) (২) (৩) (৪)

<u>কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য</u>

১৯. (ক) আয়ের উৎসের সাথে জড়িত থাকার ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি হ্যাঁ হয়, তবে কি ধরনের ?

(১) সাংসারিক কাজে সমস্যা (২) ছোট বাচ্চার যত্নের সমস্যা

(৩) পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখাশোনার সমস্যা (৪). বাড়ির নিরাপত্তা জনিত সমস্যা

(গ) এই সমস্যার সমাধান আপনি কিভাবে করেন ?

----

২০. আপনি কেন উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত হয়েছেন ?

(১) আর্থিক প্রয়োজন (২) স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য

(৩) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ---

২১. (ক) আপনি কি মহিলাদের সংসারের পাশাপাশি বাইরে অন্য কাজ করা পছন্দ করেন ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি পছন্দ করেন, তবে কেন ?

(১) সংসারের স্বচ্ছলতা (২) আত্মনির্ভরশীলতা (৩) মর্যাদা বৃদ্ধি

(৪) পরিতৃপ্তি (৫) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) --------------------------------

২২. (ক) আপনি উপার্জন করেন, সেটা কি আপনার স্বামীর পছন্দ করে ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

Dhaka University Institutional Repository

(খ) যদি হ্যাঁ হয়, তবে কেন ?

(গ) যদি না হয়, তবে কেন ?

---

২৩. উৎপাদনমূলক কাজে আপনি কত সময় ব্যয় করেন ?

(১) ৩ ঘন্টার কম (২) ৪ ঘন্টা (৩) ৫ ঘন্টা (৪) ৬ ঘন্টা

আর্থ-সামাজিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য

২৪. আপনার পরিবারের মোট আয়ের উৎস গুলি কি কি ?

(১) চাকুরী (২) ব্যবসা (৩) বাড়ি ভাড়া (৪) জমির আয়

(৫) দিন মজুরী (৬) স্বাধীন পেশা :-

(ক) হাঁস-মুরগী পালন (খ) মৎস্য চাষ (গ) সব্জি চাষ

(ঘ) হস্ত শিল্প (ঙ) গরু-ছাগল পালন (চ) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ----------------

২৫. পরিবারের অন্যান্য উপার্জনশীল ব্যক্তিদের পেশা ও আয় সম্পর্কে বলুন।

ক্রঃ নং	আপনার সহিত সম্পর্ক	পেশা	আয়
১.			
২.			
৩.			
৪.			

২৬. (ক) আপনার পরিবারের কেউ বেকার আছেন কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) বেকারত্বের কারণ কি ?

---

২৭. আপনার মাসিক পারিবারিক খরচ কোনটি কি পরিমাণ ?

ক্রঃ নং	খরচের উৎস	টাকার পরিমাণ	শতকরা	কত জনের জন্য
১.	খাওয়া বাবদ			
২.	শিক্ষা বাবদ			
৩.	যাতায়াত			
৪.	বাড়ি ভাড়া			
৫.	বিভিন্ন প্রকার বিল পরিশোধ			
৬.	অন্যান্য খরচ			

Dhaka University Institutional Repository

২৮. সংসার পরিচালনা করতে গিয়ে কখনও কোন ধার করতে হয়েছে কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৯. পরিবারের মোট মাসিক আয় কত ?

(১) ১০০১ - ৩০০০ (২) ৩০০১ - ৫০০০ (৩) ৫০০১ - ৭০০০ (৪)৭০০১ - ৯০০০

(৫) ৯০০১ - ১১,০০০ (৬) ১১,০০১ - উর্ধ্বে

৩০. কর্মে নিয়োজিত হওয়ায় এখন আপনার সংসারের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ?

(ক) স্বচ্ছল (খ) স্বচ্ছল নয়

৩১. আপনি কর্মে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে সংসারের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল ?

(১) একই রকম ছিল (২) ততোটা স্বচ্ছল ছিল না (৩) স্বচ্ছল ছিল

৩২. আপনার বসত বাড়ির জমির পরিমাণ কত ?

----

৩৩. আপনার আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ কত ?

----

৩৪. (ক) আপনি আয় করায় নতুন কোন সম্পদ ক্রয় করেছেন কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি কিনে থাকেন তবে তা কি ধরনের ?

----

৩৫. আপনার বাড়ি কোন ধরনের ?

(১) পাকা (২) আধা-পাকা (৩) টিনের (৪) কাঁচা

৩৬. আপনার বাড়িতে কক্ষ সংখ্যা কত ? --

৩৭. আপনার গোসলখানা ও পয়ঃপ্রণালীর ধরন সম্পর্কে বলুন ?

ক্রঃ নং	ধরন	গোসল খানা	পয়ঃপ্রণালী	সংখ্যা
১.	কাঁচা			
২.	পাকা			
৩.	আধা-পাকা			
৪.	স্যানেটারি			

৩৮. আপনার গৃহে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩৯. আপনার ব্যবহৃত পানির উৎস কি ?

(১) নলকূপ (২) সাপ্লাই (৩) নদী/পুকুর

Dhaka University Institutional Repository

৪০. আপনার বাস গৃহ কি ?

(ক) নিজস্ব (খ) সরকারী (গ) ভাড়া

(ঘ) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) --

৪১. আপনার পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গুলি কে গ্রহণ করে ?

(ক) আপনি (খ) আপনার স্বামী (৩) দু' জনে মিলে

(ঘ) অন্য কেউ (নির্দিষ্ট করুন) --

৪২. (ক) আপনার পরিবারে বিনোদনের কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি হ্যাঁ, তবে সেটা কি ধরনের ?

(১) রেডিও (২) টিভি (৩) ক্যাসেট প্লেয়ার (৪) সিডি

(৫) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) --

৪৩. পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে, কোন চিকিৎসা মাধ্যম ব্যবহার করেন ?

(ক) ডাক্তার (খ) স্বাস্থ্য কেন্দ্র (গ) হাসপাতাল (ঘ) হোমিও

(ঙ) কবিরাজি (চ) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) --

৪৪. শিশু ডায়রিয়া আক্রান্ত হলে তাৎক্ষনিক ভাবে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ?

(ক) ওরালস্যালাইন (খ) হাতে বানানো স্যালাইন (গ) কিছুই করনে না

(ঘ) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) --

গৃহকর্তার মতামত সংক্রান্ত তথ্য

১. (ক) স্ত্রীর বাইরে কাজ করা আপনি কি পছন্দ করেন ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি পছন্দ করেন, তবে কেন ?

(গ) যদি পছন্দ না করেন, তবে কেন ?

----

২. (ক) স্ত্রী আয় করায় আপনার পরিবার উপকৃত হচ্ছে কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি হ্যাঁ হয়, তবে কি ধরনের ?

Dhaka University Institutional Repository

৩. (ক) স্ত্রী কাজ করায় আপনার পরিবারের কোন সমস্যা হচ্ছে কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি হ্যাঁ হয়, তবে কি ধরনের ?

(গ) ঐ সমস্যা সমাধানে আপনার ভূমিকা কি ?

----

৪. (ক) আপনি কি সংসারিক কাজে স্ত্রীকে কখনও সাহায্য করেন ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি সাহায্য করেন তবে তা কি ধরনের ?

(১) (২) (৩)

৫. আপনার স্ত্রী বাইরের কাজ করে ঠিক মত সংসার পরিচালনা করছে কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৬. স্ত্রীদের/মহিলাদের কোন ধরনের আয়ের উৎস আপনার পছন্দ ?

----

৭. বাইরে কাজ করা সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

----

৮. পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গুলি গ্রহণ করে কে ?

(ক) আপনি একা (খ) স্ত্রী ও আপনি (গ) পরিবারের সকল সদস্য মিলে

(আপনার সাথে আলাপ করে ভালো লাগল। আমাকে সময় এবং সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।)

****

Dhaka University Institutional Repository

"গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস"
ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(কর্মজীবি মহিলাদের সাক্ষাৎকার)

(উপাত্ত শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে।)

অনুসূচীর নং- ২

নমুনা নং --------

১. আপনি কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মী

----

২. আপনি কোন পদে নিয়োজিত আছেন ?

----

৩. (ক) আপনি কি উক্ত পদে কাজ করে সন্তুষ্ট ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি না হয়, তবে কেন ?

(গ) হ্যাঁ হলে কেন ?

----

৪. উক্ত পদে আপনাকে কি কি দায়িত্ব পালন করতে হয় ?

(ক) সংগঠন পরিচালনা (খ) চিকিৎসা সেবা (গ) শিক্ষা পরিচালনা

(ঘ) পারিবারিক আইন পরিচালনা (ঙ) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) --------------------------------

৫. (ক) যদি সংগঠন পরিচালনা করেন সেক্ষেত্রে উহার সদস্য কারা ?

(খ) আপনি কি সংগঠনের সদস্যদের ঋণ প্রদান করেন ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(গ) ঋণ নিয়ে তারা কি উপকৃত হচ্ছে ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(ঘ) আপনি কি জানেন তারা ঋণের টাকা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ?

(১) (২) (৩) (৪)

(ঙ) মহিলারা ঋণের টাকা পরিশোধ করে কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

Dhaka University Institutional Repository

৬. (ক) চিকিৎসা সেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনার দায়িত্বগুলি কি কি ?

(১) (২) (৩) (৪)

(ক) চিকিৎসা ক্ষেত্রে কি ধরনের সেবা প্রদান করেন ? --

(খ) কোন ধরনের ব্যক্তিদের সেবা প্রদান করেন ? --

৭. (ক) আপনি কি সদস্যদের কোন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি প্রশিক্ষণ দেন, তবে তা কি কি ?

(১) (২) (৩) (৪)

(গ) প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা কি তা প্রয়োগ করছে ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৮. শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা কি ?

(১) (২) (৩) (৪)

(খ) এক্ষেত্রে কি ধরনের সুবিধাদি প্রদান করেন ?

(১) (২) (৩) (৪)

(গ) শিক্ষার্থী হিসেবে কাদের নির্ধারণ করেন ?

(১) (২) (৩) (৪)

৯. (ক) আপনি কিভাবে পারিবারিক আইন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করেন ?

(খ) উক্ত আইন সম্পর্কে জানার পর মহিলারা কি উপকৃত হচ্ছে ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১০. (ক) কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হচ্ছে কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি সমস্যা হয়, তবে তা কি ধরনের ?

(গ) সমস্যা গুলি আপনি কি ভাবে সমাধান করেন ?

(ঘ) প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে কোন সাহায্য করেন ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১১. (ক) নিয়মিত কর্মক্ষেত্রে যাওয়ায় আপনি পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

Dhaka University Institutional Repository

(খ) যদি হ্যাঁ হয়, তবে কি ধরনের ?

(১) সাংসারিক কাজে সমস্যা (২) ছোট বাচ্চার যত্নের সমস্যা

(৩) পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দেখাশোনার সমস্যা (৪) বাড়ির নিরাপত্তা জনিত সমস্যা

(গ) এই সমস্যার সমাধান আপনি কিভাবে করেন ?

----

১২. অফিসে থাকাকালীন সময় আপনার ছোট শিশুটিকে কে দেখে ?

----

১৩. (ক) আপনি কি মহিলাদের সংসারের পাশাপাশি বাইরে অন্য কাজ করা পছন্দ করেন ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি পছন্দ করেন, তবে কেন ?

(১) সংসারের স্বচ্ছলতা (২) আত্মনির্ভরশীলতা (৩) মর্যাদা

(৪) পরিতৃপ্তি (৫) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ----------------------------------

১৪. (ক) আপনার মতে, কর্ম পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত ?

(খ) কাজে অবদান রাখার ক্ষেত্রে কর্ম পরিবেশ প্রভাব ফেলে কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(গ) যদি হ্যাঁ হয় তবে কি ধরনের ? --

১৫. কর্মক্ষেত্রে আপনাকে কত সময় ব্যয় করতে হয় ?

(১) ৪ ঘন্টা (২) ৫ থেকে ৬ ঘন্টা (৩) ৭ থেকে ৮ ঘন্টা

১৬. চাকুরী ক্ষেত্রে থেকে আপনি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পান ?

(১) যাতায়ত সুবিধা (২) আবাসিক সুবিধা (৩) চিকিৎসা (৪) শিক্ষা

(৫) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) --

১৭. আপনার নিরাপত্তার জন্য প্রতিষ্ঠান কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কি ?

(১) গ্র্যাচুটি (২) পেনশন (৩) প্রভিডেন্ট ফান্ড

(৪) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) --

১৮. মহিলারা উপার্জনক্ষম হলে পরিবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় -এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

(১) (২) (৩) (৪)

(আপনার সাথে আলাপ করে ভালো লাগল। আমাকে সময় এবং সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।)

****

Dhaka University Institutional Repository

"গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের উৎস"
ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার)

(উপাত্ত শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে।)

অনুসূচীর নং- ৩

নমুনা নং --------

১. প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ --

২. আপনার প্রতিষ্ঠানে মহিলারা কোন কোন পদে নিয়োজিত আছে ?

(ক) (খ) (গ)

(ঘ) (ঙ) (চ)

৩. কোন ধরনের পদে সর্বাধিক মহিলা কর্মরত রয়েছে ? --

৪. মহিলা কর্মীদের শতকরা হার কত ? --

৫. আপনি কি মনে করেন মহিলারা উপার্জন করায় পরিবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৬. আপনার মতে, কোন ধরনের কর্মে মহিলারা বেশি স্বচ্ছন্দ অনুভব করে ?

----

৭. (ক) কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের কোন সমস্যা হচ্ছে কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি সমস্যা হয়, তবে তা কি ধরনের ?

(গ) এই সমস্যা দূরীকরণে আপনাদের ভূমিকা কি ?

----

৮. (ক) গ্রামীণ পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠান কোন সংগঠন পরিচালনা করছে কি ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) যদি সংগঠন পরিচালনা করে, তবে তার উদ্দেশ্য কি ?

(১) (২) (৩)

(গ) উক্ত সংগঠন মহিলাদের কি ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে ?

(১) ঋণ প্রদান (২) প্রশিক্ষণ (৩) চিকিৎসা (৪) শিক্ষা

(৫) গৃহায়ন (৬) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ------------------------------------

Dhaka University Institutional Repository

৯. (ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

(ক) ঋণের ধরন কেমন ? (১) স্বল্প মেয়াদী (২) মধ্য মেয়াদী (৩) দীর্ঘ মেয়াদী

(খ) ঋণের সিলিং কত ? (১) (২) (৩)

(গ) সুদের শতকরা হার কত ? --

(ঘ) ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা কি ? --

(ঙ) ঋণের অর্থ তারা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ?

(১) (২) (৩)

(চ) আপনি কি মনে করেন মহিলারা ঋণ নিয়ে উপকৃত হচ্ছে ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(ছ) যদি না হয়, তবে কেন ? --

১০. (ক) মহিলাদের কি ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন ? (প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

(১) (২) (৩) (৪)

(খ) মহিলারা প্রশিক্ষণ নিয়ে কি তা কাজে প্রয়োগ করছে ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১১. গ্রামীণ সংগঠন/সমিতি গুলি মহিলাদের চিকিৎসার ও শিক্ষারা ক্ষেত্রে কি ধরনের সেবা প্রদান করছে ?

(১) (২) (৩) (৪)

১২. আপনার প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

(ক) গ্র্যাচুইটি (খ) পেনশন (গ) প্রভিডেন্ট ফান্ড

(ঘ) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) --

১৩. কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করেন কি ?

(ক) যাতায়াতের জন্য গাড়ি (খ) আবাসিক সুবিধা (গ) ভ্রমণ ভাতা

(ঘ) চিকিৎসা ও শিক্ষা (ঙ) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) -----------------------------

১৪. মহিলাদের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত আপনার কোন মতামত থাকলে উল্লেখ করুন ঃ-

(ক) (খ) (গ)

(আপনার সাথে আলাপ করে ভালো লাগল। আমাকে সময় এবং সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।)

****